শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ॥

শরণং ॥

॥ সরকুলের অর্ডর ॥

অর্থাৎ

সদর দেওয়ানী আদালত হইতে যে সমস্ত সাধারণ লিপি ইং ১৮৪০ শাল নাং ১৮৪২ শাল পর্য্যন্ত প্রচার হইয়াছে ॥

তাহা

শ্রীযুত গোপীনাথ শীল কর্ত্তৃক সংগ্রহ পূর্ব্বক অনুবাদ হইয়া।

কলিকাতার।
শিবাদহ নিবাসী শ্রী পীতাম্বর সেন দাং সিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥
সন ১২৪৯ সাল।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

সদর দেওয়ানী।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

শ্রীশ্রী পরাত্মনায় ॥

প্রণমাম্যহং

সদর দেওয়ানী আদালতের
সরকিউলর আরডর অর্থাৎ সাধারণ লিপি
যাহা

ঐ আদালতের রেজিষ্টর
কর্তৃক নিম্নাদালতে লিখিত হইয়াছে ॥

ইং ১৮৪০ সাল ৩ জ্যানুয়ারি।

কোন ব্যক্তি যদ্যপি অজ্ঞানতা বা অনবধানতা কিম্বা ভ্রম প্রযুক্ত আপনার মোকদ্দমার হেতু স্বরূপ আইনের নির্দিষ্ট ইষ্ট্যাম্প ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কাগজে লিখিত কোন দলিল দাখিল করে এবং সুতরাং তৎপ্রযুক্ত তাহা অগ্রাহ্য হয় সেই ব্যক্তি আপনার এভ্রম সংশোধনের সুযোগ পাইবার নিমিত্ত এবং উপযুক্ত ইষ্টাম্প তাহাতে বসাইবার নিমিত্ত রীতিমতে রেবিনিউর কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্তক্রমে ঐদোষের প্রতিকার পাওন বিষয়ের প্রার্থনা করিলে যে আদালতে এ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে ঐ আদালতের সাহেব ঐ কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত উপযুক্ত মিয়াদ দিবেন। গেজেট ১৫ পৃষ্ঠা

সদর দেওয়ানী আদালতের সাধারণ লিপি।

ইং১৮৩০ সাল ৬ জ্যানয়ারি।

গত ইংরাজী ১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৪ সঙ্খ্যক সাধারণ লিপির ৬ ধারাতে এমত হুকুম আছে যে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার উর্দ্ধমূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জাবিতামত আপীলের দরখাস্ত ঐ কার্য্যকারকের নিকটে দেওয়া গেলে তিনি ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ প্রস্তুত করিয়া রীতিমত সার্টিফিকেটসমেত একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটপাঠাইবেন।

৩। এই আদালতের সাহেবেরা এমত বোধ করেন যে নীচের লিখিতব্য সাধারণ লিপির তাৎপর্য্যের প্রতিদৃষ্টি না করিয়া উক্ত বিধি করা গিয়াছে।

৪। ঐ সাধারণ লিপির মধ্যে প্রথম হুকুম ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের নিদ্ধারিত বিধির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। ঐ প্রকরণেতে বিপরীত পক্ষকে তলব না করিয়া অথবা সমস্ত মোকদ্দমার কার্য্যের পুনদৃষ্টি না করিয়া আসল নিষ্পত্তি মঞ্জুর করণ বিষয়ের হুকুম হইয়াছিল এবং তাহাতে যে আদালতে আপনারকরা নিষ্পত্তির উপর আপিলের দরখাস্ত একেবারে দাখিলহইতে সেই আদালতেরপ্রতি সদরআদালত হইতেহুকুম নাপাইয়া আশলকাগজপত্রের নকল করাইতে অথবা আসলকাগজ পত্রপাঠাইতে নিষেধহইল।

দক্ষদেশের চলিত ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ১১ ধারা।

১৮৩২ সালের ১৮ মে সংখ্যা ৪৯ এবং ১৮৩৩ সালের ২৮ জুন সংখ্যা ৮৯।

৫। দ্বিতীয় সাধারণ লিপিতে যেরূপে জেলার জজ সাহেবেরা আপনারদের করার নিষ্পাত্তির উপর আপিল লইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন তদ্বিষয়ে হুকুম হইল যে নীচের লিখিতব্য কাগজপত্র পাঠাইতে হইবেক অর্থাৎ আপিলের দরখাস্ত এবং তাহার সঙ্গে যে কোন কাগজপত্র নথীতে গাথা গিয়া থাকে তাহা একসটি ফকটের থামের মধ্যে পাঠাইবেন এবং তাহার সঙ্গে উভয় বিবাদীর নামের ফর্দ এবং ডিক্রীর চম্বক এবং নিষ্পত্তি করণের তারিখ এবং আপিল করণের তারিখ এবং যেহেতু জজ সাহেব বোধ করিলেন, যে আপিল নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হইয়াছে সেইসকল একরুবকারীতে লিখিয়া পাঠাইবেন।

৬। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে প্রধান সদর আমীনের আদালতে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকায় উর্দ্ধ মূল্যের যে জাবেতামত মোকদ্দমা হয় তাহার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপিল হইলে তাহার বিষয়ে সেইরূপ বিধি অবশ্য খাটিতে পারে অতএব সকল মোকদ্দমা একি রীতিতে চলে এ নিমিত্তে ঐ আদালতের সাহেবেরা এমত হুকুম করিতেছেন যে ১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৪ সংখ্যা সাধারণ লিপির ৬ ধারা আপনি রদ করেন এবং উত্তরকালে কার্য্য নির্ব্বাহের উচিত রীতি যাহাতে জানা যায় পশ্চাৎ লিখিতব্য এমত সংশোধিত বিধি তাহার পরিবর্ত্তে স্থাপন করেন।

সংশোধিত বিধি ৬। ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষ্পাত্তির উপর জাবেতামত আপিলের সমস্ত দরখাস্ত একেবারে এই আদালতের অথবা

প্রধান সদর আমীনের নিকটে করিতে হইবেক। প্রধান সদর আমীনের নিকটে দাখিল হইলে যদ্যপি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপিল দাখিল হইয়া থাকে তবে ঐ প্রধান সদর আমীন যত শীঘ্র হইতে পারে ততশীঘ্র ঐআপিলের দরখাস্ত এবং তাহারসঙ্গে যেকোন কাগজপত্র নথীতে গাথা গিয়া থাকে তাহা এবং আপনার পদ সংস্পর্কীয় মোহর ও দস্তখতে এক সার্টিফিকট এবং উভয় বিবাদীর নামের ফর্দ এবং ডিক্রীর চুম্বক ও নিষ্পত্তির তারিখ ও আপিলের দরখাস্ত যেতারিখে দাখিল হইয়াছিলতাহাএকরুবকারীতে লিখিয়া সদরদেওয়ানীআদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। প্রধান সদরআমীন সদর দেওয়ানী আদালত হইতে হুকুম নাপাওয়াপর্য্যন্ত আসল কাগজ পত্রের নকল করাইবেন না ও তাহা পাঠাইবেন না পরে হুকম পাইলে তাহা পাঠাইবেন এবং তাহা জজেরদ্বারা নষ্ট নাহয় এনিমিত্তে নীচের লিখিতব্য ঐআদালতের যে হুকুম আছে তদনুসারে সাবধানকরিবেন এবংরোয়দাদের যে নকল করিতে হুকুম আছে তাহা নির্ব্বিঘ্ন রাখনের নিমিত্তে জজ সাহেবের রিকার্ডদপ্তরে দাখিলকরিবেন।গেজেটে ২৬।২৭পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ১৭জ্যানুয়ারি।

২। ১৮১৪ শালের ২৩আইনের ৫৭।৫৮।৫৯ ধারাতে চাটিগাঁর মনশেব দিগের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে বিশেষ বিধি আছে এবং ঐ আইনের ৭৩ ধারার দ্বারা ভূমিসম্পত্তির অধিকারএবং উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক মোকদ্দমায় সদর আমীনদেরপ্রতি ঐ

১৮৩৮ শালের ২৪ আগষ্ট ১৬ সংখ্যা সাধারণ লিপি।

১৮২৩ শালের ১৯সেপ্টেম্বরের এবং ১৮২৪ শালের ২১মের ৬৭ ও ৭০ সংখ্যা সাধারণ লিপি।

বিশেষ বিধির অনুসারে কার্য্য করিতে হুকুম হইয়াছিল কিন্তু ঐ ৫৭।৫৮। ৫৯ ধারা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার ১প্রকরণক্রমে রদ হইয়াছে এবং ঐ ১ প্রকরণেতে কেবল মনসোব দিগের সাধারণ কার্য্য করিবার নিমিত্ত রদ হওয়া ৫৯ ধারার মর্ম্ম পুনর্ব্বার বহাল হইল অতএব ঐ ৭৩ধারার যে ভাগের দ্বারা ঐ তিন ধারা সদর আমীনের কার্য্যের উপর বিস্তার হইয়াছে তাহা ও যে রদ ও বাতিল হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এবং এই প্রযুক্ত উক্ত বিশেষ বিধি সদর আমীনের আদালতের সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণের প্রথম ভাগের দৃষ্টে প্রধান সদর আমীনের সঙ্গে ও সম্পর্ক রাখেনা। গেজেটে ৩৩। ৩৪ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ২৩ জানুয়ারি।

১৮১৩ সালের ৩ জুন তারিখের ৩৬ সঙ্খ্যা সদর দেওয়ানী আদালতের সাধারণ লিপিতে এমত হুকুম ছিল যে জমীদারের পক্ষে মোক্তার স্বরূপ ক্রোক হওয়া দ্রব্য নীলাম করণের কার্য্য এবং বাকীদার রাইয়তের সম্পত্তি ক্রোক করণের কার্য্যে মনসোবেরা নিযুক্ত হইতে পারে। ১৮২৯ সালের ১ আইনের দ্বারা ক্রোকী সম্পত্তি করণের ক্ষমতা মনসোবেরদের রহিত হইয়াছে ঐ প্রযুক্ত এবং বর্ত্তমান রীতির দ্বারা নানা বিষয়ের পরিবর্ত্ত হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত ঐ মনসোবেরা সাধারণ লিপির নির্দ্ধারিত ক্ষমতানুসারে আর কার্য্য করিতে পারিবেন না। অতএব তোমার এলাকার সমস্ত মনসোবের ঐ সাধারণ লিপির অনুজ্ঞায় জমীদারের মোক্তার স্বরূপে কার্য্য করিতে নিষেধ করিবে। এবং সাধারণ লিপির যে ভাগের দ্বারা ঐরূপ ক্ষমতা

দেওয়া গিয়াছিল তাহা রদহইয়াছে বোধ করিবে। গেঃ ৩৪পৃষ্ঠা

ইং ১৮৪০ সাল ৪ ফেব্রুয়ারি।

এতদ্দেশীয় ভাষার হিসাবের বহীতে লেখ্য টাকার বিষয়ে যে দাওয়া হয় তাহা সিদ্ধ কি না ইহা নির্ণয় করণার্থে হিসাবের বহীর প্রত্যয়ের যোগ্যতারবিষয়ে রিপোর্ট করিতে দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আপন২ সিরিস্তার খাজাঞ্চীকে হুকম দিয়া থাকেন ; কিন্তু ঐ ব্যবহার ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৬ ধারার বিপরীত। ঐধারাতে জজসাহেবেরদের প্রতি এই মত নিষেধ আছে যে কোন আইনের দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা না দেওয়া গেলে তাঁহারা আপনারদের সমক্ষে উপস্থিত হওয়া কোন মোকদ্দমার বিষয়ে ডিক্রী করণের অভিপ্রায়ে আদালতের কোন আমলা কি অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে বেওরা কৈফিয়ৎ লইবেননা কেবল শরা ওশাস্ত্রের কোন বিধান পণ্ডিত ও মৌলবীর নিকটে কোন বিষয়ে অর্পণ করিতে পারেন।

২। অতএব সদর আদালত উক্ত ব্যবহার এক্ষণে নিষেধ করিতেছেন এবং পশ্চাৎ লিখিতব্য বিধানানুসারে কার্য্য করিতে হুকম দিতেছেন।

৩। যদ্যপি কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় এদেশীয় হিসাবের বহী অনুসন্ধান ওতহকিক করণের আবশ্যক হয়তবে ইউরোপীয় জজ সাহেবেরা সাধ্যনুসারে সেই নিমিত্ত এসেসর অর্থাৎ সহকারীর দিগকে আহ্বান করিবেন কিন্তু যে২ স্থলে এইরূপ করা তাঁহারদের বিহিত বোধ না হয় সেই২ স্থলে২ তাঁহারা আমানের দ্বারা ঐ নির্ব্বাহকার্য্য করিবেন ঐ আমানেরা মোকদ্দমা দৃষ্টে ফরিয়াদী কি আসামীর খরচে নিযুক্ত হইবেক এবং

তাহাদের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার সমস্ত বিষয় এবং ফরিয়াদী আসামীর ইচ্ছা বুঝিয়া যেমত উচিত বোধ হয় সেই মতে হয় মহাজনের ঘরে কি আদালতে ঐ হিসাবের বহী তহকিক করিবেক। এবং এদেশীয় বিচারকেরা পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে এসেসর অর্থাৎ সহকারী নিযুক্ত করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন তাঁহারা শেষোক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন। গেজেট ৫৪ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ৭ ফেব্রুয়ারি।

১৮৩; সালের ১৩ জানুয়ারি তারিখে ১৯৭ সঙ্খ্যা সাধারণ লিপির সম্পর্কঐং হুকুমানুসারে যে আমীনেরা আদালতের ডিক্রী জারিক্রমে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে নিযুক্ত হন তাঁহারদের কি পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাহার বিষয়ে নীচের লিখিতব্য বিধি

২। সদর আদালতের সাহেবেরা এমত বিধান করিয়াছেন যে ঐরূপে নিযুক্ত আমীনেরা ১৮২৫ শালের ৭ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের অর্থ করনানুসারে ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে কি স্থাবর কি অস্থাবর উভয় প্রকার বস্তু বিক্রয় করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন। গেজেটে ৫৪।৫৫ পৃষ্ঠা।

পশ্চিম দেশ। ১০ ফেব্রুয়ারি।

ইং ১৮৪০ সাল ২৮ ফেব্রুয়ারি।

পোষ্ট মাষ্টর জেনরল সাধারণ লিপির দ্বারায় ঘোষণা করিয়াছেন যে পুলিন্দার দুই কিনারা সেলাই না করিয়া কিম্বা বাহিরে রজ্জু না বান্ধিয়া মোহর করিলে এমত কোন পুলিন্দা কোন পোষ্ট মাষ্টর গ্রহণ করিবেন না অতএব আপনারা কাগজ পত্র পাঠাইবার সময় উক্ত বিষয়ে মনোযোগী হইবে। গে৫৬ পৃষ্ঠা

ইং ১৮৩০ শাল ২৮ ফেব্রুয়ারি।

১ প্রথম শংখ্যামাশিক দেওয়ানী কৈফিয়তের সঙ্গে যে সর্টিফিকট পাঠাওনের বিষয়ে গত বৎশরের ২০ শেপটেম্বর তারিখের সাধারণ লিপির শেষ দফাতে যে হুকুম ছিল তাহা যে মাসে প্রধান শদর আমীন ৫০০০ পাচহাজার টাকার উর্দ্ধ কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন কেবল সেই মাশের শঙ্গে সম্পর্ক রাখে কিন্তু যে মাসে ঐ কার্য্যকারক সেই মূল্যের কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন নাহি ইহার সম্বাদ ঐ কৈফিয়তের মধ্যে কোন রূপে দৃষ্ট হয় ইহা বাঞ্ছনীয় বোধ হইল যে ঐরূপ কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হইলে উত্তর কালে উক্ত সাধারণের ১২ দফার নির্দ্ধারিত ঐ কৈফিয়তের চতুর্থ ভাগের ক্রোড়ের শেষ সেই বিষয়ের একটা মন্তব্য কথা লিখিয়া। এবং ঐ কৈফিয়তের ঐ ভাগ যে মাসে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার উর্দ্ধ মূল্যের কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় নাহি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক। গেজেটে ৫৭ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ শাল ৬ মার্চ।

দেশীয় বিচারক দিগের গুণাগুণ কর্ম্মদক্ষতা ও পূর্ব্ব কর্ম্ম জজ দিগের বার্ষিক রিপোর্টেই ব্যক্ত থাকে ও তদ্দারায় তাহারদিগের দরখাস্ত ব্যতিরেকে পদ বৃদ্ধি হইতে পারে তত্রাপি তাহারা কোন দরখাস্ত জজের দ্বারায় করিতে চাহিলে জজ তাহা অবশ্য পাঠাইবেন এবং এবলিশিমনশোবাদির প্রতিও ঐ রূপ অনুগ্রহ হইবেক কিন্তু উক্ত নিয়ম মতে না পাঠাইয়া এককালে শদরে দরখাস্ত করিলে তাহা শ্রবণ ও তৎসম্বলিত দস্তাবেজ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। গেজেটে ৫৭।৫৮ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ৬ মার্চ।

যে ব্যক্তি মনসোবের আদালতের চলিত কর্ম্ম করণের ভার প্রাপ্ত হন তিনি ঐ মনশোবের অর্দ্ধেক বেতন পান এবং যে ব্যক্তি মনশোবের ছুটিপ্রযুক্ত বর্ত্তমান না থাকন সময়ে অথবা মনসোবের সস্পেণ্ড হওনের সময়ে তাহার পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরেন তিনিওসেই বেতন পান এই আদালত ঐ দুই কর্ম্মের পরিশ্রম ও ঝুকির প্রতি দৃষ্টি করিয়া বেতনের ঐ নিয়ম অযথার্থবোধ করেন। অতএব তাঁহারা এইপরামর্শ দেন যে একটিং মনসোবের বেতন এক্ষণকার ন্যায় সম্পূর্ণ বেতনের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৫০ টাকা করিয়া ধার্য্য থাকে কিন্তু যেব্যক্তি কেবল মনসোবের চলিত কর্ম্মের ভারপ্রাপ্তহন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণী মনসোবের বেতনেরসিকী অর্থাৎ ২৫টাকা করিয়া পান যেহেতুক আদালতের সাহেবেরা ইহাপ্রচুরবোধ করেন। গেজেটে ৬৯ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ শাল ৩ এপ্রেল।

১৮৪০ শালের ৭আক্ট মতে সদরের ডেপুটি রেজিষ্টর মেষ্টর কারপেটরিক সাহেবের প্রতি সাধারণলিপি ও ইষ্ট্যাম্পে লিখিত নকল ও প্রথম এসিষ্ট্যাণ্ট মেষ্টর ইষ্ঠুর সাহেবের প্রতি প্রিসেপটে ও সাদাকাগজে লিখিত নকলে স্বাক্ষর্করিবার ক্ষমতা দেওয়াগেল এবংপ্রথম এসিষ্ট্যাণ্টের অবর্ত্তমানকালেঐ ডেপুটি রেজিষ্টর তাহার কর্ম্মকরিতে পারিবেন। গেঃ ৭০পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ শাল ৩ এপ্রেল।

১৮৪০ শালের ৫ আক্ট মতে নীচের লিখিত বাক্যানুসারে

যাহারা শপথ করিবেক তাহার দিগেরকে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতে হইবেক না কেবল উক্তবাক্য পাঠ ও শ্রবণ করিবেক এবং তাহার জবানবন্দির প্রথমেই লিখিতেহইবেক যে ১৮৪০ শালের ৫ আকটের বিধ্যনুসারে শপথ করিবেক।

শপথ।

আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এইক্ষণে যাহা কহিবতাহা সত্য ও সম্পূর্ণ সত্যহইবেক এবং সত্যভিন্ন হইবেক না। গেজেট ৭১ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ শাল ১০ এপ্রেল।

এক অধিকারে নানা মনশোবেরা সরকারী কর্ম্ম সম্বন্ধে জজকে না জানাইয়া পরস্পর রুবকারী প্রেরণকরিতে পারিবেক গেজেটে ৭১ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ শাল ১০ এপ্রেল।

১৮৩৪ শালের ২৬ সেপটেম্বর দিবসীয় ১১৫ সংখ্যক সাধারণলিপির অন্যথায় আদেশ হইল যে দেশীয় বিচারকেরা ৺পূজা ও মহরমের বিদায়ের অতিরিক্তকাল পীড়িত জন্য কর্ম্মস্থানে আসিতে না পারিলে ও পরে কর্ম্মস্থানে পৌঁছছিয়া পীড়িত থাকার বিষয় চিকিৎসার সার্টিফিকট দর্শাইলে উক্ত লিপির লিখিত অবর্ত্তমান কালের মাহিয়ানা কর্ত্তন হইবেক না ২৭ অাকটবর সাঃ লিঃ দৃষ্টা। গেজেটে ৭২ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ শাল ১৬ এপ্রেল।

১৮১২ শালের ২০ আইনের অভিপ্রায়মতে মোকদ্দমার খরচার জামিনীনামা রেজেষ্টরি হইতে পারে অতএব উক্ত নিয়ম দলিলরেজিষ্টরির করা কর্ম্মকারককে জ্ঞাতকরিবে। গেঃ ২৫ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ১৬ এপ্রেল।

গবরণমেণ্টের নাম সম্বলিত বাকী খাজানা আদায় কারণ নিলাম খরিদারের নামে নালিশী মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮৩৮ সালের ১০ আগষ্ট তারিখের দেওয়ানী আদালতের কোন২ রীতি পরিবর্ত্ত করিয়া যে সাধারণ লিপি প্রচার হয় গবরণর বাহাদুরের অভিপ্রায় মতে তাহা অন্যথা হইলে। গেঃ ৭২ পৃঃ।

ইং ১৮৪০ সাল ১৮ এপ্রেল।

জেলার পণ্ডিত দিগের বিবরণ নীচের লিখিত নকসা মতে ও কোন পণ্ডিতের পদ শূন্য থাকিলে কত দিন শূন্য ও কিরূপ কর্ম্ম চলিতেছে ও বেতন কি হইতেছে তাহার বেওরা লিখিবে। গেজেটে ৮০। ৮১ পৃষ্ঠা।

নাম ও নিযুক্ত হওনের তারিখ	বয়ঃ জাতি ও জন্মস্থান	বেতনের সংখ্যা	সাধারণ যোগ্যতা ও চরিত্র	পণ্ডিতের কত ভূমি সম্পত্তি	নিজ জেলার কি অপর	জেলার সাক্ষি

ইং ১৮৩০ সাল ১ মে।

মেলটরি বোর্ডের সাধারণ লিপি যে গতে ৩১মে দিবসীয় লি

পির সহিত প্রচার হইয়াছিল তাহার ৩ ধারার যে আদালত ঘরের শাসী দরজা ভঙ্গকরণ জন্য দণ্ডের নিয়ম ছিল তাহা অন্যথা হইয়া আদেশ হইল যে আদালতের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তাহার বিবেচনা করিবেন। গেজেট ৮১ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ শাল ৮ মে।

১ ডিক্রীর নকল লওন জন্য সমস্ত ইষ্ট্যাম্প একালীন দাখিল করিতে হইবেক কতক দাখিল করিয়া থাকিলে বাকী কাগজ ঐ নকল প্রস্তুত হওনের অবকাশে দিতে হইবেক তাহাতে বিলম্ব হইলে ঐ বিলম্ব জন্য সময়ে আপিলের মেয়াদে বাদ পড়িবেক না।

২ ডিক্রীনবীস প্রত্যেক ডিক্রীর পৃষ্ঠে ডিক্রী প্রস্তুত হওনের তারিখ লিখিবে এবং নকল জন্য কত ইষ্ট্যাম্প লাগিবেক তাহার নিমিত্তে নকলের প্রার্থনীয় ব্যক্তিকে সম্বাদ করিবেক ও তাহার প্রমাণ জন্য স্বয়ং কি উকীলের স্থানে আসল ডিক্রীর পৃষ্ঠে লিখাইয়া লইবেক স্বয়ং কি উকীল উপস্থিত না থাকিলে জজকে জানাইবেন এবং উত্তরকাল স্মরণ জন্য তাহার ইয়াদদাস্ত রাখিবেক।

৩ উপযুক্ত ডিক্রী প্রস্তুত হওনের দিন হইতে ইষ্ট্যাম্প দাখিল পর্য্যন্ত যেবিলম্ব হইবেক তাহা আপীলের মিয়াদে বাদ পড়িবেক না এবং ডিক্রীর নকল কালীন অপর ইষ্ট্যাম্পের আবশ্যক হইলে ও ঐ নিয়মে কর্ম্ম করিবেক।

৪ আপিলের মেয়াদ নির্ণয় কারণ প্রত্যেক ডিক্রী ও হুকুমের নকলের পৃষ্ঠে নীচের লিখিত বেওরা লিখিতে ও প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মনসোব দিগের উক্ত নিয়মের

প্রতি মনোযোগ হইতে আদেশ করিবেন।

অমূখ তারিখ আসল ডিক্রী স্বাক্ষর হইল।

অমুক তারিখ বাদী প্রতিবাদী আপিলাণ্ট কি রেস্পণ্ডেণ্ট নকল কারণ এককেতা ইষ্ট্যাম্প দাখিল করিলেক।

অমুখ তারিখ এই নকল স্বাক্ষর ও মোহর করা হইল।

অমুক তারিখ নকল দেওয়া গেল।

অমুক তারিখ নকল প্রস্তুত হইয়া পাপর কি অপরকে দেওয়া গেলে কিম্বা না লওয়াতে সেরেস্তায় রহিল।

পাপরের মোকদ্দমা মোনসোব আদালতে হইলে।

অমুক তারিখে পাপর কি অপর পক্ষকে সংবাদ করায় স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত না হওয়াতে নকল সেরেস্তায় রহিল।

রুবকারীর নকল।

অমুক তারিখ রুবকারী স্বাক্ষর হইল

অমুক তারিখে বাদী প্রতিবাদী আপিলাণ্ট কি রেস্পণ্ডেণ্ট ঐ রুবকারীর নকলের প্রার্থনা করিলেক।

অমুক তারিখে এককেতা ইষ্ট্যাম্প দাখিল করিলেক।

অমুক তারিখে নকল দস্তখত ও মোহর হইল।

অমুক তারিখের নকল দেওয়া গেল। গেঃ ৮১ নং ৮৩ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ৮ মে।

১০০০ সংখ্যক কনেষ্ট্রকসন অনুযায় আদেশ হইল যে অপর জেলায় জায়দাদ বিক্রয় জন্য কোন জজের নিকট দরখাস্ত করিলে জজ ঐ দরখাস্ত ঐ ভূমি সংক্রান্ত জেলা জজের নিকট পাঠাইবেন তৎপরে ঐ জায়দাদ সংক্রান্ত যে সমস্ত হুকম ও

অনুসন্ধানের আবশ্যক হইবেক তাহা ঐ ভূমি সংক্রান্ত জেলা জজ করিবেন।

৩ রাজস্বের কর্ম্ম কর্ত্তারা কোন বিক্রয়ের মধ্যবর্ত্তি থাকুন বা না থাকুন সমস্ত বিক্রয়ের প্রতিই উক্ত নিয়ম খাটিবেক গেঃ ৮৩ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ১৫ মে।

দেশীয় বিচারক দিগের এক স্থান হইতে অন্য স্থান পরিবর্ত্ত কালীন রবিবার ভিন্ন প্রতি দিন ৫ ক্রোশের হিসাবে ও তদ্ভিন্ন প্রবাসের আয়োজন জন্য অপর সপ্তাহ মজুরা পাইবেক তাহার অধিক বিলম্ব হইলে ঐবিলম্ব সময়ের বেতন পাইবেক না যে জেলায় গমন করিবেক তথাকার জজের অনুমতি লইয়া বিলম্ব করিলে ও বিলম্ব কালের বেতন কর্ত্তন হইবেক। গেজেটে ৮৩,৮৪ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ২৯ মে।

যে কোন নালিশের আরজির ইষ্টাম্প মূল্য ফিরিয়া দিতে হইলে চলিত সাধারণ লিপিক্রমে আসল আরজী কালেক্টরিতে পাঠাইতে হইবেক তৎসংক্রান্ত গত ৬ ডিসেম্বর দিবসীয় ৬০ সংখ্যক সাধারণ লিপির ৩ধারা অর্থাৎ শেষাংশ অন্যথা হইল। গেজেটে ৮৪ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ১২ জুন।

যেহেতু মনসোব আদালতে সরকারী উকীল নাই অতএব তাহারদিগের নিকট পাপরের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি কারণ সোপরদ্দ হইলে তিনি যেনিষ্পত্তি করিবেন তাহার নকল সরকারী উকীলের জ্ঞাপন জন্য সর্ব্বদা জজ আদালতে পাঠাইবেন যদ্দারা সরকারী উকীল জ্ঞাত হইয়া মালের কর্ম্ম কর্ত্তার

উপদেশ মতে সরকারী স্বত্ব রক্ষার উপায় করিবেন। গেজেটে ৮৪। ৮৫ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ১২ জুন।

১ চিঠি। ডিক্রীজারীর বিলম্বের অনুসন্ধান বিষয়ক।

২ চিঠা। অনোদ্যোগ জন্য ডিসমিস হওয়া মোকদ্দমার নুতন নালিশ বিষয়ক ১৮৪১ সালের ২৯ আকট দৃষ্টা।

৩ চিঠী। কালেকটরিতে অর্পিত ১৮১৯ সালের ২আইনের ৩০ জন পর্যন্তের মুলতবি মোকদ্দমার রিপোর্ট তলব। গেজেটে ৯৪। ৯৫ পৃষ্ঠা।

ই° ১৮৪০ সাল ১২ জুন।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৮ ও ৭৩ ধারা ও ১৮৩৩ সালের ২৮ সংখ্যক ও ১৮৩৫ সালের ১৪৫ সংখ্যক সাধারণ লিপিক্রমে মনসোব ও সদর আমীনের রেজিষ্টরী বহী ও আমানতি বহী ও ইয়াদদাস্তের প্রতি বারম্বার জজ দৃষ্টি করিবেন।

৩ কোন মনসোব নাজির নিয়োগ করিয়া মিরণ লইলে কি আমানতি টাকা ব্যবহার করিলে কিম্বা আপন সেরেস্তাদারের প্রতি তাহার নাম দস্তখতের অনুমতি দিয়া থাকিলে জজ তাহার প্রতিকার করিবেন। গেজেটে ৯৫ পৃষ্ঠা।

ই° ১৮৪০ সাল ১৯ জুন।

ইষ্ট্যাম্প মাশুলের সাহায্য কি বিলাস্ত আপিল অযোগ করণ জন্য দাবীর ন্যূন করিয়া কেহ নালিশ করিয়াছে এমত আপত্তি কোন প্রতিবাদী করিলে চারি কেতা কাগজ দাখিলের পূর্ব্ব জজ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (ক) চিহ্নিত ফিস্তির

৮ধারা ও ১০৪৬ সংখ্যক কনেষ্ট্রুকসন মতে অনুসন্ধান করিয়া উচিত আদেশ করিলে অসন্তুষ্ট ব্যক্তি সরাসরি আপিল করিতে পারিবেক।

২ উক্ত নিয়ম প্রধান সদর আমীনকে জ্ঞাত করিতে হইবেক। গেজেটে ৯৬ পৃষ্ঠা।

ই° ১৮৪০ শাল ১৯ জুন।

ফওয়া ও ব্যবস্থার বার্ষিক নকল যে সদর আদালতে পাঠাইতে হয় এবং ১৮৩৯ শালের ২০ সেপটেম্বর দিবশীয় সাধারণ লিপির ১৪ধারার লিখিত মাসকাবারের সহিত প্রধান শদর আমীনেরা যে সর্টিফিকট পাঠান তাহা ইংরাজী কাগজে লিখিতে হইবেক। গেজেটে ৯৬ পৃষ্ঠা।

ই° ১৮৪০ শাল ১৯ জুন।

নীচের লিখিত নকশামতে ১৮৩১ শালের ৫ আইনোক্ত নিয়োজিত প্রধান শদর আমীন ও শদর আমীন দিগের কৈফিয়ৎ অবিলম্বে পাঠাইবে।

১৮৩১ শালের ৫ আইনোক্ত নিয়োজিত প্রধান শদর আমীন ও শদর আমীনের কৈফিয়ৎ। গেজেটে ৯৭ পৃষ্ঠা।

১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে নিযুক্ত প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের দেয় কৈফয়ৎ।

কার্য্যকারক	নাম	জন্মস্থান	বাসস্থান অর্থাৎ নগর বা গ্রাম ও পরগণা ও জিলা	বয়ঃক্রম	যদি ভারতবর্ষে নাজন্মে তবে কতদিনাবধি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছে তাহা	আদালতের সিরিস্তার খরচশুদ্ধ মাসিক বেতন	কার্য্যে নিযুক্ত হওনের তারিখ
প্রধান সদর আমীন							
সদর আমীন							

সদর আদালতের সাধারণ লিপি।

ইং ১৮৪০ সাল ২৬ জুন।

নীচের লিখিত নকসানুসারে ১৮৩৩ শালের ১৯৭ সঙ্খ্যক সাধারণ লিপিক্রমে নিয়োজিত আমীন দিগের ৩০ জুন পর্য্যন্ত কৈফিয়ৎ অবিলম্বে পাঠাইবে।

১৮৩৭ সালের ১৩ জ্যানুয়ারি দিবসীয় শাধারণ লিপিক্রমে অমুক জিলার নিযুক্ত আমীনের কৈফিয়ৎ। গেং ৯৭। ৯৮ পৃষ্ঠা।

নম্বর	আমীনের নাম ও বাসস্থান	নিযুক্ত হওনের তারিখ	যে জিলা বা এলাকার কাছারীর সম্পর্কী হইয়াছেন	জামিনের এবং নাম মূল্য	আইনানুসারে উপযুক্ত কি না	সাধারণ মন্তব্য কথা।
						এই স্থানে লিখিতে হইবেক যে ঐ জনার কোন আদালতের অদেশীয় কোন বিচার কর্ত্তা কি কার্য্যকারকের সঙ্গে ঐ আমীনের কিছু কুটুম্বতা আছে কিনা
১	অমুক স্থান নিবাসী অমুক ব্যক্তি	অমুক মাসের অমুক তারিখ	১ সংখ্যক এলাকায় কিম্বা অমুক স্থানের সদর মনসেফের এলাকায়	৩০০ অমুক স্থানে অমুক এবং অমুক	কোন আইনানুসারে অনুপযুক্ত নহে	

ইং ১৮৪০ সাল ৩ জুলাই।

দেশীয় জজ দিগের যত মোকদ্দমা মাসকাবারে করিতে হয় তাহার সংখ্যা পূর্ণকরণ জন্য নালিশের তারিখ ও নম্বর বিবেচনা না করিয়া সহজ নিষ্পন্ন যোগ্য মোকদ্দমা অগ্রে নিষ্পত্তি করিয়া থাকিলে তাহা নিবারণ করিবে এবং সদরে রিপোর্ট পাঠাইবে। গেজেটে ৯৮ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ১০ জুলাই।

১৮২৯ সালের ১০ আইনের কে ৭ চাপ্টরে ফিস্তর ৭ ধারায় ফারসী তরজমায় যে চলক্রমে এক কথা অর্থাৎ ইহার মধ্যে ৮ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগিবেক যে লিখিত হইয়াছে তাহা আসল ইংরাজীতে নাই। গেজেটে ১০৬ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ১৭ জুলাই।

সদর আদালতের উপস্থিত সরকারী মোকদ্দমায় সরকারী উকীলের পাওনা খরচা হুকুমের ১ দফায় লিখিতে হইবেক কারণ তদ্দ্বারা উকীল আপন খরচা আদায়ের উপায় বোর্ড কি কর্ম্মকারক যাহারা ঐ মোকদ্দমার তাদ্বর করিয়াছেন তাহার দিগের দ্বারায় করেন। গেজেটে ১৩২ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ১৭ জুলাই।

১৮৩১ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির আপিল সদরের গ্রাহ্য পযুক্ত কি না ত্বরায় নির্য্যাস জন্য ঐ প্রধান দিগের প্রতি আদেশ করিবেন যে তাহারা যে কোন নম্বার কি মুতফরক্কা মোকদ্দমার সমস্ত রুবকারীতে ঐ মোকদ্দমার দাবী সিক্কা ৫০০০ টাকার ন্যূন কি অধিক বিশেষ করিয়া লিখিবেন। গেজেটে ৯৯ পৃষ্ঠা।

ই° ১৮৪০ শাল ৭ আগষ্ট।

কোর্ট আফ ডাইরেকটরের অভিপ্রায়।

এতদ্দেশীয় আমলাদিগের ভারি জরিমানা করণে তাহাদিগের অনুচিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মানোর হেতু হইতে পারে অতএব উচিত কর্ম্মে কোনআমলা অস্বীকার হইলে তাহার পারবর্ত্তে অন্য বাধ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করিলে জরিমানা করা হইতে উত্তম সম্ভবে। গেজেটে ১১২ পৃষ্ঠা।

ই° ১৮৪০ সাল ৭ আগষ্ট।

৺ পূজার ২৩ সেপটেম্বর হইতে ২৭ আকটবর পর্য্যন্ত আদালত বন্দের আদেশ। গেজেটে ১০৭ পৃষ্ঠা।

ই° ১৮৪০ শাল ১৩ আগষ্ট।

১ জজ আদালতে আপিলের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবেক তাহার ফয়শালায় যে দিবস ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি কারণ নিম্নাদালতে সোপরদ্দ হইয়াছিল তাহার তারিখ সর্ব্বদা লিখিত হইবেক।

২ এবং অধীন আদালতের প্রতি আদেশ করিবেন যে তাহারা প্রথমত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার ফয়শালায় সোপরদ্দ হওনের তারিখ লিখেন। গেজেটে ১২৫ পৃষ্ঠা।

ই° ১৮৪০ শাল ২১ আগষ্ট।

১৮৩১ শালের ৫ আইনের মতাচরণ কালীন যে সদর আমীনেরা কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন তাহাদিগের কর্ম্ম পারগতা ও আচরণ ও এই ক্ষণে কত বেতনকে কর্ম্ম করিতেছেন কি কর্ম্ম নাই তাহার খবরওয়া অবিলম্বে লিখিবে।

ইং ১৮৪০ সাল ২১ আগষ্ট।

১ মনসোব কর্ম্মাকাংক্ষীদিগের সাময়িক পরীক্ষা জন্য গবর্ণমেণ্ট পাটনা মুরশিদাবাদ ঢাকা ও কলিকাতা ৪ স্থান নিরূপণ করিয়া যে নিয়ম স্থির করিয়াছেন তাহার নকল পাঠানো যাইতেছে।

২ ঐ নিয়ম দেশীয় জজদিগেরকে বিশেষ দশম নিয়মের প্রতি মনসোব গংকে মনোযোগ করিতে আদেশ করিবে।

৩ প্রথম পরীক্ষা নবেম্বর মাসে ও দ্বিতীয় পরীক্ষা ৪১সালের জ্যানুয়ারি মাসে ওপরে ষান্মাসিক পরীক্ষা প্রতি জ্যানুয়ারি ও জুলাই মাসে হইবেক। গেজেটে ১২২। ১২৩ পৃষ্ঠা।

গবরনর কৌন্সেল কর্তৃক ১৮৪০ সালের ৪ আগষ্ট দিবসীয় পরীক্ষার নিয়ম।

১ মনসোবী কর্ম্মাকাংক্ষীদিগের পরীক্ষার নিমিত্তে এলাহাবাদ রাজধানীতে তিন সমাজ ও বঙ্গ রাজধানীতে চারি সমাজ ঐঐ গবরনমেণ্ট কর্তৃক স্থাপন হইবেক প্রত্যেক সমাজে স্থানে সম্পর্কীয় কমিসনর ও জেলা জজ মাজিষ্টর ও প্রধান সদর আমীনেরা ও অপর যাহাকে২ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন তাহারা পরীক্ষক হইবেন।

২ ঐ আকাংক্ষীরা যে সমাজে পরীক্ষা দিবেন তাহার অন্তর্গত কোন জেলা জজের নিকট পরীক্ষা দিবসের ২মাস পূর্ব্বে দরখাস্ত করিবেন কিন্তু এমত দরখাস্ত পরীক্ষক জজের নিকট হইবেক না।

৩ জেলা জজেরা কর্ম্মাকাংক্ষী দিগের আচরণের উচিত জানু

সন্ধান করিয়া উক্ত কর্ম্মের অযোগ্য বোধ না করিলে তাহার দরখাস্তে লিখিবেন যে ঐ ব্যক্তি পরীক্ষা যোগ্য।

৪ পরীক্ষা যোগ্য ব্যক্তিদিগের পরীক্ষা জন্য পরীক্ষকেরা বৎসরে দুইবার বৈঠক করিবেন।

৫ সদর আদালত সময়ে২ যে পরীক্ষার নিয়ম স্থিত করিবেন তদনুসারে পরীক্ষা হইবেক।

৬ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে সদর আদালতের নকসা মতে মনসোবী কর্ম্মের যোগ্যতা পত্র দিয়া সদরে তাহাদিগের নাম পাঠাইবেন।

৭ কোন মনসোবী পদশূন্য হইলে ও যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তিরা দরখাস্ত করিলে জেলা জজ ও কমিসনরেরা তাহার নিমিত্তে অনুরোধ করিলে এবং ঐ ব্যক্তি যোগ্যত পত্র না পাওয়া ব্যক্তির অগ্রে সদর আদালত কর্তৃক নিযুক্ত হইবেক।

৮ যোগতাপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির দরখাস্ত না পাওয়াতে উপস্থিত কর্ম্মে অপরের নামকরণ কোন জেলা জজ করিলে ও সদরে যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে জজের মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়োগ জন্য আপত্ত্য ভাবে কিছু কালের নিমিত্তে তাহাকে নিয়োগ করিতে পারিবেন কিন্তু আগত পরীক্ষার বৈঠকে তাহাকে যোগ্যতাপত্র লইতে হইবেক।

৯ উক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া আগত পরীক্ষা কালীন যোগ্যতা পত্র প্রাপ্ত না হইলে তাহার পদ শূন্য বোধ করা যাইবেক।

১০ যোগ্যতাপত্র নাপাওয়া সাবেক মনসোবের কর্ম্মের গতিকে জেলা জজ তাহাকে অযোগ্য বোধ করিলে কমিসনরেরা ঐক্য মতে আগত পরীক্ষার বৈঠকে পরিক্ষা দেওন জন্য

তাহাকে আদেশ করিবেন পরিক্ষা দিয়া যোগ্যতাপত্র নাপাও য়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান কি অপর মনসোবী কর্ম্ম পাইবেক না।

১১। উত্তরকাল সদর আদালতের অনরোধ করা তিনজন মনসোবের একজন না হইলে ওঐ অনরোধের পূর্ব্বে একবৎসর কাল মনসোবী কর্ম্ম না করিয়া থাকিলে কেহ সদর আমীন হইতে পারিবেন না।

বাঙ্গালার গবর্ণ কর্ত্তৃক অপর নিয়ম।

তারিখ ৮ ডিসেম্বর ১৮৪০ সাল। গেঃ পৃঃ ৬'২৭ স্তক।

১ পরীক্ষা কর্ত্তৃক বচনিক ও কত লিখিত প্রশ্নের উত্তরের দ্বারায় হইবেক।

২ পরীক্ষা সময় উপস্থিত এমত সম্বাদ সদর দেওয়ানী আদালত পাইলে দেওয়ানী সংক্রান্ত আইন ও কর্ম্ম শাধনের বিধান দৃষ্টে প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া পরিক্ষা সমাজে পাঠাইবেন।

৩ কর্ম্মাকাংক্ষী ব্যক্তিরা কোন পুস্তক কি অপর ইয়াদ দাস্ত না দেখিয়া পরীক্ষা সমাজে দুই জন সভ্যের সমীপে প্রশ্নের উত্তর লিখিবেন ঐ দুই জনের মধ্যে এক জন জজ কি কমিসনর থাকিবেন পরে সমস্ত সভ্যেরা উত্তর বিবেচনা করিয়া পারগতার বিষয় রিপোর্ট করিবেন কর্ম্মাকাংক্ষীরা যেকোন ভাষায় উত্তর লিখিতে পারিবেন অপর বিষয়ে কর্ম্মক্ষম হইলে ও দেশীয় চলিত ভাষায় উত্তম রূপে জানেন কিনা পরীক্ষকেরা জ্ঞাত হইবেন।

৪ প্রশ্নের উত্তর লিখিলে কোন এক মনসোফের সম্পূর্ণ রূপে বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করা কোন এক মোকদ্দমা শেষ নিষ্পত্তি পত্র ভিন্ন অপর সমস্ত কাগজ কর্ম্মাকাংক্ষী দিগের নিকট জনেক উমেদার মুহুরি পাঠ করিয়া এবং ঐ কর্ম্মাকাংক্ষীরা

উভয় বিবাদীর বিরোধ বিষয়ে আইন ও শাস্ত্রানুসারে যেরূপ নিষ্পত্তি করা উচিত হয় তাহার অভিপ্রায় লিখিবেন ও তাহা সমস্ত সভ্যেরা বিবেচনা করিয়া পরাগতা বিষয় বিচার করিবেন

৫ পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে কৃতকার্য্য হওয়া কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী দিগের উত্তর সদরে পাঠাইবেন।

৬ বাচনিক পরীক্ষা২ সমাজের সম্পূর্ণ সভায় লওয়া যাইবেক এবং আইন সংক্রান্ত দেশীয় বিচারক দিগের বিচারের রীতি ক্ষমতা ও অধিকারের বিষয় প্রত্যেক জিজ্ঞাসা হইবেক।

৭ পরীক্ষা সমাপ্ত ও বিবেচনা সিদ্ধি হইলে কৌন্সুল কর্তৃক নিয়মের ৬ ধারাক্রমে সদর আদালতের প্রস্তুত নকসামতে কর্ম্মাকাংক্ষী দিগের যোগ্যতা পত্র দিয়া তাহাদিগের ফর্দ্দ স্বাক্ষর করিয়া সদর আদালতে পাঠাইবেন।

৮ মফঃসল সমাজে কেবল যাহারা সদর আদালতের প্রেরিত সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর করিবেন তাহারাই যোগ্যতা পত্র পাইবেন যদি মফঃসল সমাজ এমত বোধ করেন যেকোন ব্যক্তি উপযুক্ত উত্তর দেওনে অক্ষম স্বত্বেও অপর বিশেষ কারণে মনসোবা কর্ম্মের যোগ্য তবে তাহার লিখিত উত্তর ও যে কারণে কর্ম্মের যোগ্য তাহারা বেওরা রাজধানীর প্রধান সমাজে পাঠাইবেন এবং ঐ ব্যক্তি যোগ্যতা পত্র পাওনের যোগ্য কিনা তাহার বিবেচনা ঐ প্রধান সমাজ করিবেন কিন্তু উক্ত নিয়ম প্রধান সমাজের সহিত সম্পর্ক রাখিবেন না তাহারা পূর্ব্বমত ক্ষমতাবান থাকিবেন।

৯ যোগ্যতা পত্র দেওন বিষয়ে সভ্যদিগের সমান অং

শের দ্বিমত হইলে সেব্যক্তি কর্ম্মের অযোগ্য হইবেক।

১০ কর্ম্মাকাংক্ষী কোন ব্যক্তির সহিত কোন সভ্যের অন্ত রঙ্গতা থাকিলে তিনি তাহার বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

১১ প্রথম পরীক্ষায় কোন ব্যক্তি উত্তীর্ণ না হইলেও ঐ ব্যক্তির বোধগম্য দৃষ্টে পুনর্ব্বার পরীক্ষা দেওন জন্য ঐ ব্য ক্তিকে সভ্য গণেরা অপর মেয়াদ দিতে পারিবেন কিন্তু পরী ক্ষার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার তাহাকে জেলা জজের নিকট হইতে সাটি ফিকট লইতে হইবেক।

১২ জেলা জজের নিকট সার্টিফিকট জন্য কেহ দরখাস্ত ক রিলে ঐ ব্যক্তির আত্ম অন্তরঙ্গের মান্যতা ও সদাচার ও বোধগম্যের উচিত অনুসন্ধান করিয়া তাহার দরখাস্তের উপ র লিখিবেন যে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া যাইতে পারে অথ বা ঐ ঐ ব্যক্তি আপন ভদ্রতা প্রমাণ করিতে না পারিলে তাহা র দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন।

১৩. জজ কর্তৃক এইরূপ সর্টিফিকট লিখিত হইবেক যে দরখাস্তকারীর ভদ্রতা ও সচ্চরিত্র ও পূর্ব্ব আচরণের অনুসন্ধা নের দ্বারায় নিশ্চয় বোধ হইল ঐব্যক্তি পরীক্ষা দেওনের যোগ্য এবং ঐ সর্টিফিকট সদরে পাঠাইবেন সদর আদাল তের আপত্ত্য না থাকিলে এইরূপ সর্টিফিকট লিখিবেন যে দরখাস্তকারীর পরীক্ষা জন্য তাহার দিগের আপত্ত্য নাই।

১৪ কোনব্যক্তি পরীক্ষা কালীন সভ্য দিগের আপত্ত্য থা

কিংবা সদর আদালতের হুকুম কি অপর অনুসন্ধান জন্য তাহার কারণ ঐ সর্টিফিকটে লিখিয়া সদরে পাঠাইবেন।

অমুক স্থান নিবাসী অমুক ব্যক্তির দরখাস্ত।

আমি মনসোবি পদের আকাংক্ষী হইতে চাহি অতএব আমার নিবেদন যে সকল তদারকের আবশ্যকহয় তাহা করিয়া কর্ম্মের আকাংক্ষীরদের পরীক্ষার বিষয়ে যে নিয়ম ১৮৪০ শালের ৪ আগষ্ট তারিখে প্রকাশ হইয়া ঐমাসের ১৫ তারিখের গেজেটে মুদ্রিত হয় তাহার তৃতীয় দফার নিদ্ধারীত সর্টিফিকট আমাকে দেন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
দরখাস্ত নিকারী ও তাহার পিতার নাম।	বয়ঃক্রম	জাতি ও ধর্ম্ম	বাসস্থান নগর গ্রাম পরগণা ও জেলা	সরকারী যে কর্ম্মে পূর্ব্বে নিযুক্ত ছিল	কর্ম্মাকাংক্ষার ব্যক্তির ভূমি কি অপর সম্পত্তি কোথা কোথা আছে	কর্ম্মাকাংক্ষী মহাজন কি খাতকও তাহার মহাজন ও খাতকের বাস কোথা	জজের সর্টিফিকট

উক্ত ২১ আগষ্ট দিবসীয় অপর দুই চিঠির এক চিঠির ২ ধারায় অধিকান্ত আদেশ যে পরীক্ষা সমাজের সভাগণের সহিত অপর ভদ্রলোকের বৈঠক হওয়া জজের বিবেচনায় ভদ্রদায়ক হইলে তাহা স্থির করিয়া রিপোর্ট করিবেন অপর ৩০ জুন দিবসীয় গবরণমেণ্ট চিঠির আদেশ যে সরকারী কার্য্যকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উক্ত সমাজে সভ্য করণ জন্য সদর আদালত অনুরোধ করিলে বাঙ্গালার গবরণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইবেন।

ইং ১৮৪০ শাল ২৮ আগষ্ট।

নীচের লিখিত নিয়মানুসারে মনশোবী কাছারীর পেয়াদার তলবানার হার ও দিন নিরূপণ করিয়া তাহার রিপোর্ট সদর আদালতে করিবে ও তাহাতে যে কাছারীতে যত পেয়াদা তাহার দিগের রোজ ও তলবানার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিবেন।

তলবানার নিয়ম।

১ জজেরা বর্ত্তমান মনশোবী কাছারীর পরওয়ানা জারী জন্য আবশ্যক পেয়াদার সংখ্যা স্থির ও উপযুক্তব্যক্তি বাছনি করিয়া নীচের লিখিত মতে তাহার দিগের নামের রেজিষ্টরী জন্য মনশোব গণকে আদেশ করিবেন অর্থাৎ ঐ রেজিষ্টরীতে পেয়াদার নাম ও তাহার পিতার নাম চাপরাশের নম্বর বয়ঃক্রম বাসস্থান ও সম্ভব পর অবয়বের প্রকার লিখিতে হইবেক

২ মনশোবেরা আপন পরওয়ানা জারী জন্য উক্ত রেজিষ্টরী পেয়াদা ভিন্ন অপরকে নিয়োগ করিতে বিশেষ হুকুম রুবকারীতে ও ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে না লিখিয়া পারিবেন না।

৩ উক্ত রেজিষ্টরী পেয়াদারা আপন ২ খরচে নম্বর যুক্ত চাপরাস পাইবেক।

৪ মনশোবেরা তাহার দিগের জারী জন্য চলিত নিয়মানুসারে তলবানার এক ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন ও তাহাতে কাছারী হইতে তাহার এলাকার যেস্থান যতদূর ওদূরাদূর বিবেচনায় যতদিনের তলবানা দিতেহইবেকতাহারবেওরা থাকিবেক

৫ ঐ ফর্দ্দ জজের নিকট প্রেরিত ও জজ কর্ত্তৃক শুধরা ও ধার্য্য হইলে সাধারণের জ্ঞাপন জন্য মনশোবী কাছারীতে লটকান থাকিবেকমনশোবের রুবকারীর লিখিত বিশেষ আদেশ ভিন্ন ঐ ফর্দ্দের লিখিত তলবানার অধিক পাইবেক না।

৬ উক্ত তলবানা পরওয়ানা জারীর পূর্ব্বে দাখিল হইবেক এবং যত টাকা যাহার মারফত দাখিল হইল মনশোব তাহা ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবেক ঐ পরওয়ানা জারী হইয়া ফিরিয়া আইলে ঐ টাকা মজকুরি পেয়াদা পাইবেক।

৭ ঐ তবানার জমা খরচের রেজিষ্টরি নীচের লিখিত নক্সা মতে হইবেক।

৮ ঐ দাখিল হওয়া তলবানার অতিরিক্ত তলবানা কি খোরাকী কোন পেয়াদা চাহিলে কি লইলে কর্ম্মচ্যুত ও চলিতাইন মতে দণ্ডনীয় হইবেক।

৯ পেয়াদারা অতিরিক্ত তলবানা লইতে না পারে এ নিমিত্তে মনশোবেরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন এবং তলবানার মিরণ কেহ পাইবে না সমস্ত তলবানা কেবল পেয়াদাই পাইবেক গেজেটে ১৪৩ পৃষ্ঠা।

তলবানার রেজিষ্টরী।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
মোকদ্দমার নম্বর	ফরিয়াদির নাম	আসামির নাম	তলবানার প্রকার	পিয়াদার সংখ্যা	তলবানা করা তলবানার সংখ্যা	তলবানা করার তারিখ	সংক্রান্ত দ্বারা আমানত জমা	পেয়াদার নম্বর	পেয়াদার নাম	নকিংনামা দাখেলের তারিখ	নকিংনামা হইতে ফিরিয়া আইসন তারিখ	পেয়াদার বকসিস	মন্তব্য কথা

ইং ১৮৪০ শাল ২৮ আগষ্ট।

প্রথম নালিশের কি আপিলের আরজী অথবা ১৮১৪ শালের ২৮ আইনের ১২ ধারা ১ প্রকরণ মতে যোত্রহীন রূপে আপিলের আরজী লিখিতে এককেতা ইষ্ট্যাম্পের অধিক আবশ্যক হইলে সম্পূর্ণ মূল্যের এককেতা ইষ্ট্যাম্পে লিখিয়া অবশেষ সাদাকাগজে কি ঐ মূল্যের দুই তিন কাগজ লইয়া তাহাতে লিখিতে পারিবেক।

২ জওয়াবাদিতে অধিক কাগজ যোগের বিষয় ৮৭০ সংখ্যা কনেষ্টকসনে ব্যক্ত আছে অর্থাৎ সাদাকাগজ যোগ হইবেক গেজেটে ১১৯ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ শাল ৪ সেপ্টেম্বর।

প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সদর আপিল হইলে যে কাগজের নকল ঐ প্রধান আদালতে করিতে হয় তাহার নকলনবিসের বেতন গবরণমেণ্ট কর্ত্তৃক ফিঃ ৪০০০ কথায় ১ টাকা স্থির হইয়াছে এমতে হুকুম হইল যে উভয় বিবাদির খরচে যে বাঙ্গালা ও ফারসী ও উর্দ্দু লিখিত কাগজের নকল হইবেক তাহা শুদ্ধ সুস্পষ্ট ও অনাশপাঠ যোগ্য হইলে ফিঃ ৪০০০ কথায় ১ টাকা পাইবেক একঅঙ্ক সকলকথা গণ্য হইবেক। গেজেটে ১৪৫ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ শাল ৪ সেপ্টেম্বর।

১ সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীন দিগের স্বকার্য্য সাধন জন্য বিদায়ের দরখাস্ত তাহাদিগের আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার ফর্দ্দ সম্বলিত একেবারে সদর আদালতে প্রেরিত হইবেক।

২ ঐ সমস্ত দরখাস্ত বর্ত্তমান রীতিক্রমে জজ পাঠাইবেন কিন্তু তাহারসহিত দেশীয় ভাষায় লিখিত কোন কাগজ থাকিবেক না কেবল দরখাস্ত গ্রাহ্যাগ্রাহ্যের বিষয়ে আপন অভিপ্রায় লিখিবেন। গেজেটে ১৫৮ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ শাল ৪ সেপ্টেম্বর।

১৮২৫ শালের ৭ আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণের অভিপ্রায় এই স্থির হইয়াছে যে আদালতের আদিষ্ট নিলাম ঐ আদালতেরা বিশেষ হুকুম ভিন্ন কালেকটরেরা স্থগিত রাখিতে পারেন না অতএব আদালত কর্ত্তৃক নিষেধ না হইলে নিরূপিত দিবসে অবশ্যই নিলাম হইবেক সুতরাং ৯৭৪ সংখ্যক কনেষ্ট্রকসনের শেষভাগ অন্যথা হইল।

ইং ১৮৪০ সাল ৪ সেপটেম্বর। গেঃ ২২৭ পৃঃ।

ডিক্রীজারীতে কোন সম্পত্তির বিক্রয় কালীন যে ঐসম্পত্তির পূর্ব্ব বন্দক গৃহীতার দাওয়ার বিচার সরাসরি মতে হইয়া আসিতেছে তাহা বিধি পূর্ব্বক নহে কারণ যখন আইনে আদেশ আছে যে বিক্রয় কালীন ক্রেতাকে জানাইতে হইবেক যে বিক্রীত বস্তুতে আসামীর যে স্বত্ব,আছে তাহার অতিরিক্ত ক্রেতা পাইবেক না তখন পূর্ব্ব বন্দক স্বত্বে ঐ সম্পত্তিতে আসামীর স্বত্বই বিক্রয় হইবেক এমতে আদেশ হইল যেবিক্রয়ের পূর্ব্বে এমত দাওয়া উপস্থিত হইলে ঐ দাওয়ার বিষয় ক্রেতাকে জ্ঞাত করিয়া বিক্রয়ের রুবকারীতে লিখিবেন এবং নিম্নাদালতে ও ঐরূপ ব্যবহার হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৮ সেপটেম্বর। গেজেটে পৃ২২৮।২২৯

যেহেতু ১৮৩৭ সালের ২৬ আইনের আদেশ আছে যে ৫০০০ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনেরা জজের ন্যায় ক্ষমতাবান আছেন এবং তাহার আপীল কেবল সদর আদালতে হইবেক এমতে তাহারা ৫০০০ টাকার অধিক দাবীর মোকদ্দমায় আসামীকে স্বয়ং কয়েদের আদেশ করিতে পারিবেন অতএব ১৮৩৩ সালের ৭৬ সংখ্যক সাঃ লিপি প্রচারের পূর্ব্ব মালের কর্ম্ম কারকের পরওয়ানা দ্বারায় প্রেরিত কয়েদী দিগের কয়েদ ও খালাষ কারণ যে রূপ কারাগার রক্ষকের প্রতি জজ আদেশ করিতেন ৫০০০ টাকার অধিক দাবীর মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন কর্ত্তৃক প্রেরিত কয়েদার প্রতি সেইরূপ আদেশ করিবেন।

ভুল শুদ্ধ।

১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বাঙ্গলা তরজমার ভুল নীচের লিখিত মতে শুধারা হইল।

হিসাব সরাকতি ও কর্জ ও ক্রয় বিক্রয় ও চুক্তি পত্র সংক্রান্ত আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার ঐ মোকদ্দমা ২০০ টাকার দাবার অধিক হইলে ঐ মোকদ্দমায়সালিস লওন জন্য আদালত উভয় বিবাদীকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

ই° ১৮৪০ শাল ২ আকটবর গেঃ ২১৩ পৃঃ।

১। ১৮১৭ সালের ১২ সংখ্যক ও ১৮২২ শালের ৬০ সংখ্যক ও ১৮৩৬ সালের ১৭৯ সংখ্যক সাধারণ লিপির প্রতি বিশেষ মনোযোগ ও ঐ লিপির বিবরণ বিশেষ রূপে অধীন বিচারক গণকে জ্ঞাত করণের আদেশ। ১৮৪১ সাল ৮ জানের সং লি দৃষ্টা।

২। ১৮৩১ শালের ৫ আইনের ২১ ধারায় যে বিধি প্রধান সদর আমীনের প্রতি নির্দিষ্ট আছে তাহার অবিলক্ষ মত আচরণ জন্য ঐ প্রধানের প্রতি আদেশ করিবে এবং তাহাদিগেরকে জ্ঞাত করিবে যে তদ্বিষয়ে শৈথিল্য করিলে শদর আদালত প্রতিকার করিবেন।

৩ ১৮১৪ শালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধি যেমত প্রথম মত মোকদ্দমারখাটে তদ্রূপ আপীলের মোকদ্দমায় খাটিবেক এমত বিবেচনায় যে বিষয় লইয়া বিবাদ ও উত্তর প্রতি উত্তরাদির হেতু বিশেষ করিয়া সমস্ত মোকদ্দমার রূবকারীতে লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪০ সাল ১৬ আকটবর গেঃ ২৫৩। ২৪৪ পৃঃ।

এক দপ্তরের কর্ম্মকারক রাধানাথ সিকদারের ন্যায় কোন কলম পেষা কর্ম্মকারককে অন্য দপ্তরে নিয়োগ করণ জন্য প্রবৃত্তি লওয়ান অত্যনুচিত এমতে কোর্টআফ ডাইরেকটরের অভিপ্রায় যে অপর দপ্তরে কর্ম্মকরণজন্য অন্যদপ্তরের নিয়োজিত কোন কর্ম্মকারকের দরখাস্ত ঐ দপ্তরের প্রধানের সম্মতি ভিন্ন গ্রাহ্য হইবেক না।

দ্বিতীয় লিপি। ইংরাজী লিখিবার সরঞ্জাম মেলেটরী বোর্ড সংক্রান্ত গবরণমেণ্টে ভাণ্ডার হইতে লওনের আদেশ।

ইং ১৮৪০ সাল ২৭ আকটবর।

গত ১০ এপ্রেল দিবসীয় সাধারণ লিপির ২ ধারার অন্যথায় আদেশ হইল যেকোন অনুপস্থিত দেশীয় বিচারকেরা প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে কি পরে চিকিৎসকের সর্টিফিকট কি অন্য প্রকারে পীড়িত থাকন জন্য উপযুক্ত সময়ে প্রত্যাগমনে অশক্তা জজের প্রবোধ জন্মাইতে না পারিলে তাহার মেয়াদের অতিরিক্তকালের সমস্ত বেতন কর্ত্তন হইবেক কিন্তু ছুটির সময়ের বেতন কর্ত্তন হইবেক না। গেজেটে ২৬০ পৃষ্ঠা।

ইং১৮৪০ সাল ৩০ আকটবর।

১ দেশীয় বিচারক কি অপর কর্ম্মকারকেরা আপন ২ কর্ম্মের সুখ্যাতির বিষয় কোন দরখাস্ত জজের নিকট দাখিল করিলে জজ তাহা গবর্ণমেণ্ট পাঠাইবেন না ঐ কর্ম্মকারককে ডাকের দ্বারায় গবর্ণমেণ্টে পাঠাইতে হইবেক।

২ কিন্তু ইহাতে ১৮৩১ সালের ২৯ সেপটেম্বর ও ১৮৪০

সালের ৬ মার্চের সাধারণ লিপি অন্যথা হইল এমত বোধ হইবেক না।

৩ এবং মাজিষ্টর ও জাইণ্ট মাজিষ্টরের নিকট ইহার নকল পাঠাইতে হইবেক।

দ্বিতীয়লিপি। মনশোব দিগের মাহীনা কি প্রকার পাঠানো যায় তাহার বেওরা তলব। গেজেটে ২৪৩। ২৪৫ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ৩০ আকটবর।

নীচের লিখিত নকসামতে কাগজ মনসোবের নিকট হইতে তলব ও নিরীক্ষণ করিয়া সম্পূর্ণ বিবরণ সদরে পাঠাইতে হইবেক। গেজেটে ২৪৪। ২৪৫ পৃষ্ঠা।

১৮৪০ সালের ১ জ্যানুয়ারি তারিখ অবধি ১ জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত অমুক জিলার মনসোবেরা যে মোকদ্দমাতে আদালতকে অনাদর বা অবজ্ঞা করণের নিমিত্তে জরীমানার হুকুম করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে যত জরীমানার হুকুম মঞ্জুর হইয়াছে এবং জরীমানার দ্বারা মোটে যত টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার এক কৈফিয়ৎ।

মনসোবের ও তাহার চৌকী	যত মোকদ্দমাতে জরীমানার হুকুম হইয়াছে তাহা	এইমত মোকদ্দমায় জরীমানার যত টাকা হইয়াছে তাহার জুমলা	জজ সাহেব যত জরীমানার হুকুম মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা	জজ সাহেব যত জরিমানার হুকুম না মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা	জরীমানার উসুল হওয়া জুমলা

ইং ১৮৪০ সাল ৬ নবেম্বর।

উপযুক্ত কর্ম্মকারক দিগের পদবৃদ্ধি জন্য মনসোবে দিগের বিবরণ ছাপার প্রেরিত নকসা মতে পাঠাইবে। গেঃ ২৪৬ পৃঃ

অমুক জিলার মনসোব দিগের বৃত্তান্ত।

নাম	বয়ক্রম	ধর্ম্ম	কর্ম্ম স্থান	তাহার দখলে যেভূমি আছে তাহা	গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাহার কর্ম্মের আরম্ভের তারিখ ও সে কর্ম্মের প্রকার	আদালতের বার্ষিক রিপোর্টে তাহার আচরণের বিবরণ
সর্টিফিকেটের নকল ও ইহার সঙ্গে লেখা যাইতে পারে						

সদর আদালতের মন্তব্য কথা।

ইং ১৮৪০ সাল ২০ নবেম্বর।

নীচের নকসানুসারে আদালতের বর্ত্তমান সেরেস্তাদার পেসকার ও নাজিরের নাম ও তাহারা তগির বহাল হইলে ১০দিনের তাহার রিপোর্ট আদালতে পাঠাইবে। গেঃ২৭৬ পৃষ্ঠা।

অমুক জিলার সিরিস্তাদার ও পেসকার এবং নাজিরের নাম প্রভৃতির কৈফিয়ৎ।

আমলার নাম	তাহার কর্ম্মের প্রকার	যেসময়ে নিযুক্ত হন এবং যাঁহারদ্বারা	বয়ঃক্রম	যত বৎসর সরকারী কর্ম্মেরনিযুক্ত আছেন তাহা	তাহার দখলে যে ভূমি আছে তাহার তালিকা	গুণপ্রভৃতির বিষয়েসাধারণ মন্তব্য কথা
অমুক	সিরিস্তাদার	১৮২৫সালে অমুক সাহেবের দ্বারা	৪৫	২৩	অমুকজিলাতে ৩৫০ টাকার জমার এক তালুক	
	পেশকার					
	নাজির					

ই° ১৮৪০ সাল ২০নবেম্বর।

আদালতের ডিক্রীজারীতে কোন সম্পত্তি নীলাম হইয়া টাকা জমা হইসে ঐ টাকার অংশ পাওন জন্য অপর ডিক্রীদারেরা দাবী করিলে যে আদালতের হুকুমে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে ডিক্রী সেই আদালতে হইয়া থাকুক বা না থাকুক সেই আদালত অগ্রে প্রাপ্য যোগ্য ডিক্রীদারেরপক্ষে নিষ্পত্তি করিবেন তাহাতে কোন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইলে মোকদ্দমায়

গতিকে সদরে কিম্বা জজ আদালতে আপীল করিতে পারি বেক কিন্তু রীতিমত আপীল না হইলে কোন উচ্চাদালত গ্রাহ্য করিবেন না। গেজেটে ১৮৪২ সালের ১০ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ১ ডিসেম্বর।

১৮৪০ সালের দেওয়ানী মোকদ্দমায় সালিয়ানা কৈফিয়ত পাঠাইবার তাগীদ। গেঃ ২৭৭ পঃ।

ইং ১৮৪০ সাল ১১ ডিসেম্বর।

প্রত্যেক জেলায় যে প্রত্যেক পণ্ডিত ছিলেন তাহা রহিত হইয়া নীচের লিখিত মতে ১৫০ টাকার মাসিক বেতনে পরা বিনসেল অর্থাৎ প্রদেশীয়পণ্ডিত নিয়োগ হইবেন। গেঃ ১৮৪০ সাল ১০ নাং ১২ পৃষ্ঠা।

প্রথম সরকিল রাজধানি প্রদেশ মোং ২৪ পরগণা।

৮ জেলা অর্থাৎ চর্ব্বিশ পরগণা হুগলি যশহর মেদেনীপুর নদীয়া কটক বৰ্দ্ধমান বাঁকুড়া।

দ্বিতীয় সরকিল ঢাকা প্রদেশ মোং ঢাকা।

৬ জেলা অর্থাৎ বাখরগঞ্জ মৈমনসিংহ ত্রিপুরা চট্টগ্রাম শ্রীহট্ট ঢাকা।

তৃতীয়া সরকিল মুরসিদাবাদ প্রদেশে মোং মুরসিদাবাদ

৭ জেলা অর্থাৎ বীরভূম ভাগলপুর দিনাজপুর পুর্ণিয়া রাজ সাহী রঙ্গপুর মুরসিদাবাদ।

চতুর্থ সরকিল বেহার প্রদেশ মোং পাটনা।

৫ জেলা অর্থাৎ বেহার সারণ সাহাবাদ ত্রিহুত পাটনা।

এইক্ষণে যে ২৬ জেলায় ১৮ জন পণ্ডিত আছেন তাহা দিগের পদ শূন্য পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকিবেন।

ইং ১৮৪০ শাল ১৮ ডিসেম্বর গেঃ পঃ ৯। ১৮৪২ শাল।

১ জজ আদালতে যে সমস্ত নালিশের আরজী ১৭৯৩ শালের ৪ আইনের ২ ধারা ক্রমে দাখিলহইবেক তাহা ১৮৩৩ শালের ১২ আইন মতে বিশেষ মোক্তার কি জজ কি প্রধান সদর আমীনঃকি সদর আমীন যে কোন আদালতের নিয়োজিত উকীলের দ্বারা দাখিল হইতে পারিবেক এবং জজ সাহেব এমত উপায় করিবেন যে উক্ত মোকদ্দমা বিচার জন্য যে ২ আদালতে সোপর্দ্দ হইতে পারে; সেই ২ আদালতের নিয়োজিত উকীলের দ্বারা ঐ নালিশের আরজীর দাখিল হয়।

২ এবং জজেরা প্রত্যেক আদালতের নিমিত্তে প্রত্যেক উকীল বিভাগ করিয়া দিবেন তাহা হইলে এক আদালতের উকীল অন্যাদালতেকর্ম্ম করিতে পারিবেক না।

৩। ১৮৩৩ শালের ১২ আইন উচিত মতে প্রচার হইয়াছে কি না তাহার সংবাদ করিতে এবং উক্ত হুকুম প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনকে জানাইতে হইবেক।

অপর অনুসন্ধান কারণ যে মোকদ্দমা জজ ও প্রধান সদর আমীন আদালতে প্রেরিত হইয়া মূলতবী ও জজ কর্তৃক যত মোকদ্দমা নিম্নাদালতে প্রেরিত হইয়াছে তাহারসংখ্যা তলব

ইং ১৮৪০ শাল ১৮ ডিসেম্বর গেঃ পঃ ১২। ১৮৪১ শাল।

২। মফঃসল আদালতের সফিনা যেপ্রকার কলিকাতায় জারী হইবেক তাহা ১৮৪০ শালের ২৩ আইনের ৪ধারায় প্রকাশ আছে অতএব কলিকাতা নিবাসী সাক্ষীর সাক্ষ্য লওন জন্য চিফ মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন হুকুম পাঠাইতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের প্রতি নিষেধ হইল।

৬। উক্ত আইন মতে যে সুফিনা কি রিট কি ওয়ারেণ্ট কি পরওয়ানা পাঠাইবে তাহা ঠিক ঐ আইনানুসারে লিখিবে নতুবা শুধরা জন্য ফেরত হইবেক।

৪। এই লিপির নকল মাজিষ্ট্রেটিতে পাঠাইবে এবং সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনকে জ্ঞাত করিবেন।

ইং ১৮৪১ শাল ৮ জানের গেঃ পৃঃ ৭১। ১৮৪১ শাল।

১৮৪০ শালের ২ আকটোবর দিবসীয় সাঃ লিপির প্রথম ধারায় যে প্রত্যেক অধীন বিচারক শব্দ লিখিত আছে, সে স্থলে তাহা যে ২ কর্ম্মকারকের প্রতি খাটিতে পারে তাহাদিগের কথা লিখিবে।

ইং ১৮৪১ শাল ১৫ জ্যানুয়ারি গেঃ পৃঃ ৭০। ১৮৪১ শাল।

এক বৎসরের অধিক মুলতবী মোকদ্দমার বিবরণ যথার্থ কারণ সম্বলিত নীচের লিখিত নকসা মতে প্রস্তুত ও প্রত্যেক মার্চ জুন সেপটেম্বর ও ডিসেম্বর মাহার মাসকাবারে লিখিবে এবং মুতফরকা মোকদ্দমার বিবরণ জুন ও ডিসেম্বর মাহার মাস কাবারের সহিত পাঠাইবে।

দেওয়ানী কৈফিয়তের ৩ধারার লিখিত একবৎসরের অধিক মূতলবী মোকদ্দমার বিবরণ।

	১বৎসরের অধিক মূলতবি মোকদ্দমা			কৈফিয়তঃ
	প্রথম মোকদ্দমা	আপীলে	মোট	
জজের সমীপে	৩	২	৫	প্রথম মোকদ্দমা। ১৮৩৭ সালের মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচার কারণ১৮৪০সালের১জানুয়ারি পাইয়া এতেলাজারীকরাগিয়াছে ২ ১৮৩৯ সালের মোকদ্দমা আপীলের মোকদ্দমার সহিত বিচার করিতে হইবেক ১ ঐ ঐ শ্রবণ জন্য প্রস্তুত ১ ১৮৩৯সাঃ মোকদ্দমা শ্রবণপ্রস্তুত ১ — ৫
প্রধান সদরআমীনের সমীপে	১	২	৩	প্রথম মোকদ্দমা। ১৮৩৮সাঃ মোকদ্দমাপুনবিচার কারণপাইয়াআমীনপাঠানগিয়াছে ১ ১৮৩৯ সালের মোকদ্দমা শ্রবণ জন্য প্রস্তুত ১ — ৩
সদরআমীনেরসমীপ	০	০	০	নাই
মুনসেফ সমীপে	২	০	২	১৮৩৮সাঃ মোকদ্দমাপুনবিচার কারণপাইয়াআমীনপাঠানগিয়াছে ১ ১৮৩৯ সালের মোকদ্দমা শ্রবণ জন্য প্রস্তুত ১ — ২

ইং ১৮৪১ সাল ১৫ জানের।

১। গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় যে মুলতবি মোকদ্দমার কৈফি য়তে গত বৎসরের মোকদ্দমা ভিন্ন অপর বৎসরের মোকদ্দমা না থাকে অল্প মোকদ্দমা থাকিলে ও তাহার কারণ দর্শান যায় এবং প্রাচীন মোকদ্দমা সুকঠিন জন্য নূতন সহজ নিষ্পত্তি যোগ্য মোকদ্দমা জজেরা যেঅগে বিচার করিয়া থাকেন তাহা অকর্ত্তব্য এবং যাহারা তাহা না করিবেন প্রশংসা যোগ্য হই বেন। গেজেট। ১৮৪১ সালের। পৃষ্ঠে ৭২

২। ৩ এমতে সদর আদালতের অভিপ্রায় যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৯ ধারায় যে মোকদ্দমা উপস্থিতের শ্রেণী পূর্ব্বক বিচারের আদেশ আছে তাহার প্রতি সমস্ত জজেরা বিশেষ মনোযোগী হন।

৪ মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে জজ ও প্রধান সদর আমীন আদালতে ৮। ১০ মাসের অধিক অল্ মোকদ্দমা মুলতবি থাকিতে পারে এবং সদর আমীন ও মনসোব আদা লতে ৬ মাসের অধিক কোন মোকদ্দমা মুলতবী থাকিতে পারেন।

৫। ১৮৩২ সালের ৬৩ সংখ্যক সং লিপিতে যে ফি মাস ২৫ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের আদেশ দেশীয় বিচারক দিগে র প্রতি আছে তাহা অতি ন্যূনসংখ্যা তাহার অধিক অনা য়াসে নিষ্পত্তি হইতে পারে বিশেষতঃ তমঃসুক বাবুদি দেনা পাওনা হইলে।

৬। এক মনসোবী আদালতের অনেক মুলতবি মোকদ্দমা অপর কর্ম্মদক্ষ মনসোবের দ্বারায় নির্ব্বাহ হওয়া জজের

বোধ হইলে তাহার পরিবর্ত্ত কারণ অনুরোধ করিলে সদর আদালত স্বীকার করিবেন ঐ রূপ পরিবর্ত্ত হইয়া তুষ্টি জনক কর্ম্ম করিলে শীঘ্র পদবৃদ্ধির যোগ্য তাহাকে সদর আদালত বোধ করিবেন।

৭। উপরোক্ত কর্ম্ম সফল জন্য অন্যায় কি অবিবেচনা পূর্ব্বক কোন মোকদ্দমা নিস্পত্তি করিতে হইবেক এমত নহে সদরের অভিপ্রায় এই মাত্র যে দেশীয় বিচারকদিগের উদযোগে উত্তম রূপে কর্ম্ম করা হয়।

ইং ১৮৪১ সাল ১৫ জানের গেঃ পঃ ৭৩। ১৮৪১ সাল।

১। জজ আদালতে যত নালেশ হইবেক সমস্তই উপযুক্ত নিম্নাদালতে অর্পণ হইবেক।

২। নিম্নাদালতের নিস্পত্তির আপীল নিরূপিত রীত্যনুসারে সম্ভবপর অবিলম্বে শ্রবণ ও শুধারা করিতে হইবেক।

৩। ১৮৩১ সালের ৫ আইনে ১৬ ধারা ও ১৮৩২ সালের ৬৫ সংখ্যক সাঃ লিপিক্রমে যেমনসোব ওসদর আমীনের নিস্পত্তির কতক আপীলপ্রধান সদর আমানকে সোপরদ্দ জন্য সদরে দরখাস্ত করিতে হয় তাহা যখন ঐ প্রধানের নিকট ২০০ মোকদ্দমার ন্যূন মলতবি থাকিবেক তখন করিবেন।

৪। নিম্নাদালতের দেওয়ানী কার্য্যের অধ্যক্ষতা সাবধান পূর্ব্বক করিবেন এবং বিশেষ কারণ ভিন্ন ৬ কিম্বা ৮ মাসের অধিক কোন মোকদ্দমা মুলতবি থাকিতে দিবে না।

৫।৫।৬।৭।৮।১০।১১।১২ নম্বরি লভার লিখিত মুলতবি ও উপস্থিত সমস্ত মুতফর্‌রকা ও অপর মুতফর‍্রকা মোকদ্দমা যাহা আইন মতে ঐ প্রধান সদর আমীনের সোপর্দ্দ যোগ্য

তাহা ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারা ক্রমে ঐ প্রধানের নিকট সোপরদ্দ হইবেক।

৬ বেদাঁড়া সওয়াল জওয়াব নিবারণ ও উপযুক্তমতে ডিক্রী প্রস্তুত ও তজ্জন্য নিম্নাদালতকে উপদেশ করিবে।

৭। খাস আপীল ও পুনর্ব্বিচার গ্রাহ্য জন্য চলিত আইন ও সদর আদালতের উপদেশ মতে কর্ম্ম করিবে।

৮। দেশীয় জজ দিগের বিশেষ ত্রুটি ও অপারগতার বিষয় অবিলম্বে রিপোর্ট করিতে হইবেক এবং যাহারা উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন এবং উচ্চপদের যোগ্য তাহাদিগের প্রার্থনা সর্ব্বদা জানাইবে।

ই°১৮৪১ সাল ২৯ জানের গেঃ পূঃ ১০৬। ১৮৪১ সাল।

প্রধান সদর আমীন দিগের আমলাগণ ও দপ্তর সরঞ্জামির ফর্দ্দ তলব।

ই°১৮৪১ সাল ৫ফিবুয়ারি গেঃ পূঃ ৯১। ১৮৪১ সাল।

মোনছেফ দিগের প্রভেদ কারণ মাস কাবার ইত্যাদিতে উচ্চশ্রেণী মোনছেফের নামের অগ্রে ১ শ্রেণী ও কমিটির যোগ্যতাপত্র প্রাপ্ত মোনছেফের নামের অগ্রে ই°রাজী (ডি) অক্ষর লিখিত হইবেক।

২। ১৮৩৫ সালের ১৫৬ সংখ্যক সঃ লিপির ৫ নাং ৮ ধারার বিধি সুন্দররূপে পালন হইতেছে না এমতে আদেশ হইল যে যে মোনছেফেরা অনুপস্থিত সম্পেও কি বিদায় প্রার্থনা করেন তাহাদিগের সম্বন্ধে ঐ লিপির নির্দ্দিষ্ট সংবাদ অবশ্য লিখিয়া পাঠাইবে।

ই° ১৮৪১ সাল ২ ফিবুয়ারি গেঃ পূঃ ১১৩। ১৮৪১ সাল।

১। সম্পেণ্ড হওয়া মোনছেফ সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা পুনর্ব্বার কর্ম্মে নিয়োগ হইলে তাহাদিগের বেতন কর্ত্তন হইবেক না তাহাদিগের পরিবর্ত্তে যাহারা কর্ম্ম করিবেন ১৮৩৩ সালের ২৯ আনের দিবণীয় অনুপস্থিত কর্ম্মকারকের নিয়মানুসারে বেতন পাইবেক এবং ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টে খরচ পড়িবেক।

২। যদি ঐ সম্পেণ্ড হওয়া কর্ম্ম কারকেরা একেবারে কর্ম্মচ্যুত হন তবে তাহাদিগের কর্ম্ম যাঁহারা নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহারা তাবৎ কালের সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন।

৩। সরকারের নিরর্থক খরচ না হয় বিধায় সম্পেণ্ড হওয়া উক্ত কর্ম্মকারক দিগের বিচার অবিলম্বে করিতে হইবেক

ইং ১৮৪১ সাল ১৯ ফিবুয়ারি গেঃ পৃঃ১১৭। ১৮৪১সাল

১৮২৯ সালের ১০ আইনে (ক) চিহ্নিত ফর্দ্দের ৪১ ধারার তরজমার ছল নীচের লিখিত মতে শুধারা হইবেক।

৪১ ধারা।

পার্টিসন অর্থাৎ বিভগ পত্র এতাবাতা সাধারণ বিষয়ের অধিকারী কি অংশীদিগের পরস্পর একবাক্যতাক্রমে অথবা জমিদারী ইত্যাদি স্থাবর অস্থাবর বস্তুর বিষয়ে সরকারের কার্য্যকারকের হুকমক্রমে কি হিন্দুর ব্যবহার মতে সাধারণ বস্তুর বিভাগ হইলে একং অংশীর অংশ ৮০০ টাকার অধিক হইলে প্রত্যেক অংশীর ঐ বিভাগ পত্রের নকল ৮ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পে লিখিত হইবেক।

ই° ১৮৪১ সাল ২৬ ফিব্রুয়ারি গেঃ পৃঃ ১৪৭। ১৮৪১সাল।

১৮৩৮ সালের ২৩ নবেম্বর ২৬ সংখ্যক সাঃ লিপির অভিপ্রায় মতে কালেকটর ও ডেপুটি কালেকটরেরা বিদায় প্রাপ্ত

হইয়া কিম্বা দৈবঘটনায় অনুপস্থিত হইলে ঐ মোকামে যে মাজিষ্ট্রেট কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট থাকিবেন তাহারদিগকে সর কারি তহবিলের ভার গ্রহণ করিতে হইবেক।

ইং ১৮৪১ সাল ১২ মার্চ গেঃ পৃঃ ১৬৩। ১৮৪১ সাল।

জাবেতা আপীল গ্রাহ্য জন্য এই মাত্র জানিবার আবশ্যক যে নিরূপিত সময়ে আর্মান ও ১৮৩২ সালের ৬০ সংখ্যক সাঃ লিপির লিখিত ইষ্টাম্পে আপীলের আরজী লিখিত হইয়াছে আপীল হইলে রেস্পাণ্ডেণ্টকে এত্তেলা দেওয়া হইয়া থাকুক কি ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণ মতে আপীল শ্রবণ কালীন যদ্যপি প্রকাশ হয় যে আপীলাণ্ট প্রথম আদালত হইতে উচিত মতে এত্তেলা পাইয়াছে এবং আদালতের রীতি ও আইন মতে নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং অনুদোগের কারণ যে আপীলাণ্ট দর্শায় তাহা ও গ্রাহ্য যোগ্য নহে তবে অবশ্য আপীল ডিসমিস হইবেক নতুবা এক তরফা বিচা হইলেই অপর অনুসন্ধান কি পুনর্ব্বিচার কারণ ফিরিয়া পাঠাইতে হইবেক এমত নহে।

ইং ১৮৪১ সাল ১৯ মার্চ গেঃ পৃঃ ১৫১। ১৮৪১ সাল।

দেশীয় বিচারক দিগের আচরণ বৃদ্ধি ও আইন বিষয়ে বিজ্ঞতা জ্ঞাপন জন্য জজ আদালতে আপীল হওয়া যত মোকদ্দমা বিচারের দোষে পুনর্বিচার কারণ নিম্নাদালতে প্রেরিত হইয়াছে তাহার কৈফিয়ৎ নীচের লিখিত নকসামতে মাস২ পাঠাইবে এবং জজ ও প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি শুধারা জন্য যাহা সদর আদালত হইতে প্রেরণ হইবেক তাহার কৈফিয়ৎ ঐ রূপ সদর আদালতে প্রস্তুত হইবেক এবং জানুয়ারি ফিব্রুয়ারি মার্চ মাসের কৈফিয়ৎ অবিলম্বে পাঠাইবে।

৪ নম্বর।

১৮—৪১ সালের অমুক মাসে অমুক জিলার প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মোনছেফের করা যেডিক্রীর বিষয়ে ১৮৩৮ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে জজ সাহেব অধিন আদালতের বিচারক দিগকে মোকদ্দমা পুন বিবেচনা করণের হুকুম দিয়াছেন তাহার কৈফিয়ৎ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন অথবা মোনছেফের নাম	যেডিক্রীস্পষ্ট তঅন্যায় তাহা	যেডিক্রী আইনবিরুদ্ধ	হিন্দু শাস্ত্রেরবিরুদ্ধ যে ডিক্রী তাহা	মুসলমানের শরার বিরুদ্ধ যে ডিক্রী তাহা	মোকদ্দমায় যেং আইন খাটে তাহার কোন আইনের বিরুদ্ধ ডিক্রী	যথোচিত বিবেচনা না করিয়া যে ডিক্রী করা গিয়াছে তাহা	যে ডিক্রী সম্পকীয় বস্তুমযুক্ত অনুভবমূলক হইয়াছে তাহা	পুনর্ব্বিবেচনাথে যত ডিক্রী ফিরিয়া পাঠান গিয়াছে তাহার মোট	[illegible]

ই° ১৮৪১ শাল ২৬ মার্চ। গেঃ পঃ ১৬৪। ১৮৪১ সাল।

২। দেশীয় বিচারকেরা ৺ পূজা ও মহরমে ছুটির দরখাস্ত করিলে জজেরা তাহার অনুমতি করিয়া তাহারদিগের নাম সদরে পাঠাইবেন কিন্তু ছুটির শময়ের অধিক কালের নিমিত্তে বিদায়ের দরখাস্ত করিলে সদর আমীন ও প্রধান আমীনের বিষয়ে গত ৫ সেপটম্বর দিবশীয় সাধারণ লিপিক্রমে গবর্ণমেণ্টের হুকুম জন্য শদরে রিপোর্ট করিতে হইবেক।

৩। ১৮৩৮ শালের ২৩ মার্চ দিবশীয় ৮ সংখ্যক সাঃ লিপির অভিপ্রায় মতে যত নিয়ম ফৌজদারী আদালত বন্ধ বিষয়ে ঐ আদালতের মৌলবীর প্রতি ও খাটিবেক।

ইং ১৮৪১ শাল ২ এপ্রেল। গেঃ পঃ ১৯১

আদালতে যে শমস্ত রুবকারী ইত্যাদি কাগজ পত্র লিখিত হইবেক তাহা ১৭৯৩শালের আইন যে প্রকার ভাষায় তরজমা হইয়াছে ঐ প্রকার শব্বসাধারণের বোধ যোগ্য আদালতের চলিত ভাষায় লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪১ শাল ২ এপ্রেল। গেঃ পঃ ১৯১

১। ২ শদর আদালতের যে শমস্ত ডিক্রী জেলা আদালত কর্তৃক সম্পূর্ণ রূপে জারী হয় নাই তাহার কৈফিয়ৎ নীচের লিখিত নকসা মতে বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে লিখিয় এপ্রেল মাশের ১ তারিখ হইতে প্রতিমাশে পাঠাইতে হইবেক দণ্ডিন্ন প্রত্যক ডিক্রীর বিষয়ে মধ্যে২ যে মেয়াদ কৈফিয়ৎ পাঠাইতে হইত তাহা হইবেক না কিন্তু ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ বিলম্বের কারণ বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক যদ্দ্বারা সদর আদালত জ্ঞাত হইতে পারেন যে কাহার ত্রুটিতে বিলম্ব হইতেছে।

৩। পরওর্নাসিল কোর্টাকাবলাত আপীলের কোন ডিক্রী জারী না হইয়া জেলায় থাকিলে তাহার স্বতন্ত্র কৈফিয়ৎ পাঠাইবে

•১৮৪১ সালের ১ এপ্রেল তারিখে অমুক জিলার আদালতে সদর দেওয়ানী আদালতের মুলতবি ডিক্রীর কৈফিয়ৎ।

জিলার রেজিষ্টরের নম্বর	সদর আদালতে মোকদ্দমার নম্বর এবং তাহার নিষ্পত্তিহও নিরতারিখ	প্রথম প্রিসেপটেম্বরনম্বর ঐতারিখ	উভয় পক্ষের নাম	ডিক্রীর খোলাসা	মুলতবি থানার কারণ
১	১৮৩৯সালের ১১৮ নম্বর ১৮৩৯ সালের ১০ জুন তারিখে নিষ্পত্তি হয়	৬১ নম্বর ১৮৪০ সাল ২ ফিব্রুআরি	রামমোহন ঘোষ আপেলান্টখয়রুল্লা শা রিস্পাণ্ডেণ্ট ঐ ডিক্রীদার	বিষ্ণু পরজমিদারীর্ত্তে ২ বৎসরের মালগুজারী সমেত রিস্পাণ্ডেণ্টের দখল দেবারনিমিত্ত	এক জনআমীন বাকাখাজানার জমলা নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত নফঃশলে পাঠান গিয়াছে রিস্পাণ্ডেণ্টকে দখল দেয়ানাগিয়াছে
২	১৮৩৯ সালের ২৩০নম্বর ১৮৩৯ সালের ১৫শ পটেম্বরে নিষ্পত্তহয়	৮৭নম্বর ১৮৪০ শালেওমে	তিনকা উশেখ আপেলান্ট অশমানবিবি রিস্পাণ্ডেণ্টয় ডিক্রীদার	আদালতের খরচ শামেত শেহাজারট, কাউশমকরবারনিমিত্ত	পরপরানাদুইবারবাহির হইয়াছে কিন্তু আপিলান্টকে ধরা যায় নাহি

ইং ১৮৪১ সাল ১৬ এপ্রেল। গেঃ পঃ ২০৩ ১৮৪১ সাল।

জজ ও প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সদর আপিল হওয়া মোকদ্দমার কাগজ তলবী পরিসেপট পঁহুছিবার দিবস হইতে ২ মাসের মধ্যে নকল প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবেক।

২। ঐ আপিল সংক্রান্ত ব্যক্তি কি তাহাদিগের উকীলকে বিশেষ রূপে জ্ঞাত করিবে যে আপীলের ও জুহাত ও তাহার উত্তর ও জামীন দাখিল জন্য চলিত আইনের অভিপ্রায় মতে বিশেষ তৎপর হন নতুবা অতি বিশিষ্ট কারণ ভিন্ন তজ্জন্য অপর মেয়াদ পাইবেক না।

ইং ১৮৪১ সাল ১৯ এপ্রেল। গেঃ পঃ ২০৪।

মোনছফি কর্ম্মাকাংক্ষি দিগের দরখাস্ত ও সর্টিফিকটের নকসা জেলা ২ পাঠানো ও ইংরাজীতে বেওরা লিখিয়া সদরে পাঠাইবার আদেশ।

ইং ১৮৪১ সাল ২ মার্চ। গেঃ পঃ ২১৯ নাং ২২৬।

১৮৪১ সালের ২৩ আইন সম্বন্ধে নীচের লিখিত বিস্তারিত মতে উপদেশ করা যাইতেছে।

১। প্রত্যেক দেওয়ানী বা ফৌজদারী পরওয়ানা একখানে বদ্ধ করিয়া ডাকের দ্বারা কিম্বা পেয়াদার বা অন্য কোন সরকারী কার্য্যকারকের দ্বারা যাহাতে সুগম হয় কলিকাতায় ডেপুটি সরিফ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং তাহার সঙ্গে (ক) চিহ্নিত নীচের লিখিত শরওয়া লিখিত এক পত্রও পাঠান যাইবেক।

২ ডেপুটি সরিফ সাহেবের নিকটে যে কিছু টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয় তাহা জেনরল ট্রেজরীর উপর জিলার কালেক্টর সাহেবের বিলের দ্বারা পাঠান যাইবেক।

৩ অধঃস্থ সমস্ত বিচারকের আদালতের যে কোন পরওয়ানা ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে জারী করণের আবশ্যক হয় তাহা ডেপুটি সরিফ সাহেবের নিকটে নিদ্দিষ্টমতে পাঠাইবার নিমিত্তে তাহারা আপনারদের উপরিস্থ ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবেন।

৪ সমস্ত পরওয়ানা (খ) এবং (গ) চিহ্নিত শরওয়ামতে লেখা যাইবেক কিম্বা সদর দেওয়ানী এবং নিজামত আদালতের সাহেবেরা সময়ে২ অন্য যে কোন শরওয়া পাঠান তদনুসারে লেখা যাইবেক।

৫ যে ব্যক্তির দরখাস্তে কোন শাক্ষীর তলব হয় তিনি ঐ শাক্ষীরখরচের নিমিত্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী শুপ্রেমকোর্টেরজজ সাহেবেরা যত টাকা ওয়াজির্বা ও উচিত বোধ করেন তাহা শাক্ষীকে দিতে প্রস্তুত হইবেন।

৬ জিলার আদালতের জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা অতি সাবধান হইয়া আপন২ পরওয়ানা ঠিককরিয়া লিখিবেন এবং তাঁহারদের অধঃস্থ আদালতের যে২ পরওয়ানা ডেপুটি সরিফ সাহেবের নিকটে পাঠান যায় তাহা এইই২ বিধি এবং গবর্ণমেণ্টের আইন ওহুকুমানুসারে লেখাযায় ইহ তহকীক করিবেন

৭ আগামী সেপটেম্বর মাসের ১তারিখে তুমি এই আদালতে কৈফিয়ৎ পাঠাইবা তাহাতে ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে তোমার আদালত হইতে যেপরওয়ানা জারী হইয়াছে তাহার সংখ্যা ও রকম এবং তাহার নিমিত্তে উভয় পক্ষের যে খরচ হইয়াছে তাহার জুমলা লেখা যাইবেক।

(ক.)

শ্রীযুত কলিকাতার সরিফ সাহেব

বরাবরেষু।

আমি তোমার নিকটে এক তলব চিটি পাঠাইতেছি এবং তাহার মধ্যে লিখিত ব্যক্তিরদের উপর তাহা জারী করিতে হইবেক অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর শুপ্রিমকোর্ট আদালতের জজ সাহেব দিগকে তাহা দিবেন।

২ এই হুকুম জারী করণে যে খরচা লাগে তাহা আপনি আমাকে জানাইলে জেনরল ত্রেজরীর উপর এক বিলের দ্বারা আপনার নিকটেতাহা পাঠাইব আসামিকে দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত একজন ইহারপর আপনার নিকটে যাইবেক অথবা একজন এই পত্রের সঙ্গে যাইতেছে।

(খ)

ফৌজদারী হুকুম।

১ নম্বর। শমন।

কলিকাতা সহরে কলুটোলা নিবাসী রামধন মিস্ত্রী প্রতি আগে।

চব্বিশ পরগণার শিয়ালদহ নিবাসী সেখ রমজ মারিপিটের বাবতে তোমার নামে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক নাশিল করিয়াছে অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতিহুকুম হইতেছে যে ১৮৪১সালের আপ্রিল মাসের ১৫ তারিখে বা তাহার পূর্ব্ব জিলা চব্বিশ

পরগণার মাজিষ্ট্রেট অথবা প্রধান সদর আমীন কিম্বা সদর আমীনের সম্মুখে হাজির হইয়া ঐ নালিশের জওয়াব দিবা। ইহাতে গাফিলী করিবা না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ২ আপ্রিল

---

২ নম্বর ওয়ারেণ্ট অর্থাৎ দস্তক জামিনী।

চব্বিশ পরগণার ফৌজদারী আদালতের নাজির শ্রীমহম্মদ নাজিম বরাবরেষু।

শিয়ালদহ নিবাসী জান বৌনের নামে রামপ্রশাদ বেহারা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক মারপীট এবং দারুণ আঘাতের বিষয়ে নালিশ করিয়াছে অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতিহুকুম হইয়াছে যে উক্ত জান বৌনকে গেপ্তার করিবা এবং ১৮৪১ শালের ২০ আপ্রিল তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে উক্ত আদালতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির হইবার নিমিত্তে তাহারস্থানে পাঁচ শত টাকার জামীন লইবা। এবং যদি ঐ জান বৌন উপরের লিখিত জামীন নাদেয় তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহাকে আনাইতে তোমার প্রতিহুকুম হইল ইহাতে কসুর করিবা না ইতি। ১৮৪১ শাল তারিখ ৪ আপ্রিল।

---

৩ নম্বর ওয়ারেণ্ট অর্থাৎ দস্তক।

চব্বিশ পরগণার ফৌজদারী আদালতের নাজির শ্রীমহম্মদ নাজিম বরাবরেষু।

শালিখা নিবাসী পারবক্স প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কড়ায়া নিবাসী আবদুল্লা গাড়ওয়ানের নামে খুনের অপরাধে নালিশ করিয়াছে অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতিহুকুম হইতেছে যে ঐ

আবদুল্লা গাড়ওয়ানকে গেপ্তার করিয়া উক্ত আদালতের মাজি"ষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহাকে আনাইবা ইহাতে কিছু গাফিলী করিবা না ইতি। ১৮৪১ শাল তারিখ ৫ আপ্রেল।

---

৪ নম্বর খানাতালাশীর পরওয়ানা।

চব্বিশ পরগণার ফৌজদারী আদালতের নাজির

শ্রীমহম্মদ নাজিম বরাবরেষু।

মাণিকতলা নিবাসী রামদুলাল প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক এই এজহার ও নালিশ করিয়াছে যে নীচের লিখিত বিষয় অর্থাৎ ২ পীতলের লোটা ও এক ছড়া সোণার হার এবং দুইখান লাঙ্গক্লেথ পূর্ব্বোক্ত মাণিকতলায় তাহারবাটি হইতে চুরি হইয়াছে এবং উক্ত জিনিস কলিকাতা শহরের চোরবাগান নিবাসী হুকুরচাঁদ মঘের ঘর ও বাটিরমধ্যে লুক্কায়িত আছে এমত তাহারবোধে হয় অতএব ইহার দ্বারা তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে এবং তোমার প্রতিহুকুম হইতেছে যে আবশ্যক ও উপযুক্ত সহায় লইয়া দিবা ভাগে ঐ হুকুরচাঁদ মঘের ঘর ও বাটিতে প্রবেশ করিবা এবং যদি উক্ত জিনিস সেখানে পাওয়া যায় তবে তুমি ঐ প্রাপ্ত জিনিস এবং ঐ হুকুরচাঁদ মঘকে এই আদালতের সম্মুখে আনিবা ইতি। আমার দস্তখত ও এই আদালতে মোহর ১৮৪১ সালের ৬ আপ্রেল তারিখে করা গেল।

---

৫ নম্বর সফীনা।

কলিকাতা শহরের কলুটোলা নিবাসী

সেখ পীরবক্স প্রতি আগে।

মারিপীটের নালিশে শালিখা নিবাসী সেখ মিষ্কিনের তরফে শাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে তোমার হাজির হওনের আবশ্যক আছে অতএব তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে ১৮৪১ শালের ৬ আপ্রিল তারিখে জিলা চব্বিশপরগণার মাজিষ্টেট সাহেবের অথবা প্রধান সদর আমীনের সম্মুখে হাজির হইবা ইহাতে কিছু গাফিলী করিবা না ইতি। ১৮৪১ শাল তারিখ ২ আপ্রিল।

৬ নম্বর শাক্ষীর বিষয় ওয়ারেণ্ট অর্থাৎ দস্তক চব্বিশ পরগণার ফৌজদারী আদালতের নাজির।

শ্রীমহম্মদ নাজিম বরাবরেষু।

মারিপীটের নালিশে শালিখা সেখ মিস্কিনের তরফে শাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে ১৮৪১ শালের ৪ আপ্রিল তারিখে কলিকাতা শহরের কলটোলা নিবাসী সেখ পীরবকসের নামে রীতিমতে সফীনা হইয়াছিল এবং সেখ রমজু পেয়াদার কথাক্রমে বোধ হইতেছে যে ঐ সেখ পীরবকসকে আপনার খরচা নিমিত্ত পাঁচটাকা দিতে প্রস্তাব হইয়াছিল এবং ঐ সেখ রমজু পেয়াদা ঐ সফীনা রীতিমত জারী করিয়াছিল এমত কহে কিন্তু ঐ পীর বকস সফীনার হুকুম মতে হাজির হইতে ত্রুটি এবং অস্বীকার করিয়াছেন, অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে ঐ সেখ পীরবকসকে গেপ্তার করিয়া উক্ত আদালতে মাজিষ্টেট সাহেবের সম্মুখে হাজির করাইবা ইহাতে গাফিলী করিবা না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ৭ আপ্রিল।

---

৭ নম্বর ফৌজদারী অপরাধে আসামীর হাজির হইবার ইশ্‌তেহার।

জিলা চব্বিশ পরগণার ফৌজদারী আদালতের ইশ্তেহার।

শিয়ালদহ নিবাসী রমজু প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক শিয়ালদহ নিবাসী রামধনের নামে ডাকাইতি অপরাধে নালিশ করিয়াছে এবং ঐ নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্ত তাহাকে গেপ্তার করণের এক ওয়ারেণ্ট গত ৭ আপ্রিল তারিখে জারী হইয়াছিল এবং ১৮৪১ শালের ১২ আপ্রিল তারিখে শ্রীমহম্মদ নাজিম নাজিরের রিপোর্টের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে ঐরামধন পলাইয়াছে অথবা আপনাকে লুকাইয়াছে এবং ঐহুকুম তাহারউপর জারী হইতে পারেনাই অতএব (১৭৯৬ সালের ১১আইনের ৪ ধারা ক্রমে) ইশ্তিহার দেওয়া যাইতেছে যেঐরামধন যদি ঐনালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্ত ১৮৪১ সালের ১৫ মে তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে হাজির না হয় তবে ঐ আইনের লিখিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ৪ আপ্রিল।

---

৮ নম্বর। শাক্ষির মুচলকা।

শালিখা নিবাসী সেখ জানু শিয়ালদহ নিবাসী পীরুর নামে মারিপিটের বিষয়ে নালিশ করিয়াছে এবং ফরিয়াদী (অথবা আসামী) আমাকে শাক্ষি মানিয়াছে অতএব এই মুচলকা লিখিয়া দিতেছি যে শাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত ১৮৪১ সালের ১২ আপ্রিল তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে জিলা চব্বিশ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির হইব। যদি

আমি ইহাতে কিছু কসূর করি তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে জরীমানা সরকারে দিতে আমার প্রতি হুকুম করিতে উচিত বোধ করেন তাহা এবং আমার হাজির না হওয়াতে ও আমাকে হাজির করাইতে যে খরচা লাগে তাহার নিশা করিব এমত অঙ্গীকার করি ইহাতে কিছু গাফিলি করিব না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ৭ আপ্রিল।

---

৯ নম্বর। আসামীর হাজির করিবার নিমিত্ত। হাজির জামিন।

শিয়ালদহ নিবাসী সৈফর নামে মারপিটের নালিশ হইয়াছে এবং ঐ নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্ত ১৮৪১ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে জিলা চব্বিশ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে তাহাকে হাজির হইবার হুকুম হইয়াছে অতএব আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক একরার করিতেছি যেউক্ত তারিখে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উক্ত সৈফুকে হাজির করাইব এবং উক্ত নালিশে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের চূড়ান্ত হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে হাজির করাওনের দায়ী হইব। যদ্যপি ইহাতে গরহাজির হয় তবে সরকারে ১০০ টাকা জরীমানা আদায় করিব। ইহাতে কিছু কসূর করিব না ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ৫ মার্চ।

(গ)

দেওয়ানী হুকুম।

১ নম্বর। শমন।

জিলা হুগলির দেওয়ানী আদালত।

বৈদ্যবাটির রামধন। কলিকাতা শহরের কসাইটোলার
ফরিয়াদী। সেখ ইদু আসামী।

কলিকাতা শহরে কসাইটোলার সেখ
ইদু প্রতিআগে।

বৈদ্যবাটির রামধন এই আদালতে অথবা বৈদ্যবাটির মোনছেফের আদালতে অথবা এই জিলার সদর আমীনের আদালতে ১ তোমার নামে ৩০০ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে অতএব তোমার প্রতি হুকুম হইল যে ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে এইশমনের রসিদদিয়া এবং আরো ঐনালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্ত স্বয়ং অথবা উকীলেরদ্বারা ১৮৪১ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে হাজির হইবা।

আমার দস্তখত এবং আদালতের মোহর ১৮৪১ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে করা গেল।

---

২ নম্বর। আসামীকে হাজির করাইবার
ইশ্তিহার।

জিলা হুগলির দেওয়ানী আদালত।

কলিকাতা শহরের কসাইটোলার সেখ ইদু
প্রতি আগে।

বৈদ্যবাটি নিবাসী রামধন এইআদালতে অথবা বৈদ্যবাটির মোনছেফের আদালতে অথবা এই জিলার সদর আমীনের আদালতে তোমার নামে ৩০০ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে এবং ১৮৪১ শালের আপ্রিল মাসের ২২ তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে তোমার হাজির হইবার এবংনালিশের জওয়াব দিবার এক তলব চিটি রীতিমতে পাঠান গিয়াছিল এবং নাজিরের রিপোর্টের দ্বারা অথবা কলিকাতার ডেপুটি সরিফ সাহেবের রিপোর্টের দ্বারা বোধ হইল যে অনেক অনুসন্ধান করিলেও তোমাকে পাওয়া গেল না এবং উক্ত তলব চিটির হুকুম মতে তাহা তোমার প্রতিজারী হইল না অতএব ১৮০৬শালের ২ আইনানুসারে ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৪১শালের ১৫ মে তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে তুমি যদি স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির নাহও তবে আদালত ঐ মোকদ্দমার এক তরফা বিচার করিবেন এবং তুমি হাজির হইয়া নালিশের জওয়াব দিলে যেরূপ ডিক্রী করিতেন সেইরূপ ডিক্রী করিবেন।

আমার দস্তখৎ ও আদালতের মোহর ১৮৪১ সালের ২৫এপ্রেল তারিখে করা গেল।

---

৩ নম্বর সফিনা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালত।

বৈদ্যবাটি নিবাসী রামধন ফরিয়াদী	কলিকাতা শহরের কসাইটোলার সেখ ইদু আসামী

কলিকাতার কসাইটোলা নিবাসী বাবু রামদাস

প্রতি আগে।

উক্ত মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর অথবা (আসামীর) তরফে

শাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তোমার হাজির হইবার আবশ্যকআছে সেই নিমিত্ত ১৮৪১সালের ২জুন তারিখে এইআদালতে (অথবা বৈদ্যবাটি মোনছেফের আদালতে) স্বয়ংহাজির হইতে তোমার প্রতি হুকুম হইল।

আমার দস্তখৎ ও আদালতের মোহর ১৮৪১ সালের ২৭ মে তারিখে করা গেল।

৪ নম্বর। শাক্ষিকে গেপ্তার করিবার
ওয়ারেণ্ট অর্থাৎ দস্তক।

জিলা হুগলির দেওয়ানী আদালতের নাজির
শ্রীমহম্মদ আলী বরাবরেষু।

বৈদ্যবাটি নিবাসী রামধন ফরিয়াদীর তরফে শাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত ১৮৪১সালের ২৯ মে তারিখে কলিকাতা সহরের কলটোলা নিবাসী বাবু রামদাসের নামে রীতিমত সফিনা হইয়াছিল এবংসেখ মঙ্গলু পেয়াদার কথায়বোধ হইতেছে যে উক্ত বাবু রামদাসকে খরচার নিমিত্ত ১০ টাকা দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল এবং ঐ সেখ মঙ্গলু পেয়াদা রীতিমতে ঐ সফিনা জারী করিলেক এমত কহিয়াছে। কিন্তু ঐ সফিনার হুকুমানুসারে ঐ বাবু রামদাস হাজির হইতে ত্রুটি এবংঅস্বীকার করিয়াছে অতএব ঐ বাবু রামদাসকে গেপ্তার করিতে এবং ঐ জিলার জজ সাহেবের সন্মুখে অথবা ঐ জিলার বৈদ্যবাটির মোনছেফের সন্মুখে হাজির করিতে ইহাতে তোমার প্রতি হুকুম

হইল । ইহাতে কিছু কসূর করিবা না ইতি । ১৮৪১ সাল,, তারিখ ১০ জুন ।

---

৫ নম্বর । আসামীর হাজির জামীন দেওন বিষয়ে পরওয়ানা ।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির
শ্রীমহম্মদ আলী বরাবরেষু ।

মুনশী খয়রুল্লা বারশত টাকার দাবিতে এই আদালতে জান স্মিথের নামে নালিশকরিয়াছে এবং উক্ত মুনসী খয়রুল্লার প্রমাণের দ্বারা এই আদালতের জজসাহেবের চিত্তে নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যে ঐ জান স্মিথ পলাইতে এবং এই আদালতের এলাকার বাহিরে যাইতে মানস করিয়াছে । অতএব ঐ জান স্মিথের এই আদালতের সম্মুখে স্বয়ং হাজির হইবার নিমিত্ত তাহার স্থানে ১৫০০ টাকার উত্তম ও মাতব্বর জামীন লইতে ইহারদ্বারা তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল এবং যদি ঐ জান স্মিথ পূর্ব্বোক্তমতে উপযুক্ত ও মাতব্বর জামীন না দেয় তবে ঐ জান স্মিথকে গেরেপ্তার করিতে এবং এই আদালতের সম্মুখে তাহাকে হাজির করিতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল ও তোমার প্রতি হুকুম হইল ।

আদালতের দস্তখৎ ও এই আদালতের মোহর ১৮৪১ সালের ১০ মে তারিখে করা গেল ।

৬ নম্বর । আসামী যে মালজামিনী লিখিয়া দিবেক তাহা ।

মুনশী খয়রুল্লা ফরিয়াদী আসামী জান স্মিথের নামে জিলা

হুগলীর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়াছে এবং আমি চব্বিশ পরগণার শিয়ালদহ নিবাসী রামমোহন মল্লিক উক্ত আসামীর উক্ত নালিশের জওয়াব দিবার এবং তাহাতে যে সকল হুকুম হয় তাহার মতাচরণ করণের নিমিত্ত চূড়ান্ত ডিক্রী জারী হওন পর্য্যন্ত হাজির হইবারবিষয়ে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জামীন হইতেছে অতএব আমিঅঙ্গীকার করিতেছি এবংআপনাকে ও আপন উত্তরাধিকারী দিগকে ও ওয়ারিসানকে এই বিষয়ে বদ্ধ করিতেছি যে উক্ত আসামী উক্ত নালিশে উত্তর দেওনার্থ ১৮৪১ সালের ২০ মে তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বেস্বয়ংঅথবা উকীলের দ্বারা হাজির হইবেক এবংআরো ঐ মোকদ্দমা যত কাল জিলা আদালতে থাকে ততকাল অথবা উক্ত আদালত তাহাতে যে চূড়ান্ত ডিক্রী করেন তাহা সম্পূর্ণরূপে জারী না হওন পর্য্যন্ত উক্ত আসামীকে জজ সাহেব যখন তলব করেন তখন সে স্বয়ংঐ জিলার আদালতে হাজিরহইবেক। ইহাতে যদি তাহাকে হাজির না করি তবে যত টাকা তাহাকে দিতে হুকুম হয় তাহা ১৫০০ টাকার অধিক না হইলে আমি তাহার দায়ী হইব এবং তাহার বিরুদ্ধে যে কোন হুকুম বা ডিক্রীহয় তাহার মতাচরণ করণের বিষয়ে আমি দায়ী হইব ইতি। ১৮৪১ সাল তারিখ ২৫ জুন।

---

৭ নম্বর। ক্রোকী পরওয়ানা।

জিলা হুগলির দেওয়ানী আদালতের নাজির

শ্রীমহম্মদ আলী বরাবরেষু।

সেখ সৈফ এই আদালতের রামসহায় সিংহের নামে দশ হাজার টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছে এবং ঐ সেখ সৈফ এই আদালতে প্রমাণ দিয়াছে যে উপযুক্ত কারণে তাহার এমত ভয় জন্মে যে ঐ রামসহায় সিংহের বিরুদ্ধে শেষে যে ডিক্রি হয় তাহা জারী না হইবার নিমিত্তে সে ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে আপনার সম্পত্তি হস্তান্তর করণের মানস করিয়াছে। অতএব ঐ রামসহায় সিংহের স্থানে আদালতের শেষের ডিক্রি মানিবার অর্থে বার হাজার টাকার উপযুক্ত ও মাতবর্বর জামিন তলব করিতে তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল এবং যদি ঐ রামসহায় সিংহ চর্বিবশ ঘন্টার মধ্যে উপযুক্ত ও মাতবর্বর জামিন না দেয় তবে ঐ রামসহায় সিংহের যে ভূমি বা জিনিশ পত্র বা অন্য বিষয় থাকে তাহার দখলে থাকে তাহা বার হাজার টাকা পর্য্যন্ত ক্রোক ও আটক করিতে তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল এবং এই আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল বিষয় ক্রোক ও আটক করিয়া রাখিবা।

আমার দস্তখৎ ও এই আদালতের মোহর ১৮৪১ শালের ১৫ জুন তারিখে করা গেল।

---

৮ নম্বর। ডিক্রী জারির আসামী গ্রেপ্তারির পরওয়ানা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির বরাবরেষু।

১৮৩১ শালের ১৫ মে তারিখের এই আদালতের ডিক্রীর

ধারা সেখ ইদুকে ৫০০ টাকা এবং মোকদ্দমার খরচা ৫০ টাকা একুনে ৫৫০ টাকা দিতে মনসারামের প্রতি হুকুম হইয়াছিল এবং উক্ত মনসারাম ঐ ডিক্রীর সম্বাদ পাইয়া ঐ টাকা পরিশোধ করে নাই। অতএব ঐ মনসারামকে গেপ্তার করিতে তোমার প্রতি হুকুম হইল এবং যদি ও মনসারাম উক্ত ডিক্রী ও খরচার বাবতে ৫৫০ টাকা এবং এই হুকুম জারী করণের খরচার ১০ টাকা তোমাকে না দেয় তবে তাহার প্রতি আইন মত আচরণ করণের নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতে আনিবা।

আমার দস্তখৎ ও আদালতের মোহর ১৮৪১ শালের ২ জুন তারিখে করা গেল।

---

৯ নম্বর। ক্রোকী পরওয়ানা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতের নাজির বরাবরেষু।

১৮৪১ সালের ১৫ জুন তারিখে এই আদালতের ডিক্রীক্রমে মহম্মদ আলীকে ৫০০০ টাকা এবং দেওনের তারিখ পর্য্যন্ত শত করা ১২ টাকার হিসাবে সুদ অর্থাৎ অদ্যকার তারিখ পর্য্যন্ত ৩৩।/৮ টাকা সুদ এবং মোকদ্দমার খরচা ৫০০ টাকা একুনে ৫৫৩৩।/৮ দিতে কাশীনাথের প্রতি হুকুম হইয়াছিল এবং ঐ কাশীনাথ ডিক্রীর সম্বাদ পাইয়া ঐ টাকা পরিশোধ করে নাই অতএব ঐ ৫৫৩৩।/৮ এবং এই হুকুম জারী করণের খরচা ১০০ টাকা ঐ কাশীনাথের ভূমি ও জিনিস ও বিষয় ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া উসূল করিতে তোমার প্রতি হুকুম হইল এবং ঐ কাশীনাথের ভূমি ও জিনিস ও বিষয় ক্রোক করিতে

ইহার দ্বারা তোমাকে আজ্ঞা ও হুকুম দেওয়া গেল এবং যে ৫৬৩৩।/৮ টাকার বিষয়ে এই জিনিস ক্রোক হইল ঐ টাকা এবং ঐ দ্রব্য ক্রোক করণের ও রাখনের ওয়াজিবী খরচ যদি এতদ্দিনের মধ্যে না দেওয়া যায় তাহা ৩০ দিনের কম হইবেক না তবে সেই বিষয় তুমি বিক্রয় করিবা এবং এই পরওয়ানার ক্ষমতাক্রমে তুমি যাহা২ করিবা তাহা হুজুরে এত্তেলা দিবা।

দেওয়ানী হুকুম।

১০ নম্বর।

ডিক্রীজারী করণের এত্তেলা।

জিলা নদীয়ার দেওয়ানী আদালত।

ফরিয়াদী মিরজা গোলাম ফরীদ।

আসামী রামমোহন ছুতার এবং শহর কলিকাতার বাগবাজার নিবাসী বৃন্দাবন ছুতারের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ভীম ছুতার।

শহর কলিকাতার বাগবাজার নিবাসী

রামমোহন ছুতার ও ভীম ছুতার প্রতিআগে।

তোমার দিগকে খবর দেওয়া যাইতেছে যে এই জিলার মধ্যে হুনবার মোকদ্দমায় ফরিয়াদি মিরজা গোলাম ফরিদের পক্ষে ১৮৩৯ শালের ৭ আগষ্ট তারিখে তোমারদের নামে খরচা ও ১৮৪১ শালের ৭ মে পর্য্যন্ত সুদ সমেত কোম্পানির ৪৫৩/৬ এক তরফা ডিক্রী করিয়াছেন।

অতএব তোমারদিগকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৪১

সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণ ক্রমে তোমার এই এত্তেলা পাইবার রসিদ দিবা এবং ১৮৪১ সালের ৫ আগষ্ট তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে তোমরা স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া ঐ ডিক্রী তোমার উপর জরী না হইবার এমত উপযুক্ত কারণ দেখাইবা যে তাহাতে আদালতের খাতির জমা হয়।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে এই এত্তেলা অদ্য ১৮৪১ সালের ৯ জুলাই তারিখে দেওয়া গেল।

---

১১ নম্বর।

এত্তেলা উত্তরাধিকারি দিগের হাজির হইবার নিমিত্তে।

অমুক জিলার দেওয়ানী আদালত।

ফরিয়াদী অথবা আপিলাণ্ট অমুক।

আসামী অথবা রেস্পাণ্ডেণ্ট অমুক।

যেহেতু এই আদালতের নাজিরের রিটর্ণের দ্বারা অথবা দরখাস্ত প্রভৃতির দ্বারা দৃষ্ট হইল যে উক্ত মোকদ্দমার অমুক ফরিয়াদি মরিয়াছে অতএব সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যেমত অমুক ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরদের প্রতি এই আজ্ঞা ও হুকুম হইল যে তাহারা অমুক মাসের অমুক তারিখের পর এত দিনের মধ্যে এই আদালতে হাজির হইয়া উক্ত মৃত অমুক ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপণের বিষয়ে তাহারদের যে স্বত্ব ও অধিকার আছে তাহার প্রমাণ দেয়।

আমার দস্তখত ও আদালতের মোহরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

ইং ১৮৪১ সাল ২১ মে।

১১০৯ সংখ্যক ছাপা আইনের ব্যাখ্যাতে লেখে যে ১৮৩৭ সালের ৪ আগষ্ট তারিখের সাধারণ লিপির কেবল জিলা শহরের আদালতে খাটিবার অভিপ্রায় ছিল অতএব প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মনসোবেরদের ডিক্রীর যে নকল মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিল থাকিবার কারণ প্রস্তুত হয় তাহা ইউরোপীয় দেশের প্রস্তুত করা কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাহি।

২ সদর আদালতের সাহেবেরা প্রধান সদর আমীনের সম্পর্কে উক্ত আইনের ব্যাখ্যা পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া তাহা কিঞ্চিৎ মতান্তর করিয়া সাধারণ লিপির বিধান উক্ত কার্য্যকারকেরদের বিষয়ে চলন করিতে স্থির করিয়াছেন। অতএব এক্ষণেহ্কুম হইলযেপ্রধান সদরআমীনেরদের যেডিক্রীরোয়দাদের শামিল থাকিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয় তাহা উত্তরকালে ইউরোপের তৈয়ার করা কাগজে লিখিতে হইবেক।

৩ সদর আমীন ও মনসোবেরদের যে ডিক্রী রোয়দাদের শামিল থাকিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয় তাহা দেশীয় অতিউত্তম কাগজে নকল করিতে হইবেক। গেজেটে১৮৪১সালের ২৯৮পৃষ্ঠা

ইং ১৮৪১ সাল ৪ জুন।

১৮৩৭ সালের ১৩ জানুয়ারি তারিখের ১২৭ সংখ্যক সাধারণ লিপ্যানুসারে যে আমীনেরা নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা স্বং কার্য্য খাতিরজমা রূপে এবং উপযুক্ত মত শীঘ্র ২ রূপে নির্ব্বাহ করিতেছে এবং কার্য্য বুঝিয়া যত আমীনের আবশ্যক ততোধিক আমীন নিযুক্ত নাই ইহা নিশ্চয় করিয়া জজনের

নিমিত্ত তাহারদের কর্ম্মের প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ করা বি
হিত বোধ হইতেছে অতএব সদর আদালত তোমাকে আদে
শ করিতেছেন যে তোমার জিলার আমীন দিগকে একমাসিক
কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করিয়া তোমাকে দিতে হুকুম করহ এবং
প্রতিদিন তাহার যে ২ কার্য্য করে এবং সময়ক্রমে যে কার্য্য
তাহার দিগকে অর্পণ হয় এবং সে কার্য্য সে সময়ের মধ্যে
নির্ব্বাহ হয় এই সকল বিষয় কৈফিয়তের মধ্যে লেখা থাকি
বেক। আমীনেরা স্ব ২ কার্য্যের বিষয়ে কিপ্রকার মনোযোগ
করিতেছে এবং ঐ আমলারদের সংখ্যা জিলার কার্য্য বুঝিয়া
প্রচুর কি অপ্রচুর ইহা ঐ কৈফিয়ৎ সামান্য রূপে দৃষ্টি করিয়া
তুমি অবগত হইতে পারিবা।

১৮৪১ সাল ১৮ জুন।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২১ ধারার ২ প্রকরণের বিধির
এবং তদ্বিষয়ের ৭৭৫ নম্বরী আদালতের ব্যাখ্যার বিষয়ে তো
মার জিলার মনছেফ দিগকে বিশেষ মনোযোগ করিতে হুকুম
দিবা যেহেতুক এই সদর আদালতকে অবগত করান গিয়াছে
যে ঐ আইনে তদারক করণের যে হুকুম আছে তাহার বিষয়ে
কোন ২ জিলার উপযুক্ত মত মনোযোগ হয় না।

ইং ১৮৪১ সাল ১৮ জুন। গেঃ পৃঃ ২৯৯।

সেরেস্তার কাগজ পত্র শৃঙ্খলা পূর্ব্বক রাখন বিষয়ে কটকের
জজ হেবরণ সাহেবের রিপোর্টের ৪। ৫ দফা যে গবর্ণমেণ্ট
গ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা সাধারণের জ্ঞাপনজন্য নীচের লিখিত

হইল। ৪ দফা যেহেতু সেরেস্তার কাগজ রাখন জন্য নানা জে
লায় নানা প্রকার ঘর ও কাটগড়া ব্যবহার হইতেছে এক নি
য়ম সর্ব্বত্রে স্থাপন সম্ভবে না অতএব যদ্যপি আদালতের কর্ম্ম
কর্ত্তা মোহা ফেজের দ্বারা প্রত্যেক এলাকার কাগজ পৃথক
করিয়া রাখান ও তাহা পুনর্ব্বার মোকদ্দমার প্রকারানুসারে
বিভাগ করান ও মাস ২ ও বৎসর ২ বস্তানি বন্ধ করিয়া বিয়ো
গ দিয়া রাখিলে কোন গোলযোগ হইতে পারে।

১৮৪১ সাল ১৬ জুলাই। গেঃ পূঃ ৩৪৫। ১৮৪১ সাল।

সদর দেওয়ানী আদালতের জারী না হওয়া যে ভিক্রীর বিষয়ে
প্রিসেপট অর্থাৎ হুকুম ঐ আদালত হইতে একেবারে প্রধান
সদরআমীনের নিকট পাটান গিয়া থাকে তাহার বিষয়ে গত
২ আপ্রিল তারিখের ১১০ নম্বরী সরকুলর অর্ডরে কোন বি
শেষ উল্লেখ নাই অতএব উক্ত সরকুলার অর্ডরের অনুযায়ী
সদর আদালতের সাহেবেরা জ্ঞাত করেন যে তিন২ মাসেরিট
রণ অর্থাৎউত্তর প্রেরণেরএবংঐ তিন২ মাসের মধ্যবর্ত্তি সময়ে
না পেরণের বিষয়ে হুকুম দেওয়া গিয়াছিল তাহা প্রধান সদর
আমীনের বিষয় ও খাটিবেক এবং তাঁহারা নিদ্ধারিত রীতি
মতে ঐ আবশ্যক সংবাদ জজসাহেবের নিকটে এইমত কালে
পাঠাইবেন যে তিন ২ মাসে ইংরাজী ভাষায় তাঁহার যে কৈফি
য়ৎ পাঠাওনের হুকুম আছে তাহার মধ্যে লিখিতে পারেন।

ইং ১৮৪১ সাল ৬ আগষ্ট। গেঃ পূঃ ৩৪৫। ১৮৪১ সাল॥

শ্রীযুত কোর্ট অফডৈরেকটর্স সাহেবেরা এই আজ্ঞা করিয়াছে
ন যে জরামানা এবং আমলাদের বেতন কর্ত্তনের দ্বারা যেটাকা

পাওয়া যায় তাহা সরকারী নানা দপ্তরে গর্ছিত না থাকে কিন্তু ঐপ্রকার সমস্তটাকা একেবারে সরকারের নামে জমাহইবেক

ইং ১৮২১ সাল ১৩ আগষ্ট। গেঃ পৃঃ ৩৬০।

১৮২৯ সাল ২৮ জুন তারিখের ৪০ নম্বরী সরক্যলর অর্ডরেতে শিরিস্তাদারের দস্তখতী যেলিপি পাঠাওনের হুকুম হইয়াছিল তাহার দুই নকল নীচের লিখিত শরওয়ামতে পাঠান যায় অর্থাৎ এক সার্টিফিকট বাজে মুহুরীরের বিলের সঙ্গে এবং অপর সার্টিফিকট নথীরসঙ্গে গাঁথিয়া রাখিতে হইবেক।

২ আরো তোমাকে আদেশ করিতেছি যে যে নথীর নিমিত্ত বিল হয় তাহা প্রেরিত না হওন পর্য্যন্ত মুহুরীর বিল পাঠাইবা না। বিলের সঙ্গে ইংরাজী চিঠী পাঠাওনের প্রয়োজন নাহি।

নথীর নকল করণীয়া ব্যক্তির মেহনতানার যে সার্টিফিকট কলিকাত্তা শহরের সদর দেওয়ানী আদালতে প্রেরণকরা যায় তাহার নকসা। ১৮৪১ সাল তারিখ ৯ জুন।

মোকদ্দমার নম্বর	উভয়পক্ষের নাম	মোকদ্দমার খোলসা	তায়দাদের কথা	তায়দাদের মেনতান	লেখকেরদের নাম

ইং ১৩ আগষ্ট গেঃ পৃঃ ৩৯১। ১৮৪১ সাল।

১ মনছফের আদালতের কার্য্য সম্পর্কীয় কোন ২ বিষয়ে ভ্রমযুক্ত ব্যবহার যেখানে হইয়া থাকে দৃষ্টহয় তাহা শুদ্ধ করণের নিমিত্ত এই সদরআদালত সকলসাধারণ লোকেরনিমিত্ত

আইনের কোন ২ ব্যাখ্যা নীচের লিখিত প্রকারে ঘোষণা করিতেছেন।

২। ৭৯৮ নম্বরী ব্যাখ্যাতে লেখে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ধারার ২ প্রকরণানুসারে মনছেফের বিচার্য্য মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব ও জওয়াবল জওয়াব ও রদ্দ জওয়াব ও দস্তাবেজ দাখিল করণের এবং শাক্ষীকে হাজির করণের দরখাস্ত ও ডিক্রীর নকল ইষ্টাম্পকাগজেলিখিবার আবশ্যকনাই অতএব সদর আদালত এমত বোধ করেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ধারা ক্রমে মনছেফেরদের নিকটে তাহাদের ডিক্রীজারী করণের বিষয়ে যে দরখাস্ত করাযায় এবং তাহারদের নিকটে উপস্থিত মোকদ্দমায় যে ওকালৎনামা দাখিল করা যায় তাহা সাদা কাগজে লিখিতে হয়। এই বিধি ৯৫০ নম্বরীয় আইনের ব্যাখ্যাতে পুনর্ব্বার লেখা আছে।

৩। ৭০৬ নম্বরী আইনের ব্যাখ্যাক্রমে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ধারার ৪ প্রকরণানুসারে যে দরখাস্ত মনছেফেরদের আদালতে দেওয়াযায় তাহাও ইষ্টাম্প কাগজে লিখনের আবশ্যক নাই।

৪। ১৮৩৮ সালের ২০ জুলাই তারিখের বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের সরক্যুলর অর্ডর অথচ ঐ সালের ৩ আগষ্টের পশ্চিম দেশের সরক্যুলর অর্ডর অনুসারে কি জাবেতামত মোকদ্দমায় কি ডিক্রীজারী করণের গতিকে মনছেফের আদালতে যে সকল রাজীনামা দাখিল হয় তাহা সাদা কাগজে লিখনের অনুমতি আছে।

৫। ১৮৪০ সালের ২৬ জুন তারিখে উভয় সদর আদালত ঐক্য হইয়া এইনিয়ম করিলেন যে মনসেফেরদের ডিক্রীজারী করণার্থ কোন সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর হইলে তাহাতে যে যে ব্যক্তি আপত্তি করে তাহারদের দরখাস্ত ঐ মনছেফেরা সাদা কাগজে লইতে পারেন।

৬। সদর আদালত এই সুযোগ সকলকে স্মরণ করাইতেছেন যে মনছেফের বিচার করণের যোগ্য যে মোকদ্দমা জজ সাহেবের বিচারার্থ কোন সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন সেই মোকদ্দমায় ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারানুসারে উক্ত বিধি সকল খাটিবেক এবং ঐ ২ গতিকে ঐ সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীন তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

৭। জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে তাঁহারা এই সকল বিধি আপন২ জিলার নানা বিচারক দিগকে জ্ঞাত করেন এবং যদ্যপি তাঁহারদের আদালতে উক্ত বিধির বিরুদ্ধ কোন ব্যবহার হইতেছে তবে তাহা শুদ্ধ করেন।

ইং ১৮৪১ সাল ২০ আগষ্ট।

গত ২ আপ্রিল তারিখের ১১০০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর অনুসারে জারী না হওয়া ডিক্রীর যে বে ফিয়তের হুকুম হইয়াছিল তাহার মন্তব্য কথার শ্রেণীতে অনেক বার এমত কোন বিষয় লেখা না হয় যে তাহাতে উপস্থিত আদালতের ডিক্রীজারী করিতে বিচারকেরা ক্রমে যে২ উপায় করিয়াছেন তাহা দৃষ্ট হয় ঐ কৈফিয়ৎ তপ্‌ষ্টকর রূপে প্রস্তুত করণের সুগম করণার্থ সদর আদালত হুকুম করিয়াছেন যে উত্তর কালে জজ সাহেবের

এবং প্রধান সদরআমানের আদালতের ডিক্রীজারীর মঞ্জুরীর এক রেজিষ্টরী বহিরাখে এবং যে হুকুম যে কোন সময়ে হয় তাহার মর্ম্ম সেইসময়ের তাহাতে লেখাযায় এবং ঐ হুকুমের ফল ও সেইরূপে তাহাতে লেখাযায়। গেঃ ১৮৪১সাল. ৩৯২ পৃঃ

ইং ১৮৪১ সাল ২০ আগষ্ট। গেঃ ৩৯৩ পৃঃ।

যে গতিকে নালিশের দরখাস্ত কম মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে অথবা যে গতিকে ফরিয়াদী বিরোধি বস্তুর যে মূল্য লিখিয়াছে তাহাতে আসামীর আপত্তিহয় এইমত গতিকে জিলা এবং অধস্থ আদালতের কার্য্য চালাওনার্থ বিধি।

১ যে আদালতে মোকদ্দমার দরখাস্ত প্রথমে করাযায় অথবা আপিল হয় তাহার বিচারকেরা যদি অবগতহন যে কোন মোকদ্দমার দরখাস্ত উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায়নাই তবে যে আদালতে ঐ ত্রুটিধরা পড়ে সেই আদালত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিয়া কিছু প্রতারণা প্রকাশ হইলে ফরিয়াদীকে ননসুট করিবেন অথবা যদি কিছু প্রতারণা অভিপ্রায় অনুমান না হয় তবে ফরিয়াদীকে অন্য একদরখাস্ত দাখিল করিতে অনুমতি দিবেন।

২ প্রথম মোকদ্দমাতে কম মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লিখনের ত্রুটি যদি আপিলহওন সময়ে প্রকাশহয় তবেসেই আপিল আদালত যদি অনগ্রহ পূর্ব্বক কার্য্য করিতে স্থির করেন তবে ঐমোকদ্দমা নথীতে রাখিয়া দ্বিতীয়দরখাস্ত দাখিল করণের এবংখরচার উপযুক্ত পরিবর্ত্তন করণের নিমিত্ত ঐদরখাস্তের এবংডিক্রী অধস্থআদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেনএবং

ঐ কাগজফিরিয়া আইলে ঐ আপীলের যথার্থ্য/যথার্থ বিবেচন করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

৩। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফশীলের ৮ দফার মন্তব্য কথার ৪ প্রকরণের লিখিত প্রকার মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী দাওয়া করা বস্তুর যে মূল্য লিখিয়াছে তাহাতে আসামীর আপত্তি হইলে এবং যে ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লেখা গিয়াছে তাহার মূল্য বিষয়ে অন্য কোনআপত্তি হইলে আসামী তাহা ঐ দরখাস্তের জওয়াবে লিখিবেক এবং তৎপরে যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হয় অথবা যাহাতে আপিল হয় তাহাতে ঐ মোকদ্দমার তৎপর কোন অবস্থায় ঐ আপত্তি উপস্থিত করিতে ঐ আসামীর অধিকার নাই এবং দাওয়া হওয়া বস্তুর কম মূল্যের বিষয়ে অধঃস্থ আদালতের হুকুমের উপর সরকারী অথবা জাবেতা মত আপিল না হইলে ঐ আপিল আদালত সেই বিষয়ের বিচার করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে সরাসরী অথবা জাবেতা মত আপিলহইলে আপিল আদালতযদি ফরিয়াদীর কোন প্রকার প্রতারণা নাদেখেন তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণানুসারে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

ইং ১৮৪১ সাল ২০ আগষ্ট।

১ ৮৫৯ সঙ্খ্যক আইনের ব্যাখ্যার বিষয়ে কলিকাতার ও আলেহাবাদের সদরদেওয়ানী আদালতবিবেচনা করিয়াতাহা এই পত্রের দ্বারা রদ করিলেন এবং এক্ষণে হুকুম হইল যে ১২২৬সঙ্খ্যক আইনের ব্যাখ্যা মতান্তর হক্ক এবং ১৮১৪ সালের

২৬ আইনের ১০ ও ১২ ধারা প্রধানসদরআমীন ও সদর আমী নের আদালতের বিষয়ে খাটিবেক এবং মনসোবের আদাল তের বিষয়ে খাটিবেক না।

২ এই সাধারণ লিপির অভিপ্রায় প্রত্যেক অচিহ্নিত বিচারককে বুঝাইতে হইবেক। গেঃ ১৮৪১ সালের ৪০৫ পৃঃ।

ইং ১৮৪১ সাল ২৬ আগষ্ট।

জজ সাহেবের কর্ম্মের লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এই পর্য্যন্ত যে কতক অনাবশ্যক কার্য্য করিতেন সেই কার্য্যের ভার জিলার জজের সিরিস্তার প্রধান কেরাণীর উপর অর্পণ করণের বিষয়ে কলিকাতা ও আলেহাবাদের সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে নীচের লিখিত বিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

২ জজ সাহেব দিগকে আপন ২ বিবেচনা ক্রমে আপনার প্রধান কেরাণীকে নীচের লিখিত কার্য্য করিতে হুকুম দিতে পারেন।

জজ সাহেবের হুকুম ক্রমে ইষ্টাম্প অথবা সাদা কাগজে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় ব্যক্তি দিগকে যে ডিক্রী বা অন্যান্য কাগজ পত্র দেওয়া যায় তাঁহাতে দস্তখত করণ।

জজ সাহেবের হুকুম ক্রমে যে কৈফিয়ৎ কারী তৎস্থানীয় বা অন্য জিলার কার্য্য কারকেরদের নিকটে প্রেরণ হয় তাহাতে দস্তখত করণ।

মোক্তার নামা ইংরাজী ভাষায় রেজিষ্টরী করণ এবং জজ সাহেবের দস্তখতের নিমিত্ত তাহা প্রস্তুত করণ।

৩ এই কার্য্যেতে ভ্রম ও কুব্যবহার না হয় এ বিষয়ে সাব ধান করা আবশ্যক অতএব হুকুম হইল যে জজসাহেবের বিবেচনাক্রমে যখন ঐ ঐ কর্ম্মের ভার প্রধান কেরাণীর প্রতি অর্পণ হয় তখন যে কাগজ ঠিক হওনের বিষয়ে জজের আদালতে এ দেশীয় প্রধান আমলা পূর্ব্বে সহী পূর্ব্বক জ্ঞাপন না করিয়াছেন তাহাতে তিনি কখন দস্তখত করিবেন না। গেঃ ১৮৪১ পৃঃ ৪০৫

ইং ১৮৪১ সাল ২৪ সেপটেম্বর।

যে এলাকার মধ্যে ডিক্রী হয় তাহা ছাড়া অন্য এলাকার মধ্যস্থিত কোনসম্পত্তির ডিক্রীজারী করণার্থ নিলামের বিষয়ে যে ইশ্তিহার হইলে সেই সম্পত্তির উপর দাওয়া যে কার্য্য কারকের নিষ্পত্তি করা কর্ত্তব্য তাহার বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৮ মে তারিখের ৮৩ সঙ্খ্যক সাধারণ লিপিহয় সেই হুকুমের বিধি যেমন জিলা আদালতে অর্শে তেমন অধীন আদালতের বিষয়ে অর্শিবার কোন বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট ছিল না অতএব কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর আদালতের সাহেবেরা এ কি প্রকার রীতি চালাওনের নিমিত্ত এবং লোকেরদের সুগমের নিমিত্ত ঐ হুকুম অধীন আদালতে চলন করিতে উচিতবোধ করিয়াছেন এবং ঐরূপ চলনহওনের বিষয়ে এইপত্রের দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে।

২ উক্ত সাধারণ লিপ্যানুসারে কার্য্য করিতে হইলে ঐ অধীন আদালত ১২৩৫ সংখ্যক কনেষ্টকসনের মর্ম্মানুসারে ব্যবহার করিবেন এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও

জিলা অথবা শহরের আদালতের জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে সম্পত্তি থাকে তাঁহার নিকট আপনারদের মোহর ও দস্তখত করা কবকারী সমেত আপনার দরখাস্ত পাঠাইবেন এবং মনসোবেরা ঐ দরখাস্ত আপন ২ জিলার জজ সাহেবের দ্বারা ও দস্তখত ক্রমে পাঠাইবেন।

৩ জজ সাহেবেরা এই সাধারণ লিপির অভিপ্রায় আপন আপন অধীন আদালতের বিচারক দিগকে স্পষ্ট করিয়া জানাইবেন। গেজেটে ১৮৪১ শালের ৪৪০ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪০ সাল ৮ আকটবর।

১৮৩৬ সালের ২৯ জুলাই তারিখের ১৭৮ সঙ্খ্যক সাধারণ লিপিতে এইমত হুকুম দেওয়া গিয়াছে যে সদর আদালতে আপিল হওয়া মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠাইবার সময়ে শাক্ষীরদের আশল জোবানবন্দি এবং উভয় পক্ষের দ্বারা যে দস্তাবেজ দাখিল হয় তাহা স্বতন্ত্র থামে মোহর করিয়া পাঠাইতে হইবেক এবং প্রত্যেক পুলিন্দায় যে সকল কাগজপত্র থাকে তাহারনিঘণ্ট এবংদস্তাবেজেরনথীতেদেওনসময়েতাহাযেরূপ ছিল তাহার এক সার্টিফিকট পাঠাইতে হইবেক। কিন্তু আদালতের সাহেবেরা দেখিয়াছেন যে ঐ বিধি প্রতিপালনের বিষয়ে দিন ২ আরো অমনোযোগ হইতেছে অতএব তাঁহারা ঐ সাধারণ লিপির উক্ত বিধিতে জজ সাহেবেরদের বিশেষ মনোযোগ করিবার হুকুম দিতেছেন। ঐ বিধি অধঃস্থ আদালতের প্রতিও খাটাইবার ঐসাধারণ লিপিরদ্বারা হুকুমদেওয়া গিয়াছিল অতএব যদিঐআবশ্যক বিধিতে উত্তরকালেকিছু অমনো

যোগ হয় তবে সদর আদালতের সাহেবেরা তাহা অতি গুরু
তর জ্ঞান করিবেন। গেজেটে ১৮৪২ শালের ২৭ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪১ সাল ১৫ আকটবর।

১ দেওয়ানী আদালতের হুকুমানুসারে নিলাম হইলে তা
হার উপস্বত্ব লইয়া কার্য্যকরণের বিষয়ে এক্ষণে যে ব্যবহার
চলিতেছে তাহা সদর বোর্ডরেবীনিউর সাহেবেরা বিবেচনা
করিয়া এই স্থির করিলেন যে ১৮২৫ শালের ৭ আইনে লেখা
আছে যে আদালতের ডিক্রীর যে টাকা উশুল করিবার নিমি
ত্তে নিলামের হুকুম হয়সেই টাকারদায়ী জনের ঐ ভূম্যাদিতে
যে স্বত্ব ও লাভ থাকে তাহার অতিরিক্ত ঐ নিলামের দ্বারা
আর কিছু অর্পণ হইল না অতএব সরকারের সম্পার্কে ঐ নিলা
ম খোস খরিদের ন্যায় জ্ঞান করিতে হয় এবং যে মোহালে
কোনব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের স্বত্ব ও লাভ নিলামহয় সেই মোহা
লের সরকারের যে বাকী রাজস্ব পাওনা থাকে নিলামের মূল্য
হইলে তাহা বাদ দেওয়া অনাবশ্যক এবং অনুচিত। যে ব্যক্তি
র বিষয়ে এই নিলামের হুকুম জারী হয় তাহার যখন সাধারণ
অবিভক্ত মহালের নিয়মিত কোন অংশ থাকে তখন ঐ রূপ
ব্যবহার করা স্পষ্টতঃ অনুচিত এবং অযথার্থ। এবং সকল
গতিকে এইরূপ কার্য্য করা অনুচিত বোধ হয় যেহেতুক তা
হাতে দুই স্বতন্ত্র ২ কার্য্যের গোলমাল এবং ভূমির উপর যে
জমা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ঐ ভূমি সরকা
রেতে নিবদ্ধ আছে এই মূল বিধানের ব্যাঘাত হয়।

২ অতএব বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে উক্ত

ব্যবহার নিবৃত্ত হয় এবং কালেকটর সাহেবকে এইমত হুকুম দেওয়া যায় যে আদালতের ডিক্রীক্রমে বা অন্য সেইরূপ দাও য়া ক্রমে যে সকল গতিকে ভূমি নিলাম হয় সেইগতিকে তিনি অতিমনোযোগ পূর্ব্বক সকল লোককে ইহা জ্ঞাত করেন যে ভূমির সাবেক মালিকের উপর যে সকল দায় ছিল তাহা খরি দারের উপর অর্শিবেক এবং ঐমহালের উপর সরকারের যে দাওয়া থাকে তাহা ঐ নিলামেরদ্বারা কিছু লোপ হইলনা ভূমি নিলামের নিয়ম এই। গেজেটে ১৮৪১ শালের ৪৪১ পৃষ্ঠা।

১৭৯৩ শালের ৪৫ আইনের ১৫ ধারা।

ইং ১৮৪১ শাল ১২ নবেম্বর।

১৮৪০ শালের ৭ সেপটেম্বর তারিখের ১২৮৫ নম্বরী আই নের ব্যাখার বিষয়ে মনোযোগ করিতে সদর আদালতের সাহেবেরা আজ্ঞা করিতেছেন। এমত বোধ হয় যে যোত্রহীন রূপে নালিশ করিতে যাহারা দরখাস্তদেয় তাহারদের ঐমোক দ্দমা উপস্থিত করণের কোন বিশিষ্ট হেতু আছে কি না এই বিষয় অনুসন্ধান করণের ভার আইনের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কখন ২ প্রধান সদর আমীন দিগকে অর্পণ হইতেছে। অত এব অতি সাবধান হইয়া মোকদ্দমা করণের বিশিষ্ট হেতুর বিষয় প্রথম আপনি নিষ্পত্তি না করিলে ফরিয়াদির যোত্র হীনতার সত্যাসত্যতার বিষয় অনুসন্ধান করিতে তাহার দরখাস্ত প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করিবা না।

২ সদর আদালতের সাহেবেরা অবগত হইয়াছেন যে যোত্র হীন রূপে মঞ্জুর করণের নিমিত্ত যাহারা দরখাস্ত করিয়াছে

তাহারদের দরখাস্ত মধ্যে ২ প্রধান সদর আমীনের দ্বারা নি ষ্পত্তি হইয়াছে। এই ব্যবহার ১৮২৪ শালের ১৩ আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণের বিধি এবং ১৮৩৫ শালের ১মে তারিখের ৯৪৯ সংখ্যক কনেষ্টকসনের বিরুদ্ধ তাহাতে লেখে যে যোত্র হীনরূপে দরখাস্ত মঞ্জুর হওনের বিষয় কেবল জজ সাহেব নি ষ্পত্তি করিতে পারেন। অতএব যখন এইমত দরখাস্ত কোন প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণহয় তখন তাহারদিগকে এইমত হুকুম দিতে হইবেক যে কেবল যোত্রহীনতার সত্যা সত্যতার বিষয় নির্ণয় করিবেন পরে জজ সাহেব তাহারদের রিপোর্ট পাঠকরিলে যোত্রহীনেদের দরখাস্ত মঞ্জুরী না মঞ্জু রীর বিষয়েচূড়ান্ত হুকুম দিবেন।গেজেটে১৮৪১শালের ৪৬২পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪১ শাল ১৯ নবেম্বর।

৩ দফা। শ্রীযুত গবরণর সাহেব আরো বোধ করেন যে মফঃশলের আদালতের কার্য্যকারদিগকে ইহা স্মরণ করিতে হয় য়ে যে সরকারী ইশ্‌তিহার সর্ব্বসাধারণলোকের জানিবার আবশ্যক আছে তাহা এদেশীয় গেজেটে প্রকাশ হওনের নি মিত্তে তাঁহারদের প্রেরণকরা উচিত যেহেতুক দেশীয় লোকে রদের মধ্যে তাহার প্রচার করণের সেইপ্রধান উপায়। গে জেটে ১৮৪১ শালের ৪৫২ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪১ শাল ১৯ নবেম্বর।

গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়।

দেশীয় মান্যব্যক্তিরা তাহাদিগের সমাজে যেমত সম্ভ্রান্ত ও

মান্য তদনুসারে সম্ভ্রান্ত সূচক উপাধিতে সরকারী পত্রাপত্র তাহার দিগেরকে লিখিতেহইবেক। গেঃ১৮৪১শালের৪৬২পৃঃ

ইং ১৮৪০ শাল ২৬ নবেম্বর।

এদেশীয় বিচারকেরা ছুটি লইয়া কর্ম্মস্থান হইতে গমন করিলে তাঁহারদের বিষয়ে যেবিধি চলিতেছে সেইবিধি গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা দায়কেরদের বিষয়েও চালাইবার অনুমতি দিয়াছেন অর্থাৎআদালতের নিয়মিত বন্দের সময়ভিন্ন অন্যকোন সময়ে ছুটি লইলে তাঁহারা নিরূপিত মাহীনার অর্দ্ধেক পাইবেন কিন্তু ঐ বন্দের সময়ে অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহারদের মাহীয়ানা কাট যাইবেক না। গেঃ ১৮৪২ শালের ৫ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪১ শাল ৩ ডিসেম্বর।

১. সদর আদালতের সাহেবেরা বারম্বার দেখিয়াছেন যে নানা আদালতের রুবকারী ও হুকুমনামার শিরোভাগে দেবতার নাম লেখা থাকে অতএব ইহাতে হুকুমহইল যে আদালতের সমুদয় হুকুম নামাতে এবং আদালত হইতে যে সকল পরওয়ানা বাহির হয় তাহাতে ঐ ব্যবহার রহিত হয়।

২ এইমত সময়ে আদেশ করিতে হুকুম হইল যে দরখাস্ত কি দলীল দস্তাবেজ অথবা অন্য যে কোন প্রকার কাগজ পত্র আদালতে দাখিল হয় তাহাতে ঐ হুকুম খাটিবেক না এবং ঐ ঐ বিষয়েতে সাবধান হইয়া হস্তক্ষেপ করিবে না। গেজেটে ১৮৪০ শালের ৬ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪১ সাল ১০ ডিসেম্বর।

১। ১৮৪০ সালের ৪ আগষ্ট তারিখের গবরণমেণ্টের বিধির দ্বিতীয় প্রকরণ উপলক্ষে সদর আদালতের আজ্ঞাক্রমে আদেশ হইল যে মনশোবের পদাকাংক্ষী ব্যক্তিরা আচার ব্যবহারের সার্টফিকটের নিমিত্ত যে দরখাস্ত করেন তাহা পাইবার তারিখ টুকিয়া রাখিবে।

২. দরখাস্তের নিম্নে টেবীলের উর্দ্ধ ভাগে ঐ তারিখ লিখিলে ভাল হয়। গেঃ ১৮৪১ সালের ৪৬৩ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪১ শাল ১৭ ডিসেম্বর।

১ কলিকাতা ও আলেহাবাদের সদর আদালতের সাহেবেরা এই স্থির করিয়াছেন যে কোন অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপিল সদর আদালতে হইলে ঐ আপিলে যে উকীল অধঃস্থ আদালতে দাখিল করেন তিনি আপিলাণ্টের নিযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারক হওয়াতে ১৭৯৩ শালের ৬আইনের ১০ধারা এবং ১৭৯৭ শালের ১২ আইনের ৩ধারায় যে এত্তেলা দিবার হুকুম আছে সেই এত্তেলা তাঁহার অবশ্য লইতে হয় এবং তিনি তাহার বিষয়ে রসিদ দিলে আপিলাণ্টের উপর হইয়াছে এমত বোধ করা যাইবেক।

২ এই বিষয়ে কোন সন্দেহ বা ভ্রম নাহয় এ নিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে উক্ত প্রকার আপিলের দরখাস্ত কোন উকীলের কোন অধঃস্থ আদালতে দাখিল করিতেহইলে তিনিআপনার ওকালত নামাতে এই বিষয়ে এমত কথা লেখাইয়া লইবেন যে ঐ নিয়মীত

এত্তেলা লইতে তাঁহাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া গেল কিন্তু, যদ্যপিও ওকালৎ নামায় ঐরূপ কথা লেখা না থাকে তথাপি আপনার মওক্কেলের উপর ঐ এত্তেলা জারী করণের নিমিত্ত তাহা লইতে উকীলের যেকর্ত্তব্যতা আছে তাহা হইতে তিনি মুক্ত নহেন। গেজেটে ১৮৪২ সালের ২৭। ২৮ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪১ সাল ১৭ ডিসেম্বর।

মনসোবী কর্ম্মাকাংক্ষী ব্যক্তিরদের পরীক্ষা লইবার বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ১৮৪০ সালের ৪ আগষ্ট তারিখে যে বিধি করেন তাহার ৩ দফাতে জিলার জজ সাহেব দিগকে হুকুম দেওয়া গিয়াছিল যে কর্ম্মাকাংক্ষী ব্যক্তিরা পরীক্ষা দেওনের উপযুক্ত কিনা ইহার এক সার্টিফিকট লিখিয়া দেন। কিন্তু দৃষ্ট হইল যে ঐ কর্ম্মাকাংক্ষী ব্যক্তি দিগকে উপযুক্ততার সার্টিফিকট উত্তমরূপে বিবেচনা না করিয়া দেওয়া যাইত তাহাতে বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত গবরণর সাহেবের ১৮৪১সালের ২০ এপ্রেল তারিখের বিধির ১৩ দফাতে ঐ সার্টিফকট লিখিবার একবিশেষ পাঠ নিরূপণ হইল এবং জিলার জজসাহেবের যে ২ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হয় তাহাও তাহার পূর্ব্ব দফাতে লিখিত হইল।

২ এক্ষণে মনসোবী কর্ম্মাকাংক্ষীরদের যে প্রকার সদাচারীতা ও জ্ঞান থাকা আবশ্যক তদ্বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা গবরণমেণ্টের নিকটে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতে আবশ্যক বোধ হইল। এবং সার্টিফিকটের দরখাস্ত মঞ্জুর এবং না মঞ্জুর করণ সময়ে তুমি তাহাতে দৃষ্টি রাখিবা সেই প্রস্তাব এই।

পূর্ব্বকার সর্টিফিকটের মধ্যে কর্ম্মাকাংক্ষীরদের আচার ব্যবহারের বিষয়ে কেবল ইহা লিখিবার হুকুম ছিল যে তাঁহার দোষরহিত এবংঐ সর্টিফিকটের কথাও এলো মেলো ছিল কিন্তু সদর আদালতের সাহেবেরা বোধকরেন যে উত্তরকালে কর্ম্মাকাংক্ষীরদের তদপেক্ষা উত্তম আচার ব্যবহার থাকনের আবশ্যক আছে এবংঐ সাহেবেরা ভরসা করেন যেএই বিষয়ে বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত গবরণর সাহেব ও সম্মত হইবেন। অতএব তাঁহারা এইপরামর্শ দেন যে জিলার জজসাহেব দিগকে এমত হুকুম করাযায় যে তাঁহারা উত্তরকালে কর্ম্মাকাংক্ষী ব্যক্তিরদের ভদ্রাভদ্রতা ও অবস্থার বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করেন এবং যাঁহাদের আপন ২ সাধারণ মান্যতা ও বুদ্ধি প্রযুক্ত মনছেফী কর্ম্ম পশংশিত রূপে করণে সম্ভাবনা আছে এবং মনছেফী কর্ম্ম উত্তমরূপে করিলে সম্প্রতিকার বিধ্যনুসারে যে উচ্চপদে লোকেরা মনোনীত হওনের যোগ্য হন সেই উচ্চপদের কর্ম্ম প্রকাশিত রূপে নির্ব্বাহ করণের সম্ভাবনা আছে কেবল এমত ব্যক্তির দিগকে জজ সাহেবেরা সর্টিফিকট দেন। এই বিষয়ে জিলার জজসাহেবেরদের বিলক্ষণ মনোযোগথাকিলে কর্ম্মাকাংক্ষীরদের জ্ঞান ও উপযুক্ততা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে পরীক্ষক কমীটির সাহেবেরদের মনোযোগ করণের আবশ্যক থাকিবেক না এবং সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে কেবল ঐ ২ বিষয় পরীক্ষক কমীটির সাহেবেরদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। গেজেটের ১৮৪২সালের ৫০। ৫১ পৃষ্ঠে।

এই স্থানে সর্টিফিকটের সদৃশ এক পাঠের চিহ্ন . . . . .

ইং ১৮৪১ শাল ১৪ ডিসেম্বর।

আদালতের মুলতবী সমস্ত মোকদ্দমায় ১৮৪১ শালের ২৯ আইন জারীরপর ৬ হপ্তার মধ্যে কেহ আপনমোকদ্দমার তদ্বিবর না করিলে তাহাতে ঐ আইন খাটিবেক ঐ আইন জারীর দিবস ঐ আইন সংক্রান্ত কলিকাতা গেজেট কি ছাপার আইন পাওনের দিন হইতে গ্রাহ্য হইবেক ও জারী হওনের পর সে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক সুতরাংতাহাতেও খাটিবেক ও উক্ত নিয়ম দেশীয় বিচারক দিগকে জ্ঞাত করিবে। গেজেটে ১৮৪২ শালের ১৪ পৃষ্ঠে।

ইং ১৮৪১ শাল ৩১ ডিসেম্বর।

১। ১৮৩৭ শালের ১৩ জানুয়ারী তারিখে ১৯৭ নম্বরীর সরক্যুলর অডর অনুসারে যে আমীনেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের কার্য্য ও মেহনতানার বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত হুকুমপ্রকাশ করিতেছেন।

২। দেওয়ানী আদাললের সাহেবেরা উপরের লিখিত সরক্যুর অর্ডর অনুসারে আমীনের দিগকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেপারেন তাহা ১৮১৪ শালেয় ২৩ আইনের ৫০।৫১।৫২। ৫৩ ধারাতে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে এবং তাহা এই২।

প্রথম দফা। মালগুজারীর হিসাব কেতাবের কিম্বা তেজারতের কারবারের বাবৎ কিম্বা ভূমি কিম্বা বাটীর সীমাশরহদ্দের বাবত অথবা সরেরাস্তা কি পথ দিয়া গমনাগমনের হকের বাবৎ অথবা জঙ্গল কি অনেকের ব্যবহারের পতীত ভূম্যার কিম্বা নদনদী কি ঝীল কি পুস্করিণী কি কূপ কি জলাশয় কি খালের বাবৎ কি জমীর সংখ্যা ও রকমের ও তাহার জমার

বাবৎ এবং সামান্যত যে সকল বিষয় ও স্বত্ব স্থানের রেওয়াজ ও দস্তুরের সহিত সম্পর্ক রাখে এমত যে সকল বিষয় কালে কটর সাহেবের রোয়দাদেরমধ্যে অন্বেষণ করিলে নির্যাস পাওয়া যায়না এবং সরেজমীনেগিয়া তজবীজনা করিলে ভালমতে নিষ্পত্তিহইতে পারে না এমত সকল বিষয়ের তজবীজ করণ।

দ্বিতীয় দফা। আদালতের ডিক্রীর হুকুম মতে ভূমি কিম্বা বাটী অথবা অন্য স্থাবর বস্তুতে দখল দেওয়ান।

তৃতীয় দফা। জরীমানার টাকা উসুলের কিম্বা আদালতের ডিক্রী বা অন্য হুকুমের টাকা আদাএর কারণ বাটি কিম্বা বাগান বা ফলের বাগান কি ক্ষুদ্র বদ নাখেরাজ ভূমি বা অন্য অস্থাবর বস্তু ক্রোক ও বিক্রয় করণ।

চতুর্থ দফা। জামিনীর মাতব্বরীর তহকীক করিয়া তাহার রিপোর্ট করণ এবং যে ব্যক্তিরা পাপরমতে নালিশ করিতে চাহে তাঁহারদের মফলিসী অর্থাৎ যোত্রহীনতার তহকীক করিয়া রিপোর্ট করণ।

৩। চতুর্থ দফার লিখিত কার্য্যের বিষয়ে ১০৭৮ নম্বরী ব্যাখাতে হুকুম আছে যে সদর দেওয়ানী আদালতে অথবা জিলা আদালতে যে জামিনীর প্রস্তাব হয় তাহার মাতব্বরীর বিষয়ে তহকীক করণার্থ এবং পাপর মতে যাহারা নালিশ করিতে চাহে তাহারদের যোত্রহীনতার বিষয়ে তহকীক করণার্থ আমীনেরা নিযক্ত হইলে তাঁহারদের মেহনাতার নিমিত্ত কোন রসুম লওয়া যাইতে পারেনা অতএব যেব্যক্তিরা কোন রসুম পান না তাঁহাদিগকে সেই ২ কার্য্যে নিযুক্তকরা যদি উচিত বোধ না হয় তবে জজ সাহেবেরা পূর্ব্ববৎ সেই ২ কার্য্যের

ভার নাজির কিম্বা মনছেফের প্রতিঅর্পণ করিতে পারেন বোধহয় যে নাজির কিম্বা মনছেফের হাতে তাহা অর্পণকরাই ভদ্র যেহেতুক যে২ কর্ম্মকারক মাহিয়ানা পান না কিন্তু আপনারদের নিষ্পত্তি করা কার্য্যের উপর যে কমিস্যন পান তাহাতেই গুজরাণ হয় এমত কর্ম্মকারক দিগকে যে কার্য্যে কমিস্যন নাহি তাহাতে নিযুক্ত করা অনুচিত।

৪। সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় দফার লিখিত কার্য্যের নিমিত্ত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫১ ধারার লিখিত মেহনতানা আমীনেরদের বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট করিয়াদেওয়া উত্তম। ঐধারানুসারে আমীনকে যে মেহনতানা দিতে হয় তাহা আইনেতে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট নাহি আইনে এইমাত্র হুকুম আছে যে আমীনের মেহনৎ বুঝিয়া যে মেহনতানা উচিতবোধহয়তাহা আদালতের সাহেবেরা দিতে হুকুমকরিবেন এবং বিলম্ববা অন্যকারণ প্রযুক্ত আমীনেরদ্বারা অনাবশ্যক কিছু খরচ নাহয় এ বিষয়ে সাবধান হইবেন।

৫। এক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইলে আমীন প্রতি দিন আপনার নি

এই ধারার ।ক ইহার পূর্ব্বধারার লেখা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে মনছেফ দিগরে হুকুম দিবার পূর্ব্বে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে যে মোকদ্দমা যেমন তাহার মতে ফরিয়াদী কি আসামীকে হুকুম দেন যে মনছেফ দিগের ঐ কর্ম্ম করণের যে মেহনতানা উপযুক্ত হয় ও সেইকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে আমীন কি আদালতের অন্য আমলা নিযুক্ত হইলে যে আন্দাজ খরচ হইত তাহার অধিক না হয় তাহা আদালতে দাখিল করে।

মিত্তে ৷৹ আনা করিয়া এবং দুই পেয়াদার নিমিত্তে ৵ আনা করিয়াসর্ব্বসুদ্ধ প্রতিদিন ৷৷৵ আনার অধিককখন পাইবেকনহে।
৬। কর্ত্তৃত্বকারী কর্ম্মকারকের উচিত যেআমীনকে যখননিযুক্ত করেন তখন যে মিয়াদের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহার রিটর্ণ করিতে হইবেক তাহা এবং উপরের লিখিত সীমার মধ্যে তাঁহাকে যে মেহনতানা দেওয়া যাইবেক তাহা এবং উভয় বিবাদীর যে পক্ষের ঐ মেহনতানার টাকা আমানৎ করিতে হইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট করেন। এবং ঐটাকা দাখিল না হইলে আমীন নিযুক্ত হইবেন না। ঐ টাকা আমানত হইলে তাহার অর্দ্ধেক আমীনকে দেওয়া যাইবেক এবংঅর্পিতকার্য্য সম্পন্ন হইলে আদালত তাহাতে সন্তুষ্ট হইলে অবশিষ্ট টাকা তাঁহাকে দেওয়া যাইবেক। যখন এইমত দৃষ্ট হয় যে ঐ কার্য্য শৈথিল্য বা অনুচিত রূপে করা গিয়াছে তখন আদালত সমস্ত বিষয়ের উত্তম রূপ বিবেচনা করিয়া আমানতী টাকার অবশিষ্ট বিষয়ে যেরূপ যথার্থ বোধ হয় সেইরূপ হুকুম দিবেন অর্থাৎ হয় ঐ টাকা আমানৎকারী ব্যক্তিকে ফিরিয়া দেওয়াইবেন নতুবা ঐ কার্য্য খাতিরজমা রূপে নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে অন্য একজন আমীনকে নিযুক্ত করিবেন। যদ্যপি অন্য আমীন নিযুক্ত হন তবে তিনি আপনার মেহনতানার নিমিত্ত আমানতীর অবশিষ্ট যত টাকা থাকে তাহার অধিক পাইবেন না।

৭। আদালতে যে মেয়াদ নিরূপণ করেন তাহার মধ্যে কার্য্যসিদ্ধকরিয়া রিটর্ণ করা যদ্যপি আমীনের অসাধ্যহয়তবে তিনি ঐ মেয়াদের শেষ না হইতে ২ তাহার বিষয়েএক রিপোর্ট করিবেন এবং ঐহুকুম করণেতে যে পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়াছে

তাহা এবং নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে ২ বাধা হইয়াছে,তাহা রিপোর্টে লিখিবেন। আদালত ঐ রিপোর্টে তখনি বিবেচনা করিবেন এবং যদ্যপি এইমত দৃষ্ট হয় যে ঐ বিলম্ব উভয় বিবাদীর কিম্বা তাহার কোন একজনের ত্রুটিপ্রযুক্ত হইয়াছে অথবা আমীনের নিবারণ করা অসাধ্য এমত কোন প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তাহাতে আমীনের কিছু কসুর নাহি তবে আদালত অধিক যে মিয়াদ উচিত বোধ করেন তাহা দিতে পারেন এবং আমীনের মেহনতানার নিমিত্ত যে অধিক টাকা ওয়াজীবি বোধ হয় তাহা কোন নিরূপিত কালের মধ্যে আমানৎ করিতে হুকুম দিতে পারেন। পরে প্রথম বারের আমানতের অবশিষ্ট টাকার যেভাগ আমীনের সদা খরচের নিমিত্ত উচিত বোধহয় তাহা তাঁহাকে দেওয়ানীতে হুকুম করিতে পারেন। দ্বিতীয় বারের আমানতী টাকা যদি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে দাখিল নাহয় এবং যে বিবাদীকে তাহা আমানৎ করিতে হুকুম হয় যদি সেব্যক্তি অথবা তাহার উকীল বিলম্বের উপযুক্ত কারণ না দেখাইতে পারে তবে আদালত আমীনকে ঐ বিষয় কসুর প্রযুক্ত উঠাইয়া ফেলিতে হুকুম দিবেন এবং আমানতী টাকার অবশিষ্ট তাঁহাকে দেওয়াইতে হুকুম করিবেন। কিন্তু যখন কার্য্য নির্ব্বাহের বিলম্ব আমীনের ত্রুটি প্রযুক্তহয় তখন আদালত যে অধিক মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট করিতে উচিত বোধকরেন সেইমিয়াদের মধ্যে ঐ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে হুকুম করিবেন কিন্তু ঐ অধিক কালের নিমিত্ত তাঁহাকে অধিক মেহনতানা দেওয়াইবেন না।

দ্বিতীয় দফার লিখিত কার্য্য অর্থাৎ দেওয়ানী আদালতে

র হুকুম করা টাকা আদায়ের নিমিত্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্প ত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করা ইহাই অধিক হয়। সেই ২ কর্ম্মে আমীন দিগকে নিযুক্ত করণের রীতি ও ব্যবহারের বিষয়ে অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। কোন ২ জিলাতে তাঁহারা শুদ্ধ নিলাম নির্ব্বাহ করেন অন্য ২ জিলায় তাঁহারা সম্পত্তি ক্রোক করেন এবং নিলামের ইশ্‌তিহার প্রস্তুত করিয়া জারী করেন কখন ২ নিলামের বিষয়ে আপত্তির দরখাস্ত আমীনেরা লইয়া আদালতে পাঠাইয়া থাকেন এবং আদালতের সাহেবেরা প্রায়ই তাঁহার দিগকে ঐ আপত্তির বিষয় তহকীক করিয়া আদালতের হুকুম পাইবার নিমিত্ত রিপোর্ট করিতে আজ্ঞাদেন। কিন্তু সদর আদালতেয় সাহেবেরা এই স্থির করিয়াছেন যে নিলামের ইশ্‌তিহার জারী করণের কার্য্য এবং ঐ নিলামের আপত্তির দরখাস্ত আমীনেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা শুদ্ধ সম্পত্তি ক্রোক ও নিলাম করিতে পারেন।

৯। ১৮১৪ শালের ২৩ আইনের ৫১ ধারায় হুকুম আছে যে আমীনেরা এইকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহারদের দ্বারা

মন্তব্য কথা। এইমত হুকুম হইয়াছে যে ১৮৩৭ সালের ১৩ জ্যানুয়ারি তারিখের সাধারণ লিপ্যনুসারে যে আমীনেরা নিযুক্ত হন তাঁহারা যেমতে আদালতের ডিক্রী অনুসারে অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম করিতে পারেন সেইমত ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের অর্থানুসারে স্থাবর সম্পত্তি ও নিলাম করিতে পারিবেন ১৮৩০সালের ৭ফেব্রুয়ারী তারিখের ৬৯ সঙ্খ্যক সাধারণ লিপি দেখ।

নিস্পত্তি হওয়া নিলামী টাকার ষোল আনার এক আনা কমী সান পাইবেন কিন্তু তাহার মধ্যে পশ্চাৎ লিখিত বিশেষ ২ গতিকের নিমিত্ত কিছু নির্দ্দিষ্ট নাহি ঐ ২ গতিক উপস্থিত হইলে আমীন উক্ত বিধানানুসারে কিছু মেহনতানা পাইতে পারেন না অথচ ঐ ২ কার্য্য সাধনে তাঁহার যে মেহনৎ ও খরচ পড়ে তাহা তাঁহাকে অবশ্য পোসাইয়া দেওয়া উচিত।

প্রথম দফা। যে গতিকে ডিক্রীদারের দাখিল হওয়া তফশীলের লিখিত সম্পত্তি আইনের দ্বারা ক্রোক করণের হুকুম হয় ঐ সম্পত্তির বিষয়ে উপযুক্ত মত অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করিয়া তাহার কোন ভাগ পাওয়া যায়না অথবা তাহার ক্ষুদ্রভাগ মাত্র পাওয়া যায় সেই গতিক।

দ্বিতীয়দফা। যে গতিকে সম্পত্তি ক্রোক করণেরপর কিন্তু তাহা নিলামের দিবসের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি দায়ীতিনি সেইটাকা পরিশোধ করেন অথবা ডিক্রীদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া ঐ ডিক্রীদার এক রাজীনামা দাখীল করেন অথবা আদালতের আজ্ঞাক্রমে ঐ নিলামের বিলম্ব হয় এবং পরিশেষে রহিতহয় অথবা যে কারণ প্রযুক্ত নিলাম নাহয় সেই ২ গতিক।

তৃতীয় দফা। যে গতিকে নিলামের নিরূপীত দিবসে আমীন স্থানে পঁহুছেন কিন্তু টাকা পরিশোধ হওয়াতে অথবা অন্য কারণে নিলাম না হয় সেই গতিক।

চতুর্থ দফা। যে গতিকে নিলাম সম্পন্ন হইলে পর আমীনের বিনাদোষে কোন কারণ প্রযুক্ত তাহা রহিত হয় সেইগতিক।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম তিন গতিকে সদর আদালতের সাহেবেরা এই স্থির করিয়াছেন যে আমীন আপনার মেহনৎ ও খরচের নিমিত্ত এই পত্রের ৫ ধারার নিরূপীত হারানুসারে দিন ২ মেহনতানা পাইবেন অর্থাৎ আপনার নিমিত্তে ৷৹ আনা এবং পেয়াদারদের নিমিত্ত ⁄ আনা এবং দিনের সংখ্যা দূরত্বানুসারে হিসাব করা যাইবেক এবং সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে প্রতিদিন দশমাইল অর্থাৎ পাঁচক্রোশ ধরা যাইবেক। যে স্থানে জিনিস ক্রোক অথবা নীলামহয় সেই স্থানে যদি আমীনের নিবারণ করা অসাধ্য কোন কারণপ্রযুক্ত তাঁহার অগত্যা থাকিতে হয় তবে উক্ত হারের অতিরিক্ত ঐ দিবসেরমেহনতানা তিনি পাইবেন যদি দ্বিতীয় দফারলিখিত গতিকে দিন থাকিতে নিলাম স্থগীতহয় এবংনিলাম করিবার নিমিত্ত আমীনের আপনার সাধারণ বাসস্থানহইতে গমনকরা নিবারণ হয়তবে তিনি এক দিনমাত্রেরমেহনতানা পাইবেন।

১১। কিন্তু আরো নির্দ্দিষ্ট হইল যে উক্ত ১০ ধারার বিধানানুসারে আমীন যাহা পাইতে পারেন তাহা সর্ব্বসুদ্ধ রীতিমতে নিলাম সম্পন্ন হইলে যাহা পাইতেন তদপেক্ষা অধিক হইবেক না।

১২। চতুর্থ এবং শেষের লিখিত গতিকের বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা এই স্থির করিয়াছেন যে যখন নিলাম নিষ্পত্তি হইয়া পরে রহিত হয় তখন নিলামী টাকার মধ্যে ষোল আনার এক আনার সম্পূর্ণ কমিসান আমীনকে দেওয়া যথার্থ কেননা নিলাম মঞ্জুর হইলে কি না হইলে তাঁহারতুল্য

মেহনৎ ও খরচ ও দায়। এই নিমিত্ত এবং আদালতের হুকুম ক্রমে নিলাম স্থগীত হইলে যে খরচ হইয়াছে তাহা উভয় বিবাদীর কাহার শিরে পড়িবেক ইহা নিলামের হুকুমকারী আদালত হুকুম করিবেন। যখন ডিক্রীদার রাজীনামা দাখিল করে তখন আমীনের কমিস্যন তাহার স্থানে পাওয়া যাইবেক এবং অন্য পক্ষের সঙ্গে তিনি যে বন্দবস্ত করেন তাহাতে ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার বিষয়ে আপন ইচ্ছামতে নিয়ম করিতে পারেন। কিন্তু যখন দাওয়ার টাকা আসামী আদালতে দাখিল করাতে অথবা আমীনকে দেওয়াতে নিলাম রহিত হয় তখন ঐ টাকার সঙ্গে আমীনের কমিস্যন ও দিতে হইবেক ঐ কমিস্যনে পূর্ব্বোক্ত যে বিধি খাটে সেই বিধির অনুসারে হিসাব করা যাইবেক এবং ডিক্রীদারকে টাকা দেওনের পূর্ব্বে আমীনের কমিস্যন আমীনকে দিতে হইবেক।

১৩। যে কার্য্যের নিমিত্ত আমীন নিলামী টাকার ষোল আনার এক আনা কমিস্যন পান সেই কার্য্যের মধ্যে আমীনের নিলাম করা সম্পত্তির দখল নিলামের ক্রেতাকে দেওয়া সামান্যত গণ্য করিতে হইবেক। কিন্তু যখন দখল দেওনের বেআইন মতে প্রতিবন্ধক হয় তখন তাহা স্বতন্ত্র মোকদ্দমার ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং এই পত্রের চতুর্থ দফার বিধির মধ্যে পড়িবেক এবং তদনুসারে তাহার কার্য্য করিতে হইবেক। গেজেট ১৮৪২ সালের ৬১ নাং ৬৫ পৃষ্ঠা।

সদর দেওয়ানী।

সুচিপত্র।

ইং ১৮৪২ সাল।

সদর দেওয়ানী।

সূচিপত্র।

সদর দেওয়ানী।

সুচিপত্র।

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ॥

ভরসা ॥ ১৪০১

সদর দেওয়ানী আদালতের সরকিউলার আরডর অর্থাৎ সাধারণ লিপি।

যাহা

ঐ আদালতের রেজেষ্টর কর্ত্তৃক নিম্ন আদালতে লিখিত হইয়াছে।

ইং ১৮৪২ সাল ৭ জ্যানুয়ারি।

১১৬১ নম্বরী আইনের ব্যাখ্যাতে (অর্থাৎ ছাপা হওয়া আইনের ব্যাখ্যা পুস্তকের ৩ বালমের ১ ভাগের ১৯ পৃষ্ঠায়) এবং ১৮৪০ সালের ৩ জ্যানুয়ারি তারিখের ৬৪ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে (অর্থাৎ ছাপা হওয়া সরক্যুলার অর্ডরের ৩ বালমের ৩ ভাগে) যে বিধি আছে তাহা এইপত্রের দ্বারা রদ হইয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের এবং উত্তর পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সাহেবেরা আপনারদের অধীন আদালতের উত্তরকালে কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে নীচের লিখিত বিধি জারী করিতেছেন।

১। যে দলীলদস্তাবেজ ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম আছেতাহা সাদা কাগজেলিখিয়া যদিকোনব্যক্তি দাখিলকরে তবে তাহার ঐ কাগজ ইষ্টাম্প করণার্থ রাজস্বের কার্য্যকারকেরদেরনিকটে দরখাস্ত করিবার নিমিত্তে তাহাকেদেওয়ানী আদালত উচিত বোধ করিলে উপযুক্ত মিয়াদ দিতে পারেন।

উপরের উক্ত বিধি আসামীরদের পক্ষে কেবল এইমত গতিকে খাটিতে পারিবেক অর্থাৎ যে দলীল আসামীর জওয়াবের মূল অথবা যদ্দ্বারা তাহার জওয়াবের সাহায্য হয় এমত দলীলের বিষয়ে উক্ত প্রকার অনুগ্রহ না করিলে যদি যথার্থ বিচারের ব্যাঘাত হয় তবে আসামীকে উক্ত প্রকার অনুগ্রহ করা যাইবেক। ফরিয়াদীরদের বিষয়ে কেবল বিশেষ গতিকে এবং সাধারণ নিয়ম বর্জিতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সেইরূপে অনুগ্রহ করিতে হইবেক কেননা ফরিয়াদীর বিষয়ে এই সাধারণ নিয়মকরা উচিত যে যে দলীল তাহার দাওয়ার মূল কিম্বা যদ্দ্বারা তাহার দাওয়ার সাহায্য হইতে পারে এমত দলীল দস্তাবেজ সাদা কাগজে দিলে তাহার মোকদ্দমা ননসুট হইবেক। যখন এইপ্রকার অনুগ্রহকরা যায় তখন তাহার বিশেষ হেতু একস্বতন্ত্র রুবকারীতে লিখিতে হইবেক।

২। কোন ব্যক্তি অনুপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে দস্তাবেজ দাখিল করিলে তাহাতে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প বসাইবার নিমিত্ত রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিতে দেওয়ানী আদালত উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত মিয়াদ দিতে পারেন।

যথার্থ বিচার করণের নিমিত্ত ঐ মিয়াদ দেওয়া উচিত বোধ হইলে উক্ত নিয়ম সাধারণ বিধির ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং এমত গতিকে মিয়াদনাদেওয়া বর্জিতের ন্যায়জ্ঞান করিতে হইবেক।

৩। যে ২ গতিকে সাদা কাগজের উপর অথবা অনুগ্রহ মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজের উপর লিখিত দলীল দস্তাবেজ ইহার

পূর্ব্বে দাখিল হইয়াছে সেই ২, গতিকে উপরের লিখিত দুই বিধির নিয়ম এবং তাহার নীচে যে স্পষ্ট কথা লেখা গিয়াছে তাহা খাটিবেক।

৪। ১ এবং ২ বিধির নিৰ্দ্দিষ্ট প্রকার দলীল দস্তাবেজে মং ফরক্কা মোকদ্দমায় দাখিল হইলে তাহা সাদা কাগজে লেখা হউক অথবা অনুপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হউক আদালত একেবারে তাহা অগ্রাহ্য করিবেন।

৫। রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের অধীন কোন কালেক্টর সাহেবের পরামর্শ ক্রমে ঐ কমিস্যনরের হুকুমানুসারে যে দলীলের উপর উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসান গিয়াছে তাহা প্রমাণ স্বরূপে আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে।

৬। রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের পরস্পর ক্ষমতার বিষয় নিৰ্দ্ধার্য্য করা দেওয়ানী আদালতের এলাকা নহে। কিন্তু যে দলীল দস্তাবেজ আদালতে দাখিল হয় তাহাতে যদি উপযুক্ত ইষ্টাম্প থাকে তবে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য করিতে হইবেক এবং যে কার্য্যকারকের হুকুমক্রমে ঐ ইষ্টাম্প বসান গিয়াছে তাঁহার ক্ষমতার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক না।

৭। যদি অনুপযুক্ত ইষ্টাম্প হওয়া দলীলের প্রমাণ অথবা ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখনের আবশ্যক থাকিলে কেবল সাদা কাগজের লিখিত দলীলের প্রমাণে যদি কোন মোকদ্দমা আদৌ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে এবং যদি তাহার উপর খাস আপিল হয় তবে অধঃস্থ উভয় আদালতের নিষ্পত্তি রদ করিতে হইবেক এবং যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতকে ঐ মোকদ্দমা আসল নম্বরে পুনর্ব্বার

নথীর শামিল করিতে হুকুম দিতে হইবেক পরে যে ব্যক্তি ঐ দলীল দাখিল করিয়াছিল তাহাকে প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিধানের লিখিত নিয়মানুসারে অর্থাৎ যে গতিকে যে বিধি খাটে সেই বিধির অনুসারে ঐ দোষ শুধরণের উপায় দেওয়া বা না দেওয়ার বিষয়ে ঐ আদালত আপনার বিবেচনানুসারে কার্য্য করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরিবেন। গেঃ ১৮৪২সালের ৮৬পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ সাল ২৮ জ্যানুয়ারি।

সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে ১৮৪০ সালের ৪ আগষ্ট তারিখে প্রধান গবর্ণমেণ্ট যে বিধি জারী করিলেন তাহার ১০ ধারা ক্রমে যখন জজসাহেবেরা মোনছেফ দিগেকে প্রদেশীয় কমিটির নিকটে পরীক্ষা দেওনের নিমিত্ত যাইতে হুকুম করেন তখন তাঁহারা ঐ কমিটির নিকটে ছয় মাসীয় পরীক্ষার পোনের দিন পূর্ব্বে তাহার সংবাদ দিবেন। গেজেটে ১৮৪২ শাল ১০৬ পৃষ্ঠে।

ইং ১৮৪২ সাল ১১ ফেবয়ারি।

সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিয়াছেন যে ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে যখন অনুপস্থিত শাক্ষীরদের জোবানবন্দী লইতে হয় তখন সকল দেওয়ানী আদালত নীচের লিখিত কমিস্যনের শরওয়া মতে ব্যবহার করিবেন।

২। যখন আদালতের আমলা দিগের অথবা আদালতের এলাকার মধ্যনিবাসী অন্য ব্যক্তিরদের আদালতের কমিস্যন দিতেহয় তখন ১নম্বরী শরওয়ামতে ব্যবহার করিতেহইবেক

৩। যে আদালত হইতে কমিস্যন বাহির হয় তদপেক্ষা অধস্থ ঐ জিলার কোন আদালতে কমিস্যন পাঠাইতে হইলে ২ নম্বরী শরওয়ামতে ব্যবহার করিতে হইবেক।

৪। যে আদালত হইতে কমিস্যন বাহির হয় তাহার তুল্য অথবা তদপেক্ষা নীচ অন্য কোন জিলার আদালতে কমিস্যন পাঠাইতে হইলে অথবা কোন আদালতে পাঠাইলে সুগমহয় এই বিষয়ে সন্দেহ হইলে ঐ অন্য জিলার জজ সাহেবের নিকটে কমিস্যন পাঠাইতে হইলে অথবা বিশেষ গতিকে ঐ অন্য জিলানিবাসী কোনব্যক্তির নিকটে পাঠাইতে হইলে ৩ নম্বরী শরওয়ামতে ব্যবহার করা যাইবেক। যদি ঐ কমিস্যন জজ সাহেবের নিকটে পাঠান যায় এবং ঐ জজ সাহেবকে আইনের দ্বারা যে ক্ষমতা অর্পণ করা গিয়াছে সেই ক্ষমতানুসারে যদ্যপি তিনি ঐ কমিস্যন আপনার অধীন কোন আদালতে পাঠাওন উচিত বোধ করেন তবে তিনি আশল কমিস্যনের পিঠে নীচের লিখিত প্রকার হুকুম লিখিতে হইবেক।

অমুক এলাকার শ্রী অমুক প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন অথবা মুনসেফ বরাবরেষু।

এই কমিস্যনর সনদের হুকুমানুসারে কার্য্য করিতে তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল। যে আদালত হইতে ঐ কমিস্যন বাহির হইল সেখানে ইহার রিটরণ করিবা। আমার দস্তখত ও আদালতের মোহরে অদ্য অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

৫ যখন কলিকাতা নিবাসী কোন শাক্ষীর শাক্ষ্য লইতেহয় তখন ৪ নম্বরী শরওয়া মতে ব্যবহার করিতে হইবেক।

৬ আইনের মধ্যে অনুমতি আছে যে লিখিত জিজ্ঞাসা, ক্রমে এবং তাহা বিনাও জোবানবন্দি লওয়া যাইতে পারে কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন যে সাধ্য পর্য্যন্ত প্রত্যেক গতিকে কমিস্যনের সঙ্গে লিখিত জিজ্ঞাসা পাঠাইতেহইবেক।

৭ অধস্থ আদালতের দিগকে এই সরক্যুলর অর্ডরের বিষয়ে মনোযোগ করিতে হুকুম দিতে হইবেক।

শরওয়া।

১ নম্বর

অমূক জিলার দেওয়ানী আদালত।

রামনারায়ণ সিংহ ফরিয়াদী। — রামজীবন দাস আসামী।

শ্রী অমুক বরাদরেষু।

যেহেতুক উক্তমোকদ্দমায় অমুক তারিখের হুকুম নামাতে অমূক স্থাননিবাসী অমুক এবংঅমূক ব্যক্তিরদেরশাক্ষ্য ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে কমিস্যনর দ্বারা লইতে হুকুম হইয়াছে এবং যেহেতুক ঐ হুকমানুসারে শাক্ষীরদের শাক্ষ্য লইতে তুমি নিযুক্ত হইয়াছ। অতএব তোমার প্রতি হুকুম দেওয়াগেল যে এইকমিস্যনর সঙ্গেগাঁথা লিখিত জিজ্ঞাসার বিষয়েঅথবা আদালতের রুবকারীর যেচুম্বক ইহারসঙ্গে গাঁথাআছে তাহার লিখিত বিষয়ের অনুসারে উক্ত আইনের ৪ ধারার নিরূপীতমতে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞাক্রমে ঐশাক্ষীর দের শাক্ষ্য ও জোবানবন্দি লইবা। ঐ কার্য্য তুমি প্রকৃত ও বিশ্বস্তরূপে এবং এই মোকদ্দমার কোন বিবাদীর প্রতি বিনা

পক্ষপাতে করিবা। এবং ঐ উভয় বিবাদীর অথবা তাহারদের মোক্তারেরা উপস্থিত হইলে তাঁহারদের সাক্ষাতে ঐ শাক্ষীর দের জোবানবন্দি লইবা। এবং নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে তাহারা ঐ শাক্ষীর দিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেক। পরে তুমি এই কমিস্যনের সনদ এবং ইহার সঙ্গে যে লিখিত জিজ্ঞাসা গাঁথা আছে তাহার বিষয়ে ঐ শাক্ষীরদের জোবানবন্দি এই আদালতে আগামী হুকুম মাসের অমুক তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে ফিরিয়া পাঠাইবা।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

---

২ নম্বর।

অমুক জিলার দেওয়ানী আদালত।

রামনারায়ণ সিংহ রামজীবন দাস

ফরিয়াদী। আসামী।

শ্রী অমুক

মোনছেফ বরাবরেষু।

যেহেতুক উক্ত মোকদ্দমায় উক্ত তারিখের হুকুম নামাক্তে তোমার আদালতের দ্বারা অমুক স্থান নিবাসী অমুক এবং অমুক ব্যক্তিরদের ১৮৪১ শালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে শাক্ষ্য লইতে হুকুম হইল। অতএব তোমার প্রতি হুকুম দেওয়া গেল যে এই কমিস্যনের সঙ্গে গাঁথা লিখিত জিজ্ঞাসার অনুসারে অথবা আদালতের রুবকারীর যে চুম্বক ইহার সঙ্গে

গাঁথা আছে তাহার লিখিত বিষয়ের অনুসারে উক্ত আইনের ৪ ধারার নিরূপীত মতে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা ক্রমে ঐ শাক্ষীরদের শাক্ষ্য ও জোবানবন্দি লইবা। ঐ কার্য্য তুমি প্রকৃত ও বিশ্বস্তরূপে এবং এই মোকদ্দমার কোন বিবাদীর প্রতি বিনা পক্ষপাতে করিবা। এবং ঐ উভয় বিবাদীর অথবা তাহারদের মোক্তারেরা উপস্থিত হইলে তাহারদের সাক্ষাতে ঐ শাক্ষীরদের জোবানবন্দি লইবা। এবং নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে তাহারা ঐ শাক্ষীর দিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেক পরে তুমি এই কমিস্যনের সনদ এবং ইহারসঙ্গে যে লিখিত জিজ্ঞাসা গাঁথা আছে তাহা এবং তাহার বিষয়ে ঐ শাক্ষীরদের জোবানবন্দি এই আদালতে আগামী অমুক মাসের অমুকতারিখে বা তাহার পূর্ব্বে ফিরিয়া পাঠাইবা।

আমরা দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়াগেল।

---

৩ নম্বর।

অমুক জিলার আদালত।

রামনারায়ণ সিংহ ফরিয়াদী। রামজীবন দাস আসামী।

অমুক জিলার শ্রী অমুক জজ বরাবরেষু।

যেহেতুক উক্ত মোকদ্দমায় উক্ত তারিখের হুকুম নামাতে হুকুম স্থান নিবাসী অমুক এবং অমুক ব্যক্তিরদের ১৮৪১সালের

যখন লিখিত জিজ্ঞাসা না পাঠান যায় তখন এই চিহ্নের " "মধ্যের কথা দিতে হইবেক না।

৭ আইনের বিধির অনুসারে তোমার আদালতেরদ্বারা শাক্ষ্য লইতে হুকুম হইল। অতএব তোমার প্রতি হুকুম দেওয়া গেল যে এই কমিস্যনের সঙ্গে গাঁথা লিখিত জিজ্ঞাসার অনুসারে অথবা আদালতের রুবকারীর যেচুম্বক ইহারসঙ্গেগাঁথা আছে তাহার নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের অনুসারে উক্ত আইনের ৪ ধারার নিরূপিতমতে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞাক্রমে ঐশাক্ষীরদের শাক্ষ্য ও জোবানবন্দী লইবা। এবং ঐ উভয় বিবাদীর অথবা তাহারদের মোক্তারেরা উপস্থিতহইলে তাহারদের সাক্ষাতে ঐ শাক্ষীরদের জোবানবন্দী লইবা। এবং নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে তাহারা ঐ শাক্ষার দিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেক পরে তুমি এইকমিস্যনের সনদ এবং " ইহারসঙ্গে যে লিখিত জিজ্ঞাসা গাঁথা আছেতাহা এবং " তাহার বিষয়ে ঐ শাক্ষীরদের জোবানবন্দী এই আদালতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে ফিরিয়া পাঠাইবা।

. আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

---

৪ নম্বর।

কলিকাতার কোর্ট রিকোর্ডর শ্রী কমিস্যনর বরাবরেষু।

যেহেতুক উক্ত মোকদ্দমায় উক্ত তারিখের হুকুম নামাতে ১৮৪১ শালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে অমুকস্থান নিবাসী অমুক এবং অমুকব্যক্তিরদের তোমার আদালতেরদ্বারা শাক্ষ্য লইতে হুকুমহইল। অতএব তোমারদের অথবা তোমারদের

কোন এক জনের প্রতি হুকুম দেওয়া গেল যে এই কমিস্যনের সঙ্গে গাঁথা লিখিত জিজ্ঞাসার অনুসারে অথবা আদালতের রুবকারীর যে চুম্বক ইহার সঙ্গে গাঁথা আছে তাহার নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের অনুসারে উক্ত আইনের ৪ ধারার নিরূপিতমতে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা ক্রমে ঐ শাক্ষীরদের শাক্ষ্য ও জোবানবন্দী লইবা। এবং ঐ উভয় বিবাদীর অথবা তাহারদের মোক্তারেরা উপস্থিত হইলে তাহারদের সাক্ষাতে ঐ শাক্ষীরদের জোবান বন্দী লইবা এবং নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে তাহারা ঐ শাক্ষীর দিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেক। পরে তুমি এই কমিস্যনের সনদ এবং " ইহার সঙ্গে যে লিখিত জিজ্ঞাসা গাঁথা আছে তাহা এবং " তাহার বিষয়ে ঐ শাক্ষীরদের জোবানবন্দী এই আদালতে আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে ফিরিয়া পাঠাইবা।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়াগেল। গেঃ১২৮না°১৩০ প

ইং ১৮৪২ শাল ১১ ফিব্রুয়ারি।

সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৪১ শালের ২০ আইনের বিধির সম্পর্কে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে নীচের লিখিত পাঠানুসারে ব্যবহার করিতে হইবেক।

উত্তরাধিকারীত্বের গতিকে পাওয়া টাকা আদায় করণের নিমিত্তে যে ব্যক্তিকে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহার একরার নামার পাঠ।

যখন লিখিত জিজ্ঞাসা না পাঠান যায় তখন এই চিহ্নের " " মধ্যের কথা দিতে হইবেক না।

লিখিতং শ্রীঅমুকস্য একরার পত্রমিত্রং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক মৃত অমুকের যে টাকা পাওনা আছে তাহা আদায় করিতে অমুক জিলায় জজ সাহেব ১৮৪১ শালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে আমাকে সার্টিফিকট দিয়াছেন আমি অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে মৃত অমুক ব্যক্তির পাওনা যত টাকা আমি আদায় করি তত টাকার ফারখত দিব। আরো আমি অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায় করণের নিমিত্তে যাহারা সার্টিফিকট পায় তাহারদের কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুতগবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্‌সেলে যে সকল আইন জারী করিয়াছেন বা করিবেন তদনুসারে আমি অবিকল রূপে কার্য্য করিব।

জামিনী পত্রের পাঠ।

লিখিতং শ্রী অমুকস্য জামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক মৃত অমুক ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায় করণের নিমিত্তেঅমুক জিলার জজ সাহেব ১৮৪১ শালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে অমুক ব্যক্তিকে সার্টিফিকট দিয়াছেন অতএব উক্তঅমুকের জামিনহইতে এবং সর্টিফিকটক্রমে তাহারদ্বারা আদায় হওয়া যে সকল টাকার ১৮৪১ শালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে আইন মতে দাওয়া হইতেপারে তাহার বিষয়ে আমিদায়ী হইতে ইহারদ্বারা অঙ্গীকার ও একরার করিতেছি. আরো আমি একরার লিখিয়া দিতেছি যেআমি ও আমার উত্তরাধিকারীরা এবং আত্ম স্বরূপ জনেরা ইহার সঙ্গে গাঁথা নীচের লিখিত তফশীলের সম্পত্তি বিক্রয় কি দান অথবা অন্য

কোন প্রকারে হস্তান্তর কিম্বা অর্পণ করিব না এবং এই একরার নামার সমস্ত নিয়ম যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ না হয় সেই পর্য্যন্ত এই একরার নামার কার্য্যের নিমিত্ত ঐ সম্পত্তি আমি বন্ধক রাখিলাম।

(সম্পত্তির তফশীল এইস্থানে লিখিতে হইবেক)

সর্টিফিকটের পাঠ।

শ্রীযুত অমুক প্রতি আগে।

এই আদালতের অমুক তারিখের হুকুমানুসারে মৃত অমুক ব্যক্তির সম্পত্তির বিষয়ে ১৮৪১ শালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে এই সর্টিফিকট তোমাকে দেওয়া যাইতেছে ইহার দ্বারা উক্ত অমুক ব্যক্তির পাওনা সমস্ত টাকা আদায় করিতে তোমাকে হুকুম ও ক্ষমতা দেওয়া গেল এবং তুমি যত টাকা আদায় কর তাহার ফারখত দিবা।

আরো উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মধ্যে গবর্ণমেণ্টের যে নোট থাকে তাহার সুদ অথবা কোন ব্যঙ্কের স্যার কি তাহার কোন অংশ থাকিলে তাহার ডিবেডেণ্ট লইতে এবং ঐ নোট ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল আরো উক্ত মৃত ব্যক্তির পাওনা কোন সুদ অথবা ডিবিডেণ্ডের কোন অংশ লইতে এবং ঐ নোট ইত্যাদির কোন অংশ ক্রয় বিক্রয় করিতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল।

মন্তব্য। এইমত ক্ষমতা যদি সর্টিফিকট ধারী ব্যক্তিকে না দেওয়া যায় তবে এই " " চিহ্নের মধ্যের কথা সর্টিফিকটে লেখা যাইবেক না।

আরো মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায় করণের নিমিত্তে যাহার দিগকে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহারদের কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনের জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সলে যে সকল আইন জারী করিয়াছেন বা করিবেন তদনুসারে অবিকল রূপে কার্য্য করিবা। গেঃ ১৮৪২ সালের ১৪৪।১৪৫ পৃঃ

ইং ১৮৪২ সাল ১১ ফেব্রুয়ারি।

সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৪১ সালের ১৯ আইনক্রমে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে নীচের লিখিত পাঠানুসারে ব্যবহার করিতে হইবেক।

সম্পত্তি রক্ষকের একরার নামার পাঠ।

লিখিতং শ্রী অমুকস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি ১৮৪১ সালের ১৯আইনের বিধির অনুসারে মৃত অমুক ব্যক্তির সম্পত্তির কিছু কালপর্য্যন্ত আপনার দখলে রাখিতে অমুক জিলার জজসাহেবের দ্বারা নিযুক্তহওয়াতে আমি ইহার দ্বারা ধর্ম্মত অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে আমাকে যে কার্য্য অর্পণ হইয়াছে তাহা আমি যত্নপূর্ব্বক এবং বিশ্বস্ত রূপে নির্ব্বাহ করিব এবং আমাকে যেসকল হুকুম দেওয়া যাইবেক তাহার অনুসারে সর্ব্ব প্রকারে কার্য্য করিব এবং সম্পত্তির মালিকেরদের লাভের নিমিত্তে আমার বিবেচনার সাধ্য পর্য্যন্ত কার্য্য করিব। আরো আমার হাতে যে সম্পত্তি অর্পিত হইয়াছে তাহার বিষয়ে কি তাহার সম্পর্কে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের অথবা জওয়াব দেওনের বিষয়ে জজ সাহেবের সমুদয় হুকুম মানিব। আরো আমি অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে মৃত অমুক ব্যক্তির পাওনা যত টাকা অথবা

খাজানা আদায় করি তাহার ফারখত দিব এবং মৃত ব্যক্তির যে বিষয় আদায় করি তাহার ঠিক ও যথার্থ হিসাব দিব এবং ঐ সম্পত্তির যাহা পাইয়াছি তাহার এক তালিকা যত শীঘ্র দিতে পারি দিব এবং মাসে২ ও তিন২ মাসের পরে মোট হিসাব জজ সাহেবের দপ্তর খানায় দাখিল করিয়া দিব এবং ঐ সম্পত্তির দখল ত্যাগ করণ সময়ে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে আমি যে সকল কার্য্য করিয়াছি তাহার হিসাব বেওরা করিয়া দাখিল করিব। আরো আমি অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে সম্পত্তি রক্ষকের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্‌সলে যে২ হুকুম করিবেন তাহার এবং জজ সাহেবের স্থান হইতে যে সকল হুকুম পাইব তাহার অনুসারে অবিকল রূপে কার্য্য করিব এবং আমার নিযুক্ত হওনের সনদে আমার যে মেহনতানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত আমারে যে কর্ম্ম অর্পণ হইল তাহার দ্বারা প্রকাশ রূপে কি অপ্রকাশ রূপে নিজে কিছু লাভ করিব না।

জামিনী পত্রের পাঠ।

লিখিতং শ্রী অমুকস্য জামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক মৃত অমুক ব্যক্তির ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের বিধির অনুসারে সম্পত্তি দখল লইতে অমুক জিলার জজসাহেবের দ্বারা অমুক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন অতএব আমি ইহার দ্বারা অঙ্গীকার ও একরার করিতেছি যে আমি তাহার জামিন হইলাম এবং উক্ত অমুক সনদের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার নিয়মমতে তিনি বিশুদ্ধ রূপে আপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ইহার দায়ী

আমি হইলাম। ঐসনদের একনকল আমাকে দেওয়া গিয়াছে আরো আমি একরার করিতেছি যে আমি এবং আমার উত্তরাধিকারীরা ও আত্ম স্বরূপ জনেরা নীচের লিখিত তফশীলের লেখা কোন সম্পত্তি বিক্রয় অথবা দান অথবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর কিম্বা অর্পণ করিব না এবং এই একরার নামার নিয়ম সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ না হওন পর্য্যন্ত আমি এই একরারের নিমিত্তে আমার ঐ সম্পত্তি বন্ধক রাখিলাম।

(সম্পত্তির তফশীল এই স্থানে লিখিতে হইবেক)

সনদের পাঠ।

শ্রী অমুক প্রতি আগে।

যেহেতুক তুমি অমুক ১৮৪১ শালের ১৯ আইনের বিধির অনুসারে মৃত অমুক ব্যক্তির সম্পত্তি কিছু কালের জন্যে দখলে লইবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছে তোমাকে যেকার্য্য অর্পণ হইয়াছে তাহা তুমি যত্ন পূর্ব্বক এবং বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করিবা এবং তোমাকে যে সকল হুকুম দেওয়া যায় তদনুসারে ও সম্পত্তিরমালিকেরদের লাভের নিমিত্তেতোমার বিবেচনার সাধ্য পর্য্যন্ত কার্য্য করিবা। এবং তোমাকে যে সম্পত্তি অর্পণ করা গিয়াছে তাহার বিষয়ে কি তাহার সম্পর্কে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বা জওয়াব দেওনের বিষয়ে জজসাহেবের সমস্ত হুকুম মানিবা এবং অন্য প্রকার হুকুম না হওন পর্য্যন্ত মৃত অমুক ব্যক্তির যে টাকা বা খাজানা পাওন তাহা লইবা কিন্তু ১৮৪১ শালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে সর্টিফিকট দেওয়া গেল অথবা উক্ত অমুকের সম্পত্তির নিমিত্ত শ্রীশ্রীমতী

মহারাণীর সুপ্রিম কোর্ট কোন প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্টেসন দিলে পাওনা টাকা আদায় করণের তোমার ক্ষমতা রহিত হইবেক আরো উক্তঅমুকের সম্পত্তিরবিষয়ে যে সকল পাওনা টাকা বা খাজানা তুমি আদায় কর তাহার ফারখত দিবা এবং উক্ত সম্পত্তির বাবতে তুমি যাহা পাও তাহার ঠিক ও যথার্থ হিসাব দিবা এবং যত সম্পত্তি তুমি পাইয়াছ তাহার এক তালিকা যত শীঘ্র হইতে পারে দাখীল করিবা এবং মাসে২ ও তিন ২ মাসেরপর তোমার মোট হিসাব জজ সাহেবের দপ্তর খানায় দাখীল করিয়া দিবা এবং ঐ সম্পত্তির দখল ত্যাগ করণ সময়ে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে তুমি যে সকল কার্য্য করিয়াছ তাহার হিসাব বেওরা করিয়া দাখীল করিবা। এবং সম্পত্তি রক্ষকেরদের কায্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সলে যেসকল আইন করেন তদনুসারে এবং জজ সাহেবের স্থান হইতে যে সকল হুকুম পাও তদনুসারে অবিকল রূপে কায্য করিবা এবং অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি তোমারহাতে অর্পণ হইল তাহার উপস্বত্ব এবং স্থাবর সম্পত্তির শালিয়ানা লাভের উপর তোমাকে মেহনতানা বলিয়া শতকরা যে ৫ টাকা এই সনদের দ্বারা দেওয়া গেল তাহা ছাড়া তোমার হাতে অর্পিত কার্য্যের দ্বারা তুমি প্রকাশ রূপে কি অপ্রকাশ রূপে নিজে কিছুলাভ করিবা না এবং উক্ত সম্পত্তির দখলের অধিকারের বিষয়ে এক্ষণে যে সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত আছে তাহার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত অথবা এই আদালতের অন্য হুকুম নাহওন পর্য্যন্ত তুমি এই সনদের অনুসারে সম্পত্তি রক্ষকের ক্ষমতার অনু

রূপ কার্য্য করিবা। গেজেট ১৮৪২ সালের ১৬৫ নাং ১৪৭ পৃষ্ঠা।

সম্পত্তি রক্ষকের হাতে যে সম্পত্তি দেওয়া যায়,
তাহার তালিকা এই স্থানে লিখিতে হইবেক।

ইং ১৮৪২ সাল ১৮ ফিব্রুয়ারি

১। ১৮৩৯ সালের কলিকাতা আদালতের ১৮ আক্টোবর ও পশ্চিম দেশের আদালতের ৩১ আকটোবর তারিখের ৫৪ নম্বরী সরক্যুলর আর্ডর মতান্তর হইয়া সদর আদালত নীচের লিখিত হুকুম করিতেছেন।

২। যে ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় কোন দলীল দস্তাবেজ আদালতে গুজরায় তাহার এক উর্দ্দু অথবা বাঙ্গালা ভাষায় তরজমা ঐ ব্যক্তি আপন ইচ্ছাক্রমে দিতে পারে কিনা পরে কিন্তু এতদ্দেশীয় যে বিচারকের সমক্ষে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তিনি যখন এমত বোধ করেন যেতাহার তরজমা দেওয়া উচিত তখন তাহাকে তরজমা দিতে হুকুম করিতে পারেন।

৩। যদ্যপি ফরিয়াদী ও আসামী কোন তরজমা যথার্থ হওনের বিষয়ে স্বীকৃত হয় অথবা যে বিষয়ে ঐ তরজমা শুদ্ধ হওন বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহা যদি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের বিষয়ে আবশ্যক না হয় তবে ঐ তরজমার শুদ্ধতার বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক না।

৪। কিন্তু এদেশীয় বিচারকেরা যদ্যপি কোন তরজমার শুদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ করেন এবং তদ্বিষয়ে জজ সাহেবের হুকুম পাইবার ইচ্ছা রাখেনতবে তাঁহারা সেই বিষয় জজ সাহেবের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন। গেঃ ১৮৪২ সাল ১৬২ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ সাল ১৮ ফিব্রুয়ারি।

জিলা গোরক্ষপুরে মোনসেফের আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমার রোয়দাদের অধিকাংশ দগ্ধ হওয়াতে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব ঘটিয়াছে এই প্রযুক্ত সদর দেওয়ানী ও আদালত জজ সাহেবের প্রতি হুকুম করিতেছেন যে যাহাতে অধস্থ আদালতের রোয়দাদে অগ্নি না লাগে অথবা অন্য কোন প্রকারে ক্ষতি না হয় এমত এক স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করা অত্যাবশ্যক। যে মোকদ্দমা ঐ অধস্থ আদালতের বিচারকেরা নিষ্পত্তি করিয়াছে তাহা মাসে২ জজ সাহেবের কাছারীতে পাঠাইবার হুকুম আছে অতএব যে কাগজ পত্রের বিষয়ে এক্ষণে হুকুমহইতেছে তাহা কেবল বিচারাধীন মোকদ্দমা কাগজপত্র

২। সদর আদালত জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম করিতেছেন যে দেশীয় বিচারকেরদের আদালতে বিশেষতঃ মোনছেফের আদালতে রোয়দাদ রাখিবার যেউপায় এক্ষণেহইতেছে তাহার নিয়মের বিষয়ে এক রিপোর্ট করেন ঐ মোনছেফেরদেরপ্রতি আপনর খরচে কাছারী তৈয়ার করিবার ভারআছে এবং হইতে পারে যে তাঁহারা এই বিষয়ে শৈথিল্য করিতে পারেন এবং সরকারী খরচে ঐ কাছারি প্রস্তুত হইলে তাদৃশ শৈথিল্য হইত না এইরূপ হুকুম দেওনের অভিপ্রায় এই যে২ অপকার এইক্ষণে হইতেছে দৃষ্ট হয় তাহার উপযুক্ত উপায় করা যায়। গেজেট ১৮৪২ সাল। ১৬৩ নাং ১৬৪ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ সাল ১৮ ফিব্রুয়ারি।

ইংলণ্ড দেশে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজূরে কৌন্সলে যাঁহারা

আপিল করেন তাঁহারদের এই সদর আদালতে জামিন দেওনের বিষয়ে ১৮৩৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখের এই আদালতের কার্য্যের বিবরণের পশ্চাৎ লিখিত চুম্বক তোমার বিজ্ঞাপন ও কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে আজ্ঞানুসারে তোমার নিকটে পাঠাইতেছি।

২। এই সদর আদালতের নির্দ্ধারণানুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সলে আপিলাণ্ট যে জামিনের প্রস্তাব করে তাহা তহকীক করিয়া এই সদর আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবার নিমিত্ত জিলা আদালতে তাহা পাঠাইবার ব্যবহার হইতেছে এবং তহকীক করণের ছয় মাস করিয়া মিয়াদে দেওয়া গিয়া থাকে কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে জামিনের মাতবরীর বিষয়ে তহকীক ও নিশ্চয় করণে যেপর্য্যন্ত কার্য্য হইয়াছে তাহার মিয়াদী রিটর্ণ বারম্বার এই আদালতে পাঠান গিয়াথাকে।

৩। অতএব সদর আদালত চলিত ব্যবহার মতান্তর করিয়া উত্তর কালে আপনারদের প্রিসেপেটর দ্বারা হুকুম দিবেন যে এইমত গতিকে ছয় মাস অতীত হইলে বা তাহার পূর্ব্বে এক টা সম্পূর্ণ রিটর্ণ করিতে হইবেক এবং সমস্ত মিয়াদী রিটর্ণ মৌকুফ হইবেক। কেবল তিন মাসের পর ইংরাজী ও এদেশীয় ভাষার এক রিটর্ণ করিতে হইবেক এবং প্রত্যেক মোকদ্দমা যে কার্য্য হইয়াছে তাহার বিবরণ লিখিত পাঠানুসারে ঐ রিটর্ণের মধ্যে লিখিতে হইবেক। এই নিয়ম করাতে সদর ওমফঃসল আদালতের আমলারদের অনেক সময় বাঁচিবেক এবং তাঁহারা অনেক অনাবশ্যক ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবেন।

৪। কিন্তু সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে

তোমার এই কর্ত্তব্য কার্য্যের বিষয়ে তুমি বিশেষ মনোযোগ কর এবং প্রত্যেক গতিকে যত শীঘ্র হইতে পারে ততশীঘ্র জামিনের তহকীক করণের কার্য্য নিষ্পত্তি করিতে উদ্যোগ কর এবং নিরূপিত মিয়াদের অতিরিক্ত কদাচ না হয় এমত সাবধান কর। ছয় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ রিটর্ণ করণের যে হুকুম তোমার নিকটে পাঠান যাইবেক তদনুসারে কার্য্য না করিলেই নয় এইরূপ জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং তহকীক করণের মিয়াদ কিঞ্চিৎ অধিক করণের কোন ক্ষমতা জজ সাহেবকে সেই হুকুমে দেওয়া যাইবেক না। এবং যদি ঐ মিয়াদ বাড়াইবার কোন দরখাস্ত করিতে হয় তবেতাহা এই আদালতে করিতে হইবেক যদ্যপি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ তহকীক করণের শেষ না হইয়াছে তবে তোমার শেষরিটর্ণের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ না হওনের শমস্ত কারণ বিশেষ করিয়া লিখিবা এবং যেব্যক্তিরত্রুটিতে তাহার শেষ না হয় তাহার নাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবা।

৫। ছয় মাশ মিয়াদের মধ্যে যেরিটর্ণ করিতে হইবেক তাহা পাঠাওনের পর নাজির অথবা অন্য যে আমলার প্রতি ঐতহকীক করণের ভার অর্পণ হইয়াছিল তিনি যে কোন কার্য্যের বিবরণ অথবা রিপোর্ট তোমার আদালতে দাখিল করেন তাহা শদর আদালতে প্রেরণ করিতে যে নিষেধ হইয়াছে এইমত এই সরক্যুলর অর্ডরের অর্থ করিবা না। গেজেট ১৮৪২ সাল ১৬৪ নাং ১৬৫ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ সাল ২৫ ফিব্রুয়ারি।

১। গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে শদর আদালতের সাহেবেরা

হুকুক করিতেছেন যে প্রধান শদর আমীনেরদের যেশকল ডিক্রী শিরিশ্তায় থাকিবেক তাহা শ্রীরামপুরে প্রস্তুত করা কাগজে লিখিতে হইবেক এবং ঐ বিচারকেরদের ঐ প্রকার যে কাগজের আবশ্যক হয় তাহা শ্রীযুত জে সি মাশমন শাহেবের স্থান হইতে চাহিয়া লইবেন ও তাঁহাকে ঐ কাগজের প্রত্যেক রিমের মূল্য ৭ টাকার হিবাবে দিবেন।

২। বাঙ্গালা প্রভৃতি এবংপশ্চিম দেশের যে২ জিলাতে প্রধান শদর আমীনেরা নিযুক্ত আছেন সেই২জিলায় শ্রীরাম পুরের কলঘর হইতে ঐ কাগজ বিনা খরচে পাঠাইবার হুকুম গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। গেজেট ১৮৪২ সাল। ১৭৬ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ শাল ২৫ ফিব্রুয়ারি।

১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ১২ ধারার হুকুম আছে যেমোনছেফ ও সদর আমীন এবং প্রধান সদর আমীনের আদালতের আমলার উপর জিলা ও সহরের জজ সাহেবেরদের ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক অতএব ঐ সাধারণ কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এবং ঐ কর্ত্তৃত্ব যে গতিকে ও যে প্রকারে নিশ্চিত ওএকিরূপে করিতে হইবেক তাহা নিরূপণ করণের নিমিত্ত কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত পশ্চাৎ লিখিত বিধান করিতেছেন।

১। ১৮৩৭ সালের ৫ আইনের ১২ ধারায় যে সাধারণ কর্ত্তৃত্বের বিষয় কল্পনা আছে তাহার অর্থ বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের সদর আদালতের ১৮৩৮ সালের ৫সেপটেম্বর তারিখের এবং পশ্চিম দেশের সদর আদালতের ৫ আক্টোবর তারিখের

সরকুলর অর্ডরে এমত লেখা আছে যে জজ সাহেবেরা এদে শীয় বিচারকেরদের আদালতের আমলার পদে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করণ এবং ঐ আমলাদিগকে অযথার্থ রূপে তগীর করণ নিবারণ করিবেন এবং তগীর হওয়া আমলার দের আপীল লইতে এবং উচিত বোধ হইলে তাহার দিগকে পুনর্ব্বার বহাল করিতে জজ সাহেবদের ক্ষমতা আছে অতএব ঐ নিবারণ ওনিষেধের ক্ষমতার কার্য্য উপযুক্ত ও সকল রূপে নির্ব্বাহ হয় এই নিমিত্ত মধ্যে২ আপীল হওনের দ্বারা ঐ অব স্থা আদালতের তদ্বিষয়ের কার্য্য জজ সাহেবেরা যেরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন তদপেক্ষা অধিক নিশ্চিত সম্বাদ পাই বার তাঁহারদের আবশ্যক আছে।

২। অতএব হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে উত্তর কালে মোন ছেফ ও সদর আমীন ওপ্রধান সদর আমীনেরা আপন২ আদা লতের সকল আমলার নিযুক্ত ও তগীর এবংপরিবর্ত্ত হওনে র রিপোর্ট যে জজ সাহেবের অধীনে তাঁহারা থাকেন তাঁহার নিকটে দিবেন।

৩ ঐ বিচারকেরা আপনারদের সিরিস্তার কোন ব্যক্তির নিযুক্ত হওনের সম্বাদ দিলে নীচের লিখিত পাঠানুসারে এক কৈফিয়ৎ জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।

নিযুক্ত হওয়া ব্যক্তির নাম	তাহার বাস স্থান	তাহার বয়ঃক্রম ও জাতি	যে পদে নিযুক্ত হইয়াছে এবং তাহা যে রূপে শূন্য হইল	সেই ব্যক্তি পূর্ব্বে সরকারী কর্ম্মে ছিল কিনা এবং কোন কর্ম্মে

কোন সিরিশ্তার এক পদ হইতে অন্য পদে কোন ব্যক্তির নিযুক্ত হওনের রিপোর্ট করিলে তাহার সঙ্গে যে কারণেপরিবর্ত্ত করা গেল তাহার সংক্ষেপে কৈফিয়ৎ পাঠাইতে হইবেক

কোন ব্যক্তির তগীরীর বিষয়ে রিপোর্ট হইলে তিনি যে দোষ করিয়াছেন তাহার নিশ্চয় প্রকার এবং ঐ আমলাকে কিং কারণে তগীর করা আবশ্যক বোধ হইল ইহা লিখিতে হইবেক।

এবং কোন ব্যক্তি কর্ম্মে ইশ্তফা করিলে তাহার রিপোর্ট করিতে হইবেক এবং যে কারণ জানাইয়া ইশ্তফা করিলেন তাহা ও জানাইতে হইবেক। গেজেট ১৮৪২ সাল ১৭৬। ১৭৭পৃঃ

ইং ১৮৪২ সাল ৪ ফিবয়ারি।

মোনছেফেরদের আদালতে তলবানা ও খোরাকী উসল ও ব্যয় করণের বিষয়ে যে সকল বেদাঁড় ফরক্কাবাদের জজ সাহেরের দৃষ্ট হইয়াছিল তাহার বিষয় তিনি ১৮৪১ সালের দেওয়ানী আদালতের কর্য্যের রিপোর্টের মধ্যে লিখিবেন। ঐ রিপোর্টের পশ্চাৎ লিখিত চুম্বক শদর আদালত সামান্যতঃ জজ সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইতেছেন প্রত্যেক জজ সাহেব মনোযোগ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে এই রূপ ব্যবহার তাঁহার জিলার মধ্যে চলিতেছে কি না এবং যদি চলিতেছে তবে অগৌণে তাহা বিবরণের উপায় করিবেন। গেজেট সন ১৮৪২ সাল ২২২। পৃষ্ঠা।

ইং সন ১৮৪২ শাল ১১ মার্চ।

প্রত্যেক মোনছেফের এলাকার মধ্যে তলবানার হারের বিষয়ি ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখের সরক্যলর অড রের রিটরণ শদর দেওয়ানী আদালত প্রাপ্ত হওয়াকে অব গত হইয়াছেন যে হুকম জারী করণের পেয়াদারদের তলব নার হারের অনেক বৈলক্ষণ্য আছে অতএব তাহার হুকুম করিতেছেন যে বাঙ্গালা ও বেহারের অধিকাংশ জিলার মধ্যে এক্ষণে যে তলবানা দেওয়া যাইতেছে অর্থাৎ প্রতিদিন ৵১০ আনা সেই হার অনুসারে তাঁহারদের অধীন সকল জিলাতে উত্তরকালে দেওয়া যায়।

২ যেস্থানে হুকুম জারী করিতে হইবেকসেইস্থানে যাইতে এবংতথাহইতেফিরিয়াআসিতেযতদিনলাগে তাহাছাড়া পেয়াদারদিগকে প্রত্যেক শফীনাএবংগ্রেপ্তারীর ওক্রোকের পরওয়ানাজারী করণার্থ অতিরীক্ত দুইদিবস এবংঅন্যপ্রত্যেক প্রকারহুকুমজারীকরণার্থ অতিরীক্তএকদিনদেওয়াযাইবেক।

৩ প্রত্যেক মোনছেফের কাছারীতে লটকাইবার নিমিত্ত জজ সাহেবেরা অতিমনোযোগ পূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় এক টেবীল প্রস্তুতকরিতে হুকুমদিবেন এবংতাহা ব্যবহার হওনের পূর্ব্বে আপনারাই তাহা সংশোধন করিবেন। ঐ টেবীলের মধ্যে আদালতের কাছারী হইতে ঐ এলাকার প্রত্যেকগাম অনুমান যতদূরতাহা এবংদিনপ্রতিপাঁচক্রোশ অর্থাৎদশ মাইলের হিসাবে হুকুমজারী করণের নিমিত্ত যাইতে আসিতে যতদিন ধরাযাইবেক তাঁহালেখা থাকিবেক। এই টেবীল জজ সাহেবেরদস্তখৎ ও মোহর হইলেএবংতাহা প্রত্যেকমোনছে

ক্ষের কাছারীতে সকল লোকের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে লট্কান গেলে কিছু ভুল হইতে পারিবেক না এবং উত্তর কালে কিছু বেশী দাওয়া হইতে পারিবেক না।

৪। পূর্ব্বোক্ত রিটর্ণ পাইয়া জজসাহেবেরা কিছু কালের নিমিত্ত যে হুকুম দিয়াছেন তাহা এই সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা রহিত হইল। গেজেট ১৮৪২ সাল ১৮৭। ১৮৮ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ সাল ১৫ মার্চ।

সদর আদালতের সাহেবেরা সম্প্রতি বারম্বার অবগত হইয়াছেন যে মফঃসলের অনেক দেওয়ানী আদালতে ১৮২৫ সালের ৭ আইনানুসারে ডিক্রী বা আদালতের অন্যান্য হুকুম জারী করণার্থ নীলাম হইলে ঐ নীলামের ইশ্তিহারে যেং বেওরা লিখনের বিষয়ে ও সেই ইশ্তিহার যে রূপে করিতে এবং ঘোষণা করিতে হয় এই বিষয়ে ঐ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণে যে সকল বিধি আছে তদনুসারে ঐ মফঃসলের আদালতের বিচারকেরা কার্য্য করেন না অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা উক্ত বিধানের বিষয়ে সকল আদালত সম্পর্কীয় বিচারক দিগকে বিশেষ মনোযোগ করিতে হুকুম দিতেছেন এবং আদেশ করিতেছেন যে অধস্থ আদালতেরা কোন কোন সময়ে ঐ হুকুম লংঘন করিলে জজ সাহেবেরা নিয়ত শাসন করিবেন। গেজেট ১৮৪২ সাল ১৮৮ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ সালের ১ আপ্রিল।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সাধারণ লোকের

দের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে সম্বাদ দিতেছেন যে নীচের লিখি ত তালিকার দিবসে বাঙ্গালা ১২৪৯ সালের হিন্দু ও মুসলমা নেরদের পরবের দিন হওয়া প্রযুক্ত সদর দেওয়ানী আদালত বন্দ হইবেক এবং সেইং দিবসে তাঁহারা আপনং অধীন নানা জিলার দেওয়ানী আদালত ও বন্দ করিতে অনুমতি দিতেছেন। গেজেট ১৮৪২ সাল ২০০ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ সাল ১ আপ্রিল।

দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আইনের দ্বারা যেং বিষয়ে হস্তপেক্ষ করিতে পারেন না সেইং বিষয়ে যাহাতে বাদী প্রতিবাদীর ঐ আদালতে দরখাস্ত করণের প্রবোধ জন্মে এই মত কোন কথা জজ সাহেবেরা আপনারদের নিকটে দাখিল লওয়া কোন দরখাস্তের উপর অথবা তাঁহারদের রুবকারীতে না লেখেন যেহেতুক ঐ ব্যবহার স্পষ্টতঃ অনুচিত কেন না তাহার দ্বারা অকারণে আদালতের সময় হরণ হয় এবং দরখাস্ত করণীয়া দিগেরা অনেক অনাবশ্যক ক্লেশ ও খরচ হয়। গেজেট সন ১৮৪২ সাল ২২৩ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ সাল ১৫ আপ্রিল।

১। কথিত হইয়াছে যে এদেশীয় কোনং বিচারকেরা যেং জিলাতে নিযুক্ত আছেন সেইং জিলায় তাঁহারদের ভারি জমীদারী আছে অতএব ১৮৩৫ সালের ১৭ ফিব্রুয়ারি তারিখের ১৩৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের বিধি ক্রিপর্য্যন্ত জারী হইয়াছে তাহা সদর আদালতের সাহেবেরা অনুসন্ধান নাকরিতে স্থির করিয়াছেন। এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা আদেশ করিতেছেন

যে তোমার জিলার অচিহ্নিত বিচারকেরা এবং গত বৎসরের মধ্যে যে সকল অচিহ্নিত বিচারক বদলী হইয়া অন্যান্য জিলাতে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ঐসরকূ্যলর অর্ডরের বিধানানুসারে যে সকল তফসীল কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে দাখিল করিয়াছেন তাহার নকল এই আদালতে পাঠাইবা এবং যদি তোমার বোধ হয় যে কোন তফসীলের মধ্যে ভূমি কম লেখা আছে তবে তাহা সদর আদালতে জানাইবা।

২। এদেশীয় কোন বিচারক যদি উক্ত সরকূ্যলর অর্ডরের বিধানানুসারে তফসীল দাখিল করিতে কসূর করিয়াছেন তবে তুমি ঐ বিচারকের স্থানে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিবা এবং ঐ তফসীল এইক্ষণে তোমার নিকটে পাঠাইতে তাহার দিগকে হুকুম দিবা এবং পৈতৃক বিষয় ভিন্ন তাঁহারা অন্যান্য ভূমি যে তারিখে পাঠাইয়াছেন তাহারওএক কৈফিয়ৎ লিখিতে হুকুম দিবা।

৩। তোমার আদালতের যে-সকল আমলা এইক্ষণে মাসে কুড়ি টাকা এবং অধিক বেতন পাইতেছে তাহারদের বিষয়ে উক্ত ১৩৫নম্বরী সরকূ্যলর অর্ডর খাটে অতএব তাহারদের বিষয়ে এই সরকূ্যলর অর্ডরের হুকুমানুসারে কার্য্য করিবা।
গেজেট শন১৮৪২ শাল ২২২ পৃষ্ঠা।

ইং সন ১৮৪২ সাল ১৫ আপ্রিল।

১৮৩৬ সালের ১৩ আইনানুসারে ১৮৩৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখ অবধি সিক্কা টাকা আইন মতে দিবার পুস্তাব

হইলে তাহা লওয়া যাইতে পারেনা অতএব কলিকাতা এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ১০৬৮ নম্বরী কনেষ্ট্রকসন অর্থাৎ আইনের অর্থরদ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য এবং এদেশীয় নানা বিচারকেরা যে২ মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন তাহার মূল্য পূর্ব্ব কালের সিক্কা টাকাতে গণ্য না হইয়া বর্ত্তমান চলিত টাকাতে গণ্য হইবেক। তাহার উদাহরণ এই যে এই বিধানানুসারে কোম্পানির ৩০০ টাকার অধিক মূল্যের মোকদ্দমার বিচার মোনছেফেরা করিতে পারিবেন না এবং উক্ত মূল্যের মোকদ্দমার নালিশ ১৬ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। গেজেট সন ১৮৪২ সাল ২৫১ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ সাল ১৮ আপ্রিল।

মোনছেফী কর্ম্মাকাংক্ষী ব্যক্তিরদের পরীক্ষার বিষয়ে বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত ডেপটী গবরনর সাহেবের গত মাসের ১৮ তারিখের নিদ্ধার্য্য নীচের লিখিত চুম্বক অর্থাৎ ১০ অবধি ১৫ ধারা পর্য্যন্ত কৌনসলের শ্রীযুত প্রেসিডেণ্ট সাহেবেরা হুকুম ক্রমে নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুসারে কার্য্য করিতে আদেশ করিতেছ

২। যদি কালেজের কোন অধ্যক্ষ না থাকেন তবে প্রত্যেক কমিটি শ্রীযুত সেক্রেটরী শাহেব ১৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট শর্টিফিকট দিবেন।

১৮৪২ শালের ২৮ আপ্রিল তারিখের বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর শাহেবের নিদ্ধার্য্যের চুম্বক।

১০ যে ব্যক্তিকে রাজধানীর কমিটি যোগ্যতার পত্র দিলেন না তাহার বিষয়ে শ্রীযুত ডেপুটি গবরণর সাহেবের এইবক্তব্য যে তিনি কমিটির এবং সদর আদালতের সঙ্গে একবাক্য হইয়া বোধ করেন যে যাহারদের কোন প্রকার কলঙ্ক নাই কেবল এমত ব্যক্তিকেদিগকে যোগ্যতার পত্র দেওয়া অত্যাবশ্যক. এবং ইমতিহানের আকাঙ্ক্ষীদিগকে সার্টিফিকট দেওনের বর্ত্তমান রীতির সংশোধনের বিষয়ে রাজধানীর কমিটি নীচের লিখিত যে২ পরামর্শ দিয়াছেন তাহাতে শ্রীযুত সম্মত আছেন

১১। সেই পরামর্শ এই ২ যত কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির নাম ইমতিহানের নিমিত্তে রেজিষ্টরী হয় তাহার সংখ্যা নানা জজ সাহেবেরা সদর আদালতে জ্ঞাত করেন এবং কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীরদের যথার্থ সংখ্যা জজ সাহেবেরা সদর আদালতে এইরূপে জ্ঞাত করিতে পারেন এই নিমিত্তে কমিটির বৈঠকের পূর্ব্বে এক মাসের কমে কোন সার্টিফিকট দেওয়া যাইবেক না।

১২। পাটনা ও মুরসিদাবাদ ও ঢাকা এবং চব্বিশপরগণার জজ সাহেবদিগের প্রতি ইমতিহানের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির দিগকে সার্টিফিকট দেওনে যে নিষেধ আছে তাহা রহিত হইবেক এবং জজ সাহেবেরদের জিলার মধ্যে যে ব্যক্তিরা বাস করে অথবা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে সেই ২ ব্যক্তি ভিন্ন ঐ জজ সাহেব অন্য কাহাকে সার্টিফিকট দিবেন না। এবং কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরদের আচার ব্যবহার ও মান্যতার বিষয়ে জজ সাহেব অনুসন্ধান করিয়া যাহা জ্ঞাত হন তাহা এবং তাহারদের বংশ ও পরিবারেরদের বিষয়ে যে কোন বেওরা লিখিবার যোগ্য বোধ হয় তাহা সার্টিফিকটের উপর লিখিবেন।

১৩ নানা জিলার জজ সাহেবেরা যে নিয়মানুসারে এবং যে॰ প্রকার সাটি ফকট দিয়া থাকেন সেই নিয়মানুসারে এবংসেই মতে কলিকাতার প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব কলিকাতা নিবাসী অথবা কলিকাতায় কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তির দিগকে ইমতিহানের সার্টিফিকট দিতে পারেন।

১৪ এব॰ বিদ্যাধ্যাপনের কৌন্সলের অধীন বিদ্যালয় ও কালেজের অধ্যক্ষেরা সেইরূপে আপন ২ বিদ্যালয় ও কালেজের প্রকৃত ছাত্রের দিগকে সার্টিফিকটদিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। যে জিলার মধ্যে ঐ বিদ্যালয় অথবা কালেজ থাকে তাহার জজ সাহেব ঐ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি চলিত নিয়মানুসারে ইমতিহানের নিমিত্তে গ্রাহ্যহওনের যোগ্যআছেন এই বিষয় নিশ্চয় অবগত হইলে ঐ সার্টফিকটে দস্তখত করিবেন।

১৫ সদরআদালত এই প্রস্তাব করিতেছেন যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে যত বার ইমতিহান হইয়াছিল তাহার সংখ্যা সার্টফিকটের মধ্যে লিখিতে জিলার জজ সাহেবের প্রতি হুকুম দেওয়া যায় এবং সদর আদালতে তাহা বিবেচনা করিয়া কর্ম্মাকাংক্ষী ব্যক্তিরপুনর্ব্বার ইমতিহানদিতে অনুমতীদিবেন বা নাদিবেন শ্রীযুত ডেপুটি গবরণর সাহেব সদর আদালতের এইপরামর্শেতে ঐক্যআছেন এব॰সদরআদালতের পরামর্শানুসারে শ্রীযুত স্থিরকরিয়াছেন যে ২১ বৎসর বয়স্ক নাহইলে কোনব্যক্তি ইমতীহান দিবার যোগ্য হইবেন না এবং শ্রীযুত আরো হুকুমকরিতেছেন যে যোগ্যতার পত্রপ্রাপ্ত হওয়া কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীরদের মধ্যেযাহারদের নামঅগ্রে লেখা থাকে তাঁহারা কোন মোকামে মোকরর হইলে যদিতথায় যাইতে অস্বীকৃত

হনতবে তাঁহারদের নাম ঐফদ্দের শেষে লেখা যাইবেক এবং তৎক্রমে তাঁহারা মোকরর হইবেন। গেজেট ১৮৪২ শাল ২৬৫।২৬৬ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ শাল ২২ আপ্রিল।

ডিক্রীজারী করণের দরখাস্ত নামা দেওয়ানী আদালতে দেওনের সময়ে ঐ দরখাস্তের ১৮১৪ শালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৬ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট যেনানা বিশেষকথা ডিক্রীদারের দের লিখিত হয় তাহা তাহারা প্রায়ই লেখেনা এবং তাহাতে অনেক বিলম্বও ক্লেশ হয় অতএব সাধারণ লোকেরদের বিজ্ঞাপনার্থ সদরআদালতের সাহেবেরা নিচের লিখিত ব্যবহারের বিধিপ্রকাশ করিয়া হুকুম করিতেছেন যে জজ সাহেবেরা আপন ২ জিলার অধস্থ প্রত্যেক আদালতে ঐ বিধির এক ২ নকল পাঠান এবং ঐ ২ আদালতে বিচারকের দিগকে যথা সাধ্য সর্ব্বত্র তাহা প্রকাশ করিতে হুকুম করেন।

২। ইহা স্পষ্ট জ্ঞাত করিতে হইবেক যে সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা জিলার আদালতের অথবা অধস্থ আদালতের ডিক্রীজারী করণের দরখাস্তের বিষয়ে ঐ বিধি তুল্য রূপে খাটিবেক।

বিধি।

যেহেতুক ডিক্রীদারেরা আপন ২ ডিক্রীজারী করণের নিমিত্ত নানা আদালতে যে দরখাস্ত দেয় সেই দরখাস্তের মধ্যে

---

* ১৮১৪ শা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র। এবং ১৮৩১ শা। ৫ আ। ২২ ধা। এবং ১৮৩২ শা। ৭ আ। ৭ ধা দেখ।

১৮-১৪ শালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৬ প্রকরণের নানা বিব রণ লিখনের হুকুম আছে কিন্তু ঐ বিধি সর্ব্বদাই পালন হয়না এবং ঐ বিধি চলনকরা অত্যাবশক অতএব সাধারণ লোকের দের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত বিধিপ্রকাশ করিতেছেন এবং ঐ বিধির অন্যমত উত্তর কালে কোন দরখাস্ত দাখাল হইলে ঐ দরখাস্তের উপরকোন হুকুম নালিখিতে হইয়া তাহা সিরিস্তায় দাখীলহইবেক ইতি

১ দফা। কোন ডিক্রীদার যোত্রহীন হউক কি নাহউক আপ নার ডিক্রীজারী করণেরইচ্ছা করিলে যেআদালতে ডিক্রীকরা গিয়াছে সেই আদালতের বিষয়ে সে ইষ্টাম্পের মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মূল্যের কাগজে দরখাস্ত লিখিবেক অর্থাৎ মুনসেফের আদালতে হইলে সাদাকাগজে এবং সদর আমীনের কি প্রধান সদর আমীনের অথবা জিলার আদালতে হইলে ।৷০ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে এবং সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে ২ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্তলিখিবেক।

২ দফা। ডিক্রীজারী করণের দরখাস্তের শিরোভাগে নীচের লিখিত পাঠানুসারে এক কৈফিয়ৎ থাকিবেক ও তাহাতে নীচের লিখিত বিশেষ কথা লেখা যাইবেক।

৩। ডিক্রীদার যখন বিপক্ষ ব্যক্তিকে কএদ করণের হুকুমের বিষয়ে দরখাস্ত করে তখন যে আদালতে ঐ দরখাস্ত দাখিল করে অর্থাৎ যে আদালতে ঐডিক্রী হইয়াছিল অথবা যেআদালতে ডিক্রীজারীর নিমিত্ত সোপর্দ্দ হয় সেই আদালতে ডিক্রীদার দরখাস্তের মধ্যে বিপক্ষ ব্যক্তির বাসস্থান লিখিবেক এবং গেরেপ্তারী পরওয়ানা যে স্থানে জারী হইবেক তাহাও লি

ডিক্রী জারীর দরখাস্তের শিরোভাগে যে পাঠ লেখা যাইবেক তাহার কৈফিয়ৎ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোকদ্দমা নম্বর	উভয় পক্ষের নাম	ডিক্রীর তারিখ	ডিক্রীর মর্ম্ম অর্থাৎ যে বস্তুর ডিক্রী হইয়াছে	ফয়শালার উপর আপিল হইয়াছে কি গ্রাহ্য হইয়াছে	ডিক্রীর পরে বিবাদের বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না এবং যদি হইয়াছে তবে তাহা কি প্রকার	ডিক্রীর অনুসারে দরখাস্ত কারী ব্যক্তির ঠিক যত টাকা পাওনা আছে	যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী করণের দরখাস্ত হইয়াছে
১	শিতারাম ফরিয়াদী ওআপিলাণ্টরাম জী প্রভৃতি আসামী ও রেস্পাণ্ডেণ্ট	১৮৪১ ১ জ্যানুয়ারি	ওয়াশীলাৎ শুদ্ধ মৌজে রামনগর প্রভৃতির দখল অথবা সুদশুদ্ধ ২০০০ টাকা	আপিল হয় নাই	কিছু বন্দোবস্ত হয় নাই	৩২০০ টাকা	রামজী প্রসাদী লাল প্রভৃতি

৭ নম্বরী শ্রেণীতে যে মোট টাকা লিখিত হইয়াছে তাহার নানা দফা অর্থাৎ আশল টাকা কি শুদ অথবা মোকদ্দমার খরচা কি ওয়াশীলাৎ কি অন্য যে কোন বিষয়ে হয় তাহা দরখাস্তের শেষে বেওরা করিয়া লেখা যাইবেক এবং যেতারিখ অবধি যে তারিখ পর্য্যন্ত শুদ অথবা দাবী হইয়াছে তাহাও বিশেষরূপ লিখিতে হইবেক ফলত মোকদ্দমার শীঘ্র নিষ্পত্তি হয় এই অভিপ্রায়ে যে সকল বেওরার দ্বারা দাওয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে এবং তাহার বিষয়ে অন্য ব্যক্তি আপত্তি করিলে বিরোধী বিরোধী বিষয়ের শীঘ্র নিষ্পত্তি হইতে পারে এমত সকল বিবরণ লিখিতে হইবেক।

খিবেক। যদি কোন সম্পত্তির নীলামের নিমিত্তে দরখাস্ত করে তবে ঐ সম্পত্তির এবং তাহা যে স্থানে আছে তাহারো এক তফশীল উক্ত কৈফিয়তের নীচে লিখিতে হইবেক এবং তফশীলের মধ্যে যে কোন ঘর কি বাগান অথবা ভূমির বিষয় লেখা থাকে তাহার চতুঃসীমাও লিখিতে হইবেক। গেজেট সন ১৮৪২ শাল ২৬১ নাং ২৬৩ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ শাল ২৭ আপ্রিল।

১৮২৯ শালের ১০ আইনের খ তপশীলের ৭ প্রকরণানুসারে জিলা এবং সহরের আদালত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লিখিতেহয় তাহার বিষয়ে ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য হইতেছে বোধ হওয়াতে সদরআদালতের সাহেবেরা আলাহাবাদের সদরদেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া হুকুম করিতেছেন যেএইমত দরখাস্ত যদি জিলাও সহরের প্রকৃত কার্য্যের সম্পর্কতথায় করা যায় অথবা সাবেক প্রবিন্স্যল আদলতের ক্ষমতা জিলা ও সহরের আদালতে অর্পণ হওয়াতে যে কার্য্য ঐ আদালতে উপস্থিত করা যায় তৎসম্পর্কে হয় উভয়গতিকে ১ টাকা মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে না লিখিয়া ॥০ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। গেজেট সন ১৮৪২ শাল ২৯৫ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ শাল ৬ মে।

জারী নাহওয়া ডিক্রীর যেসকল ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ ১৮৪১ শালের ২ আপ্রিল তারিখের ১১০০ নম্বরী সরকুলর অর্ডরের

অনুসারে পাঠান যায়তাহা সদর আদালতের সাহেবেরা একি প্রকার নহে দেখিয়াছেন অতএব তাঁহারা আদেশ করেন যে তুমি ঐ অর্ডরের নির্দ্দিষ্ট উপদেশ মতে অবিকলরূপে কার্য্য করিয়া যেং আদালতে কোন মোকদ্দমা মূলতবী থাকে সেই ২ আদালতের স্বতন্ত্র কৈফিয়ৎ পাঠাইবা এবং যে আদালতের ডিক্রীজারীহইতেছে তাহার নামবিশেষকরিয়া লিখিবা অর্থাৎ

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌনসলের
কি সদর দেওয়ানী আদালতের
অথবা প্রবিনস্যল আদালতের হউক।

২। সম্প্রতি প্রাপ্ত অনেক কৈফিয়তের দ্বারা বোধ হয় যে ঐ কৈফিয়ৎ তৈয়ার করণের বিষয়ে উপযুক্ত মনোযোগ হয় না এবং তাহা পাঠাইবার পূর্ব্বে জজ সাহেবেরা উপযুক্ত মতে তাহা স্বয়ংমোকাবিলা করেন না৷পরন্তু সদরআদালতের সাহেবেরা বোধকরেন যে মোকদ্দমার ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারীকরণের অপেক্ষা জজ সাহেবের আর আবশ্যক কোন কার্য্যনাই।

৩। অতএব আজ্ঞাক্রমে-তোমাকে আদেশ করিতেছি যে এই সদর আদালত যে কার্য্য এইমত গুরুতর বোধ করেন সেই কার্য্যের বিষয়ে তুমি আপনার আদালতের আমলার এবং অধ্যস্থ সকল আদালতের বিশেষ শাসন করিবা। গেজেট সন ১৮৪২ শাল ২৬৩ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ শাল ২০ মে।

মুনসেফী কর্ম্মাকাংক্ষী ব্যক্তিরদের ইমতিহানের বিষয়ে নীচের লিখিত অতিরিক্ত বিধি গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে সাধা

রণ লোকেরদের বিজ্ঞাপনার্থ প্রকাশ হইতেছে।

১। নানা জিলার সাহেবেরা যে প্রকারে সার্টিফিকট দেন সেই প্রকারে কলিকাতার প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং পাটনা ও মুরশিদাবাদ ও ঢাকা এবং চব্বিশপরগণার জজসাহেবদের প্রতি মুনসেফী কর্ম্মাকাংক্ষী ব্যক্তির দিগকে সার্টিফিকট দিতে ক্ষমতা হইল।

২। বিদ্যাধ্যাপনের কৌন্সলের অধীন নানা বিদ্যালয় ও কালেজের অধ্যক্ষেরা সেইরূপে আপন২ বিদ্যালয় ও কালেজের প্রকৃত ছাত্রের দিগকে সার্টিফিকট দিতে ক্ষমতা পাইয়াছেন যেজিলারমধ্যে ঐবিদ্যালয় অথবা কালেজথাকে তাহার জজসাহেব ঐ কর্ম্মাকাংক্ষীব্যক্তি ইমতিহান দেওনের যোগ্য এই বিষয় নিশ্চয় অবগত হইলে ঐ সার্টিফিকটে দস্তখৎ করিবেন।

৩। শেষ শ্রেণীতে সামান্যমতে যে মন্তব্য কথা লেখা থাকে তদতিরিক্ত জজ সাহেবেরা কর্ম্মাকাংক্ষা ব্যক্তিরদের আচার ব্যবহার ও মান্যতার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া যাহা অবগত হন তাহা এবং তাহারদের বংশ ও পরিবারের বিষয়ে যে কোন বৃত্তান্তলেখা উচিত বোধহয় তাহা সার্টিফিকটের মধ্যে লিখিবেন।

৪। সার্টিফিকটের দেওনীয়া কার্য্যকারকেরদের এলাকার মধ্যে যে ব্যক্তিরা বাস করে অথবা কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে কেবল তাহার দিগকে তাঁহারা সার্টিফিকট দিতে পারেন।

৫। ২১ বৎসর বয়স্ক না হইলে কোন ব্যক্তি ইমতিহান দিবার যোগ্য হইবেক না।

৬। পূর্ব্বে যাহারদের ইমতিহান হইয়াছে তাহার দিগকে

জজ সাহেবেরা পূনর্ব্বার সর্টিফিকট দিলে তাহারদের যতবার ইমতিহান হইয়াছিল তাহার সংখ্যা ঐ সার্টিফিকটের মধ্যে লিখিবেন এবং সদর আদালতের সাহেবেরা তাহা বিবেচনা করিয়া কর্ম্মাকাঙ্খি ব্যক্তিকে পূনর্ব্বার ইমতিহান দিতে অনুমতি দিবেন বা না দিবেন।

৭। এইক্ষণে যে রূপ হইতেছে সেই রূপ ছয় মাসিক ইমতিহানের পূর্ব্ব দুইমাস থাকিতে সার্টিফিকট দেওয়া যাইবেক না এবং ঐ ইমতিহান হইবার নিমিত্তে কর্ম্মাকাঙ্খ যত ব্যক্তির নাম রেজিষ্টর হইয়াছে তাহা পাটনা ও মুরসিদাবাদ ও ঢাকা এবং চব্বিশ পরগনার জজ সাহেবেরা ইমতিহানের এক মাস পর্ব্বে সদর আদালতে রিপোর্ট করিবেন।

৮। যোগ্যতার পত্র প্রাপ্ত কর্ম্মাকাঙ্খিরদের ফর্দে যাঁহারদের নাম অগ্রে লেখা থাকে তাঁহারা কোন মোকামে মোকরর হইলে যদি তথায় যাইতে স্বীকৃত না হন তবে তাঁহারদের নাম ফর্দ্দের শেষে লেখা যাইবেক এবং তৎক্রমে তাঁহারা মোকরর হইবেন। গেজেট সন ১৮৪২ সাল ৩২৭ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ সাল ২৭ মে।

১। সদর আদালতের সাহেবের স্থির করিয়াছেন যে জজসাহেবেরদের আদালতের নাজিরেরদের স্থানে যে রূপে জামিন লওয়া যাইতেছে সেইরূপে প্রধান সদর আমীনেরদের এবং সদর আমীনেরদের আদালতের নাজিরেরদের স্থানে জামিন লইতে হইবেক। প্রধানসদর আমীনেরদের আদালতের নাজিরেরদের স্থানে ৫০০০ টাকার জামিন এবং সদর আমীনেরদের

আদালতের নাজিরেরদের স্থানে ১০০০ টাকার জামিন লইতে হইবেক। গেজেট সন ১৮৪২ সাল ৩৩৪ পৃষ্ঠা।

ই° ১৮৪২ সাল ২ জুন।

ডিক্রী জারী করণার্থ সম্পত্তি বিক্রয়ের বিষয়ে যেং ওজর হয় তাহার নিষ্পত্তি করণে দেওয়ানী আদালতের রীতি নির্ণয় ও স্থির করণের নিমিত্ত কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত নীচের লিখিত বিধি স্থির করিয়াছেন এবং তাহা সকল আদালতের উপদেশের নিমিত্ত এই সরক্যুলর অডরের দ্বারা নির্দ্ধার্য্য হইতেছেন।

১। এমত গতিকে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় করণের সামান্যতঃ যেং ওজর করা যায় তাহা তিন প্রকার।

প্রথম। নীলাম হওনের নিমিত্ত যে সম্পত্তির ইস্তহার হইয়াছে তাহা ওজরদারের নিকটে বন্ধক আছে।

দ্বিতীয়। যে টাকার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তির নীলাম হওনের ইশ্তিহার হইয়াছে সেই টাকার দায়ি জনের ঐ সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ ভাল নাহি কেন না ঐ সম্পত্তির অন্যং শরীক আছে এবং তাহারদের মধ্যে ওজরদার এক জন এবং ঐ সম্পত্তির বিভাগ হয় নাহি।

তৃতীয়। যে ব্যক্তি সেই টাকার দায়ি তাহার ঐ ক্রোক ও নিলামের জন্য ইশ্তিহার হওয়া সম্পত্তিতে কোন লাভ নাই এবং কোন লাভ কখন ছিল না অথবা ঐব্যক্তি কি তাহারপূর্ব্ব পুরুষের ঐসম্পত্তিতে যেলাভ ছিল তাহা তাহারা ইহারপূর্ব্বে শওদাপত্র কি দানপত্রের দ্বারা কিম্বা সম্পূর্ণ হস্তান্তর করণের

অন্য কোন প্রকারে ওজর দারকে দিয়াছিল কিম্বা ওজরদার যে ব্যক্তির স্থানে স্বত্ব পাইয়াছে তাহাকে দিয়াছিল।

২। প্রথম প্রকার ওজরের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখের ১০৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে বিধান হইয়াছে যে বন্ধক লওনিয়ার দাওয়ার বিষয়েতে কোন সরাসরী তহকীক করিতে হইবেক না যেহেতুক নীলামের পূর্ব্ব সম্পত্তির সঙ্গে বন্ধক দেওনীয়া ব্যক্তির যে সম্পর্কছিল নীলামের পর নীলামের খরীদারের ঠিক সেই সম্পর্ক আছে এবং বন্ধক লওনিয়া ব্যক্তির যে অধিকার এবং ভাল আছে নীলামের দ্বারা তাহার কোন প্রকারে ব্যাঘাত হয় নাই। সেই সময়ে আরো বিধান হইল যেসময় থাকিলে নীলামের কর্ত্তা এমত দাওয়া থাকনের সম্বাদ নীলামে ডাকনিয়া ব্যক্তির দিগকে জানাইবেন।

এই বিধানের মূল্য নিয়ম এই যে ঐ সম্পত্তিতে আসামীর কোন২ অধিকার ও ভাল আছে ইহা ওজরদার অস্বীকারকরে না অতএব ঐ বিষয়ে যে কোন তহকীক হইত তাহাতে ঐ নীলামের একেবারে নিষেধ হইত না কিন্তু ওজরদারের কি পর্য্যন্ত স্বত্ব আছে এবং সম্পত্তির উপর তাহার স্বত্বাধিকার যথার্থ কি ন এই মাত্র নির্ণয় হইত এবং সরাসরী তহকীকের দ্বারা এমত বিষয় উচিত মতে নিশ্চয় হইতে পারে না।

৩। দ্বিতীয় প্রকার ওজর এই যে ওজরদার ক্রোক হইয়া এবং নীলামের ইশ্তিহার হওয়া সম্পত্তির অংশের উপর দাওয়া রাখে এবং এমত দরখাস্ত করে যে ঐ অংশ নীলাম না হয় এবং যে টাকার নিমিত্ত সম্পত্তি নীলাম হওনের জন্য ইশ্তিহার হয় সেই টাকার দায়ি ব্যক্তির অংশ মাত্র নীলাম হয়।

এই প্রকার ওজর উক্ত মুল নিয়মানুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।

অতএব আদালত এই প্রকার ওজর শুনিবেন না এবং যে ব্যক্তি টাকার দায়ী কেবল তাহার অংশ নীলাম হওনের নিমিত্ত এবং ওজরদারের অংশ বা অংশ সকল নীলাম না হইবার নিমিত্ত ঐ টাকারদায়ি ব্যক্তির এবং ওজরদারের ব্যক্তিরদের নীলামের ইশ্তিহার হওয়া সম্পত্তিতে যে২ বিশেষ অংশ আছে তাহা মুৎফরক্কা সিরিশ্তায় নিশ্চয় করিবেন না যে হেতুক যে ব্যক্তি টাকার দায়া কেবল তাহার স্বত্ব ও লাভ বিক্রয় হয় অতএব ঐ সম্পত্তিতে অন্য২ শরাকেরদের যে অধিকার ও লাভ থাকে তাহার কিছু ব্যাঘাত হইবেক না। এইমত গতিকে ও নালামের সময়ে নীলামের কর্ত্তা ঐ সম্পত্তিতে ওজরদার বা ওজরদার সকল যে দাওয়া উপস্থিত করিয়াছে তাহা সকলকে জানাইবেন।

৪ তৃতীয় প্রকার ওজর এই যে ওজরদার নীলামে ধরিয়াদেওয়া সম্পত্তি বে করার কটে খরিদ করিয়াছে বা অন্য প্রকার তাহারসম্পূর্ণরূপে স্বত্বাধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে অতএবঐসম্পত্তি দেনদারের নহে। এইপ্রকার ওজরের বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিয়াছেন যেঐ প্রকার দাওয়ার সরাসরী তহকীক করিতে হইবেক কেন না ঐ কল্পিত নীলাম হইবেবকিনা তাহা ঐতহকীকের দ্বারা নিশ্চয় হইবেক। কিন্তুএই প্রকার সকলতহকীকের মূলনিয়ম এইযেমুৎফরক্কা সিরিশ্তায় সম্পত্তি কাহার দখলেআছে কেবলতাহাই তজবীজ করিয়া নিশ্চয় করিতে হইবেক এবংযদ্যপি এমত মাতবর প্রমাণহয়যে

সম্পত্তি ক্রোক হওনের পূর্ব্বে অথবা নীলামের জন্য ইশ্তিহার দেওনের পূর্ব্বে তাহা ওজরদার কি দাওয়াদারের দখলে ছিল তবে তাহার কথিত স্বত্ব যথার্থ কি না এই বিষয়ের তজবীজ না করিয়া নীলাম স্থগিত করণের উপযুক্ত কারণ আছে বোধ করিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তি ইহাতে নারাজ হন তিনি জাবেতা মত মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

৫ এবং ইহা বিশেষ রূপে স্মরণে রাখিতে হইবেক যে এই প্রকার নীলাম হইলে যে ব্যক্তির বিষয় বিক্রয় হয় নীলামের সময়ে তাহার ঐ সম্পত্তিতে যে স্বত্ব ও লাভ ছিল তাহা বিনা খরিদারকে আর কিছু বিক্রয় হয় নাই এবং আদালত আপনার ডিক্রীজারী করণেতে বিক্রীত দ্রব্যেরসম্পর্কে আসামী যে স্থানে ছিল কেবল সেইস্থানে খরীদারকে স্থাপন করিবেন।

৬। উক্ত বিধি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে সমান রূপে খাটিবেক। গেজেট সন ১৮৪২ শাল ৩৯৮ না° ৪০০ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ শাল ২০ জুন।

সর্ব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের ১৮৩৫ শালের ২৯ ডিসেম্বর নীচের লিখিত বিজ্ঞাপন পুনশ্চ করিতেছেন। তাহাতে এদেশীয় নানা শ্রেণীর বিচারকেরদের এবং আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীরদের কোন তেজারতীকর্ম্মে লিপ্ত হইবার নিষেধ হইয়াছে এবং সদর আদালতের সাহেবেরা আদেশ করিতেছেন যে জজ সাহেবেরা ঐ হুকুম সম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্য কারককে তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করিতে হুকুম করেন। গেজেট সন ১৮৪২ শাল ৩৮৩ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ শাল ২৪ জুন।

সদর আদালতের সাহেবেরা অবগত হইয়াছেন যে এদেশীয় বিচারকেরদের মধ্যে কেহ২ আপনারদের কাছারীর কাগজ পত্র সকলে ইংরাজী ভাষাতে সহী করেন এবং কখন ২ আপনারদের নাম সম্পূর্ণ রূপে না লিখিয়া নামের কেবল প্রথম অক্ষর লেখেন অতএব সদরআদালতের সাহেবেরা এব্যবহারের নিষেধ করিয়াছেন এবং হুকুম করেন যে বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ দেশীয় সমস্ত বিচারক আদালতের দলীল দস্তাবেজে আপনারদের নাম আপনারদের ভাষার অক্ষরে লিখিবেন এবং আপনারদের নামের কেবল প্রথমঅক্ষর না লিখিয়া সম্পূর্ণরূপে লিখিবেন। গেজেট সন ১৮৪২ সাল ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ শাল ২৪ জুন।

সরকারের নানা কার্য্যকারকের দিগকে ইহারদ্বারা জানান যাইতেছে যে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের হুকুমানুসারে এইবিধি হইয়াছে যে সরকারেরপক্ষে কিমিয়ার বিষয়ে যে কোন জিজ্ঞাসা বা কার্য্যহয় তাহা কলিকাতার মেডিকেল কালেজে কিমিয়াবিদ্যার শ্রীযুত শিক্ষকসাহেবের নিকটে সোপর্দ্দকরা যাইবেক এবং তিনি ঐ কার্য্য সম্বলিত সমস্ত পত্র বিনা মাশুলে পাঠাইতে এবং লইতে ক্ষমতা পাইয়াছেন। গেজেটে সন ১৮৪২ শাল ৩৮৪ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ শাল ২৪ জুন।

দৃষ্ট হইতেছে যে যে জিলাতে উর্দ্দূ ভাষার চলনআছে তাহার

কার্য্যকারক সাহেবেরদের নিকটে কখন২ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত মোকদ্দমার কাগজ পত্র পাঠান যাইতেছে। অতএব সদর আদালতের হুকুম ক্রমে তোমাকে আদেশ করিতেছি যে তুমি ১৮৩৯শালের ৫জুলাই তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ বিধির অনুসারে অবিকল রূপে কার্য্য করিবা। ঐ বিধিতে অন্যান্য জিলার সঙ্গে লিখন পঠনের বিষয়ের নিয়ম আছে। গেজেট সন ১৮৪২ সাল ৪৩২ পৃষ্ঠা।

ইং১৮৪২ সাল ১ জুলাই।

ফরিয়াদী কি আসামী আপীলের যে সকল দরখাস্ত মফঃস্বলের আদালতে অথবা সদর আদালতে দাখিল করে তাহার মধ্যে সমস্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের নাম না লিখিয়া ওগয়রহ অথবা অন্যান্য ব্যক্তি এমত শব্দ লিখিয়া থাকে তাহাতে প্রত্যেক রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে নির্দ্দিষ্ট হুকুমজারী হইতেপারে না এই প্রযুক্ত ঐমোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে শুননির নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে বারবার বিলম্ব হইতেছে এই ব্যবহার ১৭৯৩ শালের ৬ আইনের ১০ ধারার ৫ দফা দেশের নিমিত্ত ১৮০৩ শালের ৫ আইনের ১০ধারার ৩ প্রকরণের ১ বিধানের বিরুদ্ধ। অতএব আপীলের যে২ দরখাস্ত সমস্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের নাম না লেখা যায়তাহা বেদাড়া জ্ঞানকরিতে হইবেক এবং আইনানুসারে তাহা গ্রাহ্যহইতে পারে না। এবংরীতিমতে আপীলের দরখাস্ত হইলে আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ হিসাব করণের বিষয়ে যেরূপ কার্য্য হয় সেইরূপ কার্য্য এই প্রকার বেদাঁড়া দরখাস্তের বিষয়ে হইবেক না।

২। অতএব ইহার পর অধস্থ আদালতে আপীলাণ্টের বিপক্ষ যাহারা ছিল তাহারদের কোন একব্যক্তির নাম লিখিতে যদি আপীলাণ্ট ত্রুটি করে এবং তাহা না লিখনের কোন কারণ না দর্শায় তবে আপীলের মিয়াদের মধ্যে তাহারদের নাম লিখিয়া দাখিল করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইবেক কিন্তু তাহা যদি না করে তবে তাহার আপীল বেদাঁড়া বোধ হইবেক।

৩ আপীলের উক্ত প্রকার বেদাঁড়া দরখাস্ত সদর আদালতে পাঠাইবার নিমিত্তে যে জজ সাহেবেরদের এবং প্রধান সদর আমীনেরদের হজুরে দাখিল হয় তাঁহারা ঐ দরখাস্ত কারীর দিগকে পূর্ব্বোক্ত হুকুমের বিষয় জানাইবেন। গেজেট সন ১৮৪২ সাল ৪৩০ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ সাল ৮ জুলাই।

এক্ষণকার এমত ব্যবহার আছে যে খাস আপীলের নিষ্পত্তি হইলে জজ সাহেবেরা চূড়ান্ত ডিক্রীর মধ্যে কেবল ইহা লেখেন যে খাস আপীল মঞ্জুর হইয়াছিল কিন্তু সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে উত্তরকালে খাস আপীলের নিষ্পত্তি হইলে চূড়ান্ত ডিক্রীর মধ্যে ঐ খাস আপীল মঞ্জুর করণের হেতু লিখিতে হইবেক। গেজেট সন ১৮৪২ শাল ৩৭১ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ শাল ৮ জুলাই।

বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ দেশীয় বিচারকেরদের আদালতে উপস্থিত কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়ে মৌল

ৰী কিম্বা পণ্ডিতেরদেরব্যবস্থা লইতে তাহা পরওয়ানাওআর জীর দ্বারা না হইয়া ৰবকারীর দ্বারা হইবেক। গেজেট সন ১৮৪২ সাল ৩৮৪ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ সাল ৮ জুলাই।

কোন গতিকে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে যে ওজর হয় তাহা সরেজমীনে তহকীক করণের বিষয়ে ১৮৩৪ সালের ৪ জুলাই তারিখের সদর আদালতের নির্দ্ধারণ তোমার এবং তোমার এলাকার প্রধান সদর আমীনের বিজ্ঞাপন ওউপদেশের নিমিত্ত পাঠান যাইতেছে। গেজেট সন ১৮৪২ সাল ৪০০ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ সাল ৮ জুলাই।

সদর আদালতের হুকুমক্রমে আদেশ করিতেছি যে তোমার আদালতের যে আমালারা অন্যূন ১০ টাকা মাহিয়ানা পাইয়া থাকে তাহারদের কোন ব্যক্তি যদি কুক্রিয়া করণ প্রযুক্ত সরকারি কর্ম্ম হইতে তগীর হয় তবে শ্রীযুত কোর্টঅফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা সম্প্রতি যে হুকুম পাঠাইয়াছেন তাহার অনুসারে এই শিরিশতায় উক্ত প্রকার তগীর হওয়া ব্যক্তিরদের নামের এক রেজিষ্টর রাখিবার নিমিত্ত তাহার বিষয়ে রিপোর্ট নীচের লিখিত পাঠানুসারে করিবা।

২। সরকারী কার্য্যের অনুপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তুমি কর্ম্মে নিযুক্ত না কর এনিমিত্ত প্রতিবৎসরে ঐ রেজিষ্টরের এক চুম্বক তোমার নিকটে পাঠান যাইবেক। গেজেট সন ১৮৪২ সাল ৪৩২ পৃষ্ঠা।

ইং সন ১৮৪২ সাল ১৫ জুলাই।

১৮৩১ সালের ১ মার্চ তারিখের ১৪০ নম্বরী পেশ্চিম দেশের ১৮ জুন তারিখের ১ সরক্যুলর অর্ডরের মধ্যে ১৮৪০ সালের ২৩ আইনের বিষয়ে কার্য্যোপদেশ লেখা আছে ঐ সরক্যুলর অর্ডরের সম্পর্কে যে সম্পত্তির নীলামের নিমিত্ত মফঃসল আদালত হুকুম দিলে তাহার উপর কোন দাওয়া হইলে যে রূপ কার্য্য করিতে হইবেক তাহার বিষয়ে শ্রীযুতএকটিং এডভোকেট জেনরল সাহেব যে মত লিখিয়াছেন তাহা সদর আদালতের সাহেবেরা সর্ব্ব সাধারণ লোকদিগকে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ করিতেছেন।

২। কলিকাতার মধ্যে যে সম্পত্তি থাকে তাহার নিলামের হুকুম ৯নম্বরী কৈফিয়ৎ অনুসারে প্রস্তুত করা যাইবেক। এবং তাহার পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এক জন জজ সাহেবের দস্তখত হইলে পরে সরিফসাহেব ঐ আদালত হইতে বাহির হওয়া হুকুমনামা যে মতে জারী করেন সেই মতে তাহা জারী করিবেন।

৩। সদর আদালতের সাহেবেরা আরো হুকুম করেন যে দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানা বাহির করিলে উপরের লিখিত সরকুলর আর্ডরের (ক) চিহ্নিত পাঠের দুইদফার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত কথা লেখা যায়।

২ দফা। " যে ব্যক্তির দরখাস্তের পরওয়ানা বাহির হয় সে ব্যক্তির ঐপরওয়ানা জারীকরণের সমস্ত খরচা দিবেক। গেজেট ১৮৪২ সালের ৪৩০। ৪৩১ পৃষ্ঠা।

ই° ১৮৪২ সাল ১২ আগষ্ট।

সদরে দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৪মার্চ তারিখের ১৭১ নম্বরী সরকুলর অর্ডরের ২ দফার এক ভাগের অর্থ বুঝিতে ভ্রম হইয়াছে অর্থাৎ ঐ দফার শেষ ভাগে " পরিশোধ না হওনের তারিখ পর্য্যন্ত ঐ টাকার উপর সূদের হুকুম দিবেন এই যে কথা লেখা আছে তাহার মধ্যে " ঐ টাকা" এইকথাতে কোন টাকা বুঝায়। কেহ২ বোধ করেন যে এই দফার প্রথম ভাগে যে আসল টাকা ও সুদের বিষয় লেখা আছে উভয় বুঝায় অন্যে বোধ করেন যে ঐ কথাতে কেবল আসল টাকা বুঝায়। অতএব কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ঐ কথার এই অর্থ করিয়াছেন যে খে আসল টাকা এবং আদালতে নিরূপিত অমুক তারিখ অবধি অমুক তারিখ পর্য্যন্তের সদ আদালতের সাহেব ডিক্রীতে লিখিবার হুকুম পাইয়াছেন সুদ সুদ্ধ সেই আসল টাকা ঐকথাতে বুঝায়। এব° ঐ দফাতে এই " চিহ্নের মধ্যে যেকথা লেখা আছে তাহা ছাড়িয়া ঐ দফা পাঠ করিলে তাহার এই অর্থ স্পষ্ট বোধ হইবেক।

২ দফা। আরো জানান যাইতেছে যে ৭১৫ নম্বরী আইনের অর্থানুসারে যে খরচা ডিক্রী হয় তাহার উপর ডিক্রীর তারিখ অবধি টাকা দেওনের তারিখ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া সূদ দেওনের হুকুম হইতে পারে। গেজেট ১৮৪২ সাল ৪৪১ পৃষ্ঠা।

ই৲ ১৮৪২ সাল ১২ আগষ্ট।

ডিক্রীজারীক্রমে আমীনেরা যেসম্পত্তিবিক্রয়করে তাহার মূল্য খরিদারের দাখিল করণের কোনবিশেষ মিয়াদ আইনে নির্দ্দিষ্ট নাই। অতএব বাঙ্গলা প্রভৃতি ও উত্তর পশ্চিমদেশের সদর

দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে আমী নেরদের দ্বারা যেনীলাম হয়তাহার ইশ্‌তিহার নামহতে নীচের লিখিত কথা লেখা যাইবেক।

১ দফা। নীলামে সম্পত্তি খরিদ করণের সময়ে খরিদার যে মূল্যেতে তাহা ক্রয়করে তাহার উপর শতকরা ১০ টাকাকরিয়া বায়না স্বরূপ আমানত করিবেক এবং যদি তাহা না করে তবে ঐ সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় হইবেক।

২ দফা। স্থাবর সম্পত্তির নীলাম হইলে খরিদার তাহার মূল্যের সমুদায় টাকা নীলামের দিবসের পর ১৫ দিনেরমধ্যে দাখিল করিবেক তাহা ত্রুটি করিলে তাহার বায়নার টাকা জব্দ হইবেক। এবং ঐ সম্পত্তি প্রথম খরিদারের ঝুঁকিতে পুনর্ব্বার নীলাম হইবেক ঐ দ্বিতীয় নীলামেতে যদি তাহার ডাক অপেক্ষা অধিক ডাক হয়তবে প্রথম খরিদার সেই অধিক টাকা পাইবেক না যদি কম হয় তবে তাহার নিশাকরিবেক

৩ দফা। অস্থাবর সম্পত্তির মূল্যের সমুদায় টাকা নীলামের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এবং ঐ সম্পত্তি খরিদারকে দেওনের পূর্ব্বে দিতে হইবেক যদি খরিদার তাহা না দেয় তবে উপরের লিখিত বিধান মতে তাহার দণ্ড হইবেক।

৪। নীলাম যদি সিদ্ধ না করাযায় তবে বায়নার যে টাকা জব্দ হইয়াছিল তাহা হইতে ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকার উপর আমীনের রসূম বাদ দিয়া বাকী টাকা ডিক্রীদারের নিমিত্তে সম্পত্তির মালিকের নামে জমা হইবেক। গেজেট ৪৪২ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ সাল ১৯ আগষ্ট।

সদর দেওয়ানী আদালতের সরকূলর অর্ডরের ৩ বালমের

৬৮ সম্বন্ধক সরকুলর অর্ডরে জজ সাহেবেরদের আদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমায় আপনারদের খাজাঞ্চীর দিগকে কোন হিসাবের বহী তজবীজ করিয়া তাহার বিষয়ে রিপোর্ট করিতে হুকুম দেওয়া জজ সাহেবেরদের প্রতি নিষেধ হইয়া ছিল। উক্ত সরকুলর অর্ডরে কিছু অনিষ্ট হইয়াছে কিনা এবং কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহার রিপোর্ট করিবা।

২। হুকুম হইল যে এই পত্র প্রাপ্ত হওনের পরে ১৫ দিবসের মধ্যে তাহার উত্তর পাঠাইবা। গেঃ ১৮৪২ শাল ৪৪৬ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ শাল ৯ সেপ্টেম্বর।

গত জুন মাসের ২৪ তারিখের সরকুলর অর্ডর মতান্তর করিয়া সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে বিলাতের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত বিচারকেরা স্বেচ্ছামতে ইংরাজী কিম্বা অন্য কোন অক্ষরে আপনারদের নাম দস্তখত করিতে পারেন কিন্তু তাঁহারা আপনারদের নামের কেবল প্রথম না লিখিয়া সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ নাম দস্তখত করিবেন এবং নানা সময়ে নানা অক্ষরে না লিখিয়া সর্ব্বদাই একি অক্ষরে আপনারদের নাম দস্তখত করিবেন। গেজেট ১৮৪২ সাল ৫২৭ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ শাল ১৬ সেপ্টেম্বর।

গত জুলাই মাসের ৮ তারিখের সরকুলর অর্ডরের অনুক্রমে সদর আদালতের সাহেবেরা জানিতে চাহেন যে এদেশীয় ভাষার গেজেট যে সকল দপ্তরে ও কাছারীতে পাঠান যাইতেছে সেই ২ স্থানে তাহা সাবধান পূর্ব্বক গাঁথিয়া রাখা যাইতেছে

এবং যাহারা এ গেজেট দেখিতে চাহেন কিম্বা তাহার মধ্য হইতে কোনকথার নকলকরিয়া লইতে চাহেনতাঁহারা তাহা করিতে পারেন এই বিষয় তুমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছ কি না। যদি তাহা নিশ্চয় না জান তবেসেই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবা। গেজেট ১৮৪২ শাল ৫১২ পৃষ্ঠা।

ইং ১৮৪২ শাল ১৬ সেপটেম্বর।

১৮১৪ শালের ২৩ আইনের ৪২ ধারা এবং ঐ আইনের যে ৭৪ ধারা ১৮৩১ শালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণের প্রথম ভাগের দ্বারা প্রধান সদর আমীনের বিষয়ে খাটিবার হুকুম হইয়াছিল সেই দুই ধারা রদ হওয়াতে বৈঠকের সময়ে আদালতের অসম্ভ্রম করণের বিষয়ে মনসেফেরা যে জরিমানা করেন তাহা জজ সাহেবের নিকটে পূর্ব্বে রিপোর্ট না করিয়া উসূল করিতে তাঁহাদের প্রতি যে নিষেধ ছিল তাহা রহিত হইল এবং সাধারণ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরা যে জরীমানা করেন তাহা তাঁহারা আপনং ক্ষমতা ক্রমে উসূল করিতে পারেন। এক্ষণে দেশীয় বিচারকেরদের আদালতের অবজ্ঞার দণ্ড করণের বিষয়ে ১৮৪১শালের ৩০ আইন ভিন্ন আর আইন চলন নাই অতএব ১৮৪১শালের ৩০আইনের ৩ ধারার যে ফল হইতেছে তাহাতে নানা জিলার দেওয়ানী আদালতের কার্য্যকারকদিগকে মনোযোগ করিতে হুকুম হইল। গেং ৫২৮ পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রী হরিঃ

শরণং

সরকুলের আর্ডর।

অর্থাৎ

সদর নেজামত আদালত হইতে যে সমস্ত

সাধারণ লিপি।

ইং ১৮৪০ সাল নাং ১৮৪২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত

প্রচার হইয়াছে তাহা সারসংগ্রহ পূর্ব্বক

শ্রীযুত গোপীনাথ শীল কর্ত্তৃক

অনুবাদ হইয়া॥

শিবাদহ নিবাসী

শ্রী পীতাম্বর সেন দাং সিন্ধুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত

হইল॥

এই আইন শিবাদহের যন্ত্রালয়ে পাইবেন॥

ইং ১৮৪২ সাল। বাং ১২৫০ সাল।

নেজামত আদালতের

সূচিপত্র।

সূচিপত্র ।

সুচিপত্র।

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ॥

শরণং ॥

॥ কনেষ্ট্রকসন ॥

অর্থাৎ

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত কর্তৃক

ইং ১৮৪১ সাল নাং ১৮৪২ সাল পর্য্যন্ত আইন আকটের

যে সমস্ত অভিপ্রায় প্রচার হইয়াছে ॥

তাহা

শ্রীযুত গোপীনাথ শীল

কর্তৃক সংগ্রহ পূর্ব্বক অনুবাদ হইয়া ॥

কলিকাতা

শিবাদহ নিবাসী শ্রী পীতাম্বর সেন দাং সিন্ধুযন্ত্রে চতুর্থবার

মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥

সন ১২৪৯ সাল ।

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণঃ।

শরণং।

কনেষ্ট্রকসন।

অর্থাৎ

সদর দেওয়ানী ও নেজামত আদালত কর্তৃক
আইন ও আকটের অভিপ্রায়।

১৮২৫ আঃ ৪। ১৮২৮ আঃ ৮।

৮ জানের ১৮৪১। সং ১২৯০।

মাজিষ্টর কোন অপরাধীর প্রতি এক বৎসর মিয়াদ ও ২০০ টাকা জরীমানা ও তাহা না দিলে অপর দুই মাস মিয়াদ ও ১০০ টাকার তায়দাদে এক বৎসরের নিমিত্তে কেয়াল জামিন ও তাহা না দিলে ততকাল পর্য্যন্ত কয়েদের হুকুম দেওয়াইতে জিলা হুগলীর সেসন জজের বিবেচনায় মাজিষ্টর কর্তৃক ২ বৎসরের অধিক মিয়াদ দেওয়াতে শেষোক্ত আইনের বিধি উলংঘন বোধ হইয়া প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে ১৮২৫ সালের ৪ আইন ক্রমে মাজিষ্টরি ক্ষমতা ১৮২৮ সালের ৮ আইন ক্রমে কিছু অন্যথা হয় নাই এমতে মাজিষ্টরেরা পূর্ব্ব আইনের ক্ষমতার সম্পূর্ণ দণ্ড করিতে ও তদ্ভিন্ন জামীন তলব ও তাহা না দিলে আর এক বৎসর কয়েদের আদেশ করিতে পারিবেন কিন্তু সর্ব্বসুদ্ধা ৩ বৎসরের অধিক মিয়াদ হইবেক না।

১৩ ফিব্রুয়ারি ১৮৪১ সং ১২৯১।

গোপাল ও রামদাস ফৌজের ছাউনিতে কারবার করে কিন্তু তথায় তাহার দিগের বাস ছিল না গোপাল রামদাসের নামে ফৌজ সংক্রান্ত কোর্ট আফ রিকোএষ্টে নালিশ ও ডিক্রীর দ্বারা টাকা আদায় করিলে উক্ত মোকদ্দমা উক্ত আদালতের বিচার্য্য নহে বিবেচনায় ঐ টাকা ফিরিয়া পাওন জন্য রামদাস দেওয়ানী আদালতে নালিশ করাতে আদেশ হইল যে উক্ত প্রকারের মোকদ্দমা বিধিপূর্ব্বক দেওয়ানী আদালতের বিচার যোগ্য নহে।

১৭৯৩ আঃ ১৬ ধাঃ২।

২৬ মার্চ ১৮৪১। সং ১২৯২।

উক্তাইনক্রমে প্রধান সদর আমীনেরা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে কোন মোকদ্দমা সালিশ অর্পণ করিতে পারেন।

মন্তব্য সদর আমীনের বিষয়ে প্রশ্ন হওয়াতে কেবল তাহারি প্রতি উত্তর হইল।

১৮৩১ আঃ ৫ ধারা ৬ প্রঃ ৪।

৩০ আপ্রিল ১৮৪১। সং ১২৯৩।

উক্তাইনের লিখিত ইশতিহার আসামীকে এত্তেলা দেওনের পূর্ব্বে জারিকরিতে ও তদ্দারা উপস্থিত দাবীদারেরা খরচার অংশ দেওনের যোগ্য হইবেক।

১৮৩১ আঃ ৫ ধাঃ ১৯ প্রঃ২।

৪ মে ১৮৪১। সং ১২৯৪।

প্রধান সদর আমীন আপন নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা

উক্ত আইন মতে জজের নিকট করিলেও জজ তাহাতে অসম্মত হইলে তাহাই চূড়ান্ত ও তাহার আপীল হইবেক না।

২১ মে ১৮৪১। সং ১২৯৫।

মুনসেফেরা আপন আমলার জরিমানা করিলে জজের হুকুম ব্যতিরেক আদায় ও মাফ করিতে পারিবেন না ঐ জরিমানার হুকুমকারি মোনসেফ কর্তৃক স্বাক্ষর না হইলে জজকে না জানাইয়া মাফ করিতে পারিবেন।

১৮৩৭ আঃ ২৭ ধাঃ ৩৩। ৩৫।

২১ মে ১৮৪১ সং ১২৯৬।

আজিমগড়ের সেসন জজের প্রশ্নমতে আদেশ হইল যে উক্তাইন মফসল নিবাসি ব্রিটিস অধিকারস্থ ব্যক্তির প্রতি খাটিবেক না যেহেতু এমত কোন আইনে বিধি নাই যে উক্ত ব্যক্তিরা জিলার ফৌজদারী আদালতের অধীন হন।

১৮৩৩ আঃ ১২ ধাঃ২ প্রঃ ৬।

২৮ মে ১৮৪১। সং ১২৯৭।

উক্তাইন যোত্রহীনরূপে হওয়া মোকদ্দমায় খাটে কি না যশোহরের জজ কর্তৃক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে উকীল মৌকেলের মধ্যে আপোসে বন্দবস্ত হওয়া সকল মোকদ্দমায় উক্ত আইন খাটিবক।

২৮ মে ১৮৪১। সং ১২৯৮।

ব্রিটিস অধিকারস্থ নীলকর সাহেবেরা সর্ব্বদা ভূম্যধিকারি দিগের স্থানে ইজারাদি লইয়া কবুলতির এক দফায় লিখিয়া থাকেন যে পোলিস সংক্রান্ত যে সমস্ত হুকুম ভূম্যধিকারির

প্রতি চলিতাইন মতে হইবেক তাহার আঞ্জামের দায়িক ঐ নীলকর সাহেবেরা থাকিবেক কিন্তু নীলকর সাহেবেরা ব্রিটিনীয় প্রজাভাবে জিলা মাজিষ্ট্রেরের অনধীন জন্য উক্তকবুলতির লিখিত কর্ম্ম না করিলে ও দণ্ডনীয় হইতে পারেনা এমতে উক্ত বন্দবস্তমতে ভুম্যধিকারি মুক্ত হইতে পারে কি না ত্রিহুতের মাজিষ্ট্রর কর্তৃক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে ভূম্যধিকারিরা চলিত আইনমতে যেকর্ম্ম করণ জন্য বদ্ধ থাকে তাহা অপরের সহিত বন্দবস্ত করিলে মুক্ত হইতে পারেনা।

৪ জুন ১৮৪১ সাল। সং ১২৯৯।

দিহরাম সাহা সোনামুখীর মোনসফিতে গণেশ গরিয়ানের নামে ১৯৬ টাকার দাবীতে ১৮৪০ সালের ৬ জুন তারিখে নালিশ করিলে আসামী ঐ দাবী উড়াইবার চেষ্টায় আপন অন্তরঙ্গ গোপাল গরিয়ানের দ্বারা উক্ত মাসের ৫ তারিখে বরজোড়ার মোনসফিতে এক নালিশ তাহার আপন নামে উথাপন ও ৮ তারিখে কবুল দাবী ও আপন সমস্ত জায়দাদ বন্ধক দিয়া ঐ দিবস ডিক্রী করাইয়াছে এইক্ষণে উক্ত বিষয়ের কি কর্ত্তব্য বাঁকুড়ার জজ কর্তৃক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে উক্ত প্রতারণা জন্য ক্ষতি গ্রস্ত ডিক্রীদার আপন ক্ষতির দাবিতে ঐ প্রতারকের নামে জাবেতা নালিশ করে ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রোক থাকে।

১৮৩১ আঃ ৫ ধাঃ ৬ পঃ ৪।

১৮ জুন ১৮৪১। সং ১৩০০।

উক্তাইন মতে মোনসেফকে যেঅনুসন্ধান করিতে হয় তাহা

কেবল যে বিষয়ের নিমিত্তে নালিশ হইয়াছে ঐ নালিসের অন্তর্গত বিষয়ের মধ্যে কেহ দাবী করিলে তাহাতে খাটিবেক নতুবা মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ সম্পত্তির প্রতি খাটিবেক না।

১৮২৯ আঃ ১০ ফিস্তি ৫ খ ১ ধাঃ ৮।

২৫ জুন ১৮৪১। সং ১৩০১।

গোপাল আপন প্রাপ্ত ডিক্রী জারিতে আসামীর জায়দাদ নীলাম করাইবার উদ্যোগে রামদাস নামক ব্যক্তি মোজাহেম হইয়া ঐ জায়দাদে আপন সত্ব প্রমাণ করায় নীলাম স্থকিত ও গোপালের আপত্য থাকিলে হকিএতে নালিশের আদেশ হয় এইক্ষণে গোপাল দাবীর মূল্য কি রূপে করিবেক প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যেহেতু উক্ত মোকদ্দমা আসামীর জায়দাদ নীলাম করণের অনুমতি পাওন জন্য নতুবা দখলের নিমিত্তে নহে এমতে দাবীর আইন উক্ত ধারার ৪ প্রকরণ মতে জায়দাদের মূল্য ধরিয়া কি পাওনা টাকা ন্যূন হইলে ঐ টাকার দাবীতে নালিশ হইবেক।

১৮৩৪ আঃ ২ ধাঃ ৬।

২ জুলাই ১৮৩১। সং ১৩০২।

সেসন জজেরা উক্তাইন মতে বেতমারা দণ্ডের আদেশ করিতে পারিবেননা তাহা কেবল জেলের শাসন জন্য মাজিষ্ট্রেরের অধিকার।

১৮৩১ আঃ ৮ ধাঃ ৬।

১৬ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৩

উক্তাইন জারীর পূর্ব্বে যে সমস্ত সরাসরি ডিক্রী জজেরা করি

য়াছেন তাহা অন্যথা জন্য জাবেতা নালিশ ঐ জারীর পর ১বৎসরের মধ্যে করিতে হইবেক।

১৮৩১ আঃ ৫ ধাঃ ৫ পুঃ২।

১৬ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৪।

৩০০ টাকার অধিক খতের কিস্তি খেলাপী দাবী ৩০০ টাকার ন্যূন হইলে ও আসামী তাহাতে হাজির হইয়া আপত্তি নাক রিলে মোনসফেরা একতরফা বিচার করিতে পারিবেন তদ্রূপ ৩০০ টাকার অধিক ইজারার বাকী খাজনার দাবী ৩০০ টাকার ন্যূন হইলে ও পারিবেন।

১৮১৯ আঃ ৬ ধাঃ ৬ পুঃ ১।

১৫ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৫।

উক্ত আইনের অন্যথাচরণে কেহ সরকারি ফেরিয়া ঘাটের নিকটে আপননৌকায় পারাপার করিলে ১৮০৭সালের ৯আইনের ১৯ ধারার ক্ষমতাক্রমে মাজিষ্টর কর্তৃক ক্ষুদ্রাপরাধ জন্য দণ্ডনীয় হইবেক।

১৮২৯ আঃ ১০ ফিঃস্ত ৫ ক ১ ধাঃ ২

২০ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৬।

মোক্তারি কর্ম্ম করণ জন্য মাসিক বেতন ও খোরাকী দেওনের অঙ্গীকার থাকিলে তাহা উক্তাইনের নিরূপিত ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবেক।

১৮১৭ আঃ ২০ ধাঃ ১০ প্রঃ ৫।

৩০ জুলাই ১৮৪১। সং ১৩০৭

যশোহরের জজের প্রশ্নমতে আদেশ হইল যে উক্তাইন

মতে মাজিষ্টর কাহারো দণ্ড করিলে তাহার আপিল সেসন জজের নিকট হইবেক সুপেরেণ্টেণ্ডেণ্ট পলিসে হইবেক না।

১৮১৪ আঃ ২৩ ধাঃ ২৫ প্রঃ ৩।
২৮ আগষ্ট ১৮৪১ সাল সং ১৩০৮।

গোপাল রামদাসের নামে কবালার লিখিত জায়দাদে ভোগবান হওন জন্য মনসোবিতে নালিশ করিলে ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বেকালেক্টরসাহেব অপর ডিক্রীতে রামদাসের ঐ জায়দাদ নিলাম করিয়াছেন এইক্ষণে মনসোব গোপালের নামে খরিদারকে আসামী করণ জন্য অপর দরখাস্ত লইতে পারেন কিনা প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে খরিদারকে আসামী করণ জন্য দরখাস্ত ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারার

লিখিত ভুল শুধারা করণ জন্য তেতস্বায় দরখাস্ত গণ্য নহে যাহা লওন জন্য মনসোবের প্রতি নিষেধ আছে অতএব খরিদারকে আসামী করণ জন্য দরখাস্ত ফৈরাদীর স্থানে মনসোব লইয়া বিচার করিতে পারিবেক।

১৮৩৩ আঃ ১২ ধাঃ ২ প্রঃ ৫
১৫ সেপটেম্বর ১৮৪১ সাল সং ১৩০৯।

উক্ত প্রকরণ অপর মোকদ্দমার ন্যায় পার্শিরের মোকদ্দমায় খাটিবেক।

১৮২৩ আঃ ৬ ধাঃ ৫ প্রঃ ৪
২৪ সেপটেম্বর ১৮৪১ সাল সং ১৩১০।

উক্তাইনের লিখিত দাদনদারেরা কবুলতির মতাচরণ না

করিলে যেতিন গুণ জরীমানা হয় তাহা দাদনের টাকার তিন গুণ ও অতিম মোকদ্দমা মুলতবী সময়ের শুদ দিতে হইবেক কি না এলাহাবাদের জজ কর্তৃক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে দাদনের টাকার তিন গুণের অধিক শুদ দিতে হইবেক না।

---

১৫ আকটবর ১৮৪১সাল সং ১৩১১।

কোন আখাড়াধারী মোহন্তের নগদ টাকার মহাজণি কারবার ছিল সেব্যক্তিউম্মাদ হইলে ঐমোহন্তের কারবারে রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রাপ্তজন্য জজের নিকটতাহার চেলাদরখাস্ত করাতে জজের প্রশ্ন মতে আদেশ হইল যে উম্মাদ ব্যক্তির কেবল অস্থাবর বস্তুথাকিলে দেওয়ানী আদালত তাহাতে হস্ত নিঃক্ষেপ করিতে পারেন না কারণ কোন আইনোএমত বিধিনাই।

১৮১২ আঃ ৫ ধাঃ ৭।১০

১৮২২ আঃ ১১ ধাঃ ৩২।৩৩

১৮৪০ আঃ ৪ ধাঃ ১০

২২ আকটবর ১৮৪১ সাল সং ১৩১২।

নিলাম খরিদারেরা দেওয়ানীতে আপন স্বত্ব সাব্যস্ত না করিয়া কেবল ক্রোকেরদ্বারা সাবেক মালিকের পত্তনি তালুক অনধ্য করিতে পারেন কি না নদীয়ার মাজিষ্টর কর্তৃকপ্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যেশেষোক্তাইন মতে নালিশ উপস্থাপনহইলে যদি নিলাম খরিদার উত্তর করে যে বিধিপূর্ব্বক ক্রোককরিয়াছে তবেমাজিষ্টর নিশ্চয় করিবেন যে বিরোধী ভূমিরবিষয়ে.

শেষোক্ত ১০ ধারা খাটনের প্রতি নিষেধ আছে কি না তাহা নাথাকিলে খরিদারকে আপন স্বত্ব রক্ষা নিমিত্তে কোন নালিশ করিতে হইবেক না।

১৮১৪ আঃ ২৮

৩ ডিসেম্বর ১৮৪১ সাল স১৩১৩

গোপাল ইষ্ট্যাম্প মাশুল ও উকীল খরচা দিয়া রামদাসের নামে নালিশ করিলে রামদাস এক ডিক্রী জারী করিয়া গোপালের ভূমি সম্পত্তি নিলাম করার পরে গোপালের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি ও সদর আপিল হইলে তেতম্মা দরখাস্তের দ্বারা দাবা শুধরা হইয়া পুনর্ব্বিচার হওন জন্য উক্ত মোকদ্দমা ফেরত হয় গোপাল যোত্রহীন হওয়াতে অধিক ইষ্ট্যাম্প মূল্য দেওনে অশক্ত প্রযুক্ত প্রধান সদর আমীনের বিবেচনায় মোকদ্দমার মধ্যস্থলে পাঁপর অগ্রাহ্য বিধায় মোকদ্দমার নম্বর খারিজ ও সদরে সরাসরী আপিল হয় এই ক্ষণে গোপালের যোত্রহীনতার অনুসন্ধান পূর্ব্বক ঐ মোকদ্দমার বিচার কি নবশুট হইয়া নূতন নালিশ করিতে হইবেক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে যোত্রহীন জন্য শুধরা আরজীর ইষ্ট্যাম্প মূল্য দেওনে অক্ষম প্রযুক্ত তাহার যোত্রহীনতার অনুসন্ধান ও প্রমাণ হইলে বিচারের মধ্যে পাপর পাইতে পারিবেক ঐ মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন আদালতে উপস্থিত থাকিলে পাপর গ্রাহ্য জন্য জায়দাদের ফদ্দ সম্বলিত জজের নিকট দরখাস্ত করণ জন্য এক মিয়াদ দিবেন এবং জজ স্বয়ং অনুসন্ধান কি প্রধান সদর আমীনকে সোপরদ্দ করিবেন।

১৮৩৯ আঃ ৯ কনেষ্টকসন ১২৫০

১০ ডিসেম্বর ১৮৪১ সাল সং ১৩১৪।

উক্তাইনমতে যোত্রহীন না থাকা আসামী আপীল করণজন্য সাদা কাগজে ডিক্রীর নকল লইতে ওআপীলের দরখাস্ত সাদা কাগজে লিখিতে পারিবেক কি না প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যেডিক্রীর নকল সাদাকাগজে লইতে পারিবেক কিন্তুআপিলের দরখাস্ত ইষ্ট্যাম্পে লিখিতে হইবেক।

১৮৪১ আঃ ২৯ ধাঃ ১। ১৭৯৭ আঃ ১২ ধাঃ ৩

৩১ ডিসেম্বর ১৮৪১ সাল সং ১৩১৫।

সদর আদালতের আপিলের দরখাস্ত দাখিল করিলে ঐ দাখিলের দিন হইতে ঐদরখাস্ত সদরে পাঠাইবার জন্য জিলা আদালতে করিলে সদর আদালতে পৌহুঁছিবার দিন হইতে ৬ হপ্তার মধ্যে আপিলাণ্টকে মোকদ্দমার উদ্যোগ করিতে হইবেক সে উদ্যোগ কি প্রকার প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে ৬ হপ্তার মধ্যে আপিলাণ্ট স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া আপিলের ওজুহাত দাখিল না করিলে অনোদ্যোগ জন্য আপিল ডিষমিস হইবেক কেবল উকীল নিয়োগ করিলে আপিল ডিষমিসের প্রতিবন্ধক হইবেক না।

১৮৪১ আঃ ২০ ধাঃ ২

১৪ জ্যানুয়ারি ১৮৪২ সাল সং ১৩১৬।

দিল্লির জজের পত্রকরাতে আদেশ হইল যে উক্ত ধারার

সর্টিফিকট পাওন প্রার্থনায় যে দরখাস্ত করিতে হইবেক তাহা ১৮২৯সালের ১০আইনের (খ) চিহ্নিত ফিস্তির ৭ধারার লিখিত ইষ্ট্যাম্পে লিখিত হইবেক এবং ঐ দরখাস্ত দেশীয় ভাষায় লিখিত হইবেক কারণ আপত্ত্য কারীরা অনায়াসে জানিতে পারিবেন এবংউক্ত ধারার লিখিত সর্টিফিকট সাদা কাগজে দেওয়া যাইবেক।

১৭৯৩ আঃ ৪ ধাঃ ৩

১৮০৩ আঃ ৩ ধাঃ ৬

১৮ জ্যানুয়ারি ১৮৪২ সাল সং ১৩১৭।

প্রথমতঃ মোকদ্দমায় আসামীর আরজীর জওয়াব দিয়া গয়হাজির হইলে কি কর্ত্তব্য গাজিপুরের জজ প্রশ্ন করাতে আদেশ হইল যে উক্তাইন মতে ৮ দিবস মিয়াদে এক নোটিস আদালত ঘরে লটকাইতে হইবেক ইতিমধ্যে হাজির না হইলেএক তরফা বিচার হইবেক।

১৮৪১ আ ৩১

২৩ জ্যানুয়ারি ১৮৪২ সাল সং ১৩১৮।

উক্তাইন জারী কালীন যে সমস্ত ফৌজদারী মোকদ্দমা মুলতবি আছে তাহা ঐ আইনের বিধিক্রমে নিস্পত্তি হইবেক।

১৮৪১ আঃ ১৯ ধা ৩

১১ ফেবয়ারি ১৮৪২ সাল সং।১৩১৯।

উক্ত ধারাক্রমে যে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক তাহা দরখাস্ত কারীকে স্বয়ং করিতে হইবেক মোক্তারের দ্বারা হইবেক না।

১৭৯৩ আঃ ১৬ ধাঃ ২

১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪২ সাল সং ১৩২০

উক্তাইন ক্রমে সদর আমীন ও মনসোবেরা উভয়.বিবা দীর সম্পত্তির ক্রমে কোন মোকদ্দমা সালিসে সোপরদ্দ করি তে পারিবেক।

১৮১৪ আঃ ২৩ ধাঃ ২৭ প্রঃ ১

১৮৪১ আঃ ২৯

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪২ সাল সং ১৩২১

ফৈরাদীর অনোদ্যোগ বিষয়ে প্রথমোক্ত আইনে মনসোব দিগের যে নিয়ম আছে তাহা শেষোক্তাইনের দ্বারা অন্যথা হইয়াছে কি না এবং অনোদ্যোগ জন্য ডিসমিস করণের পূর্ব্ব মনসোবকে ছয় হপ্তা অপেক্ষা করিতে হইবেক কি না মোরা দাবাদের জজ কর্ত্তৃক প্রশ্ন হওয়াতে আদেশ হইল যে নিক্ষ পিত সময়ের পর ছয় হপ্তার মধ্যে অনোদ্যোগ জন্য মনসোব কর্ত্তৃক ডিসমিস করণ বিষয়ের কোন আইন শেষোক্তাইন ক্রমে অন্যথা হয় নাই শেষোক্তাইনের অভিপ্রায় এই মাত্র যে ছয় হপ্তার অধিক কোন মোকদ্দমা মুলতবি না থাকিলে ডিসমিস হয়। গেজেট ১৮৪২ সাল ২০৯ পৃষ্ঠা।

১৮৩১ আঃ ৩১

১৮ মার্চ ১৮৪২ সাল সং ১৩২২।

আজিমগড়ের সেসন জজের প্রশ্নমতে আদেশ হইল যে উক্তা ইনে যে নিষ্পত্তি ও হুকুম শব্দ আছে তাহা মোকদ্দমার বিচা র কালীন হুকুমের বিষয়ে খাটিবেক না এমতে অধস্থ আদা

লতের বিচার কালীনের হুকুমের প্রতি উপস্থিত আদালতের হস্ত নিক্ষেপের প্রতি উঠাইনে নিষেধ নাই।

৯ মার্চ ১৮৪২ সাল সং ১৩২৩।

মনসোবেরা যেমুতফরক্কা হুকুম করিবেন তাহার নকল সাদা কাগজে দিবেন এবং তাহার আপিল এক মাসের মধ্যে করিতে হইবেক কিন্তু প্রার্থনা করিলে পর নকল পাইতে যে বিলম্ব হইবেক তাহা বাদ পড়িবেক।

মন্তব্য যে তারিখে নকল জন্য প্রার্থনা করে ও যে তারিখে প্রস্তুত হয় তাহা সর্ব্বদা মনসোবে ঐ নকলে লিখিতে হইবেক

১৮১৭ আ ১৭ ধা ৮ প্র ৫

২১ মার্চ ১৮৪২ সাল সং ১৩২৪।

মাদকদ্রব্য খাওয়ানো ও চৌর্য্য করণের মোকদ্দমায় উক্তাইন খাটিবেক না।

১৮৩৫ আঃ ১১

১১ মার্চ ১৮৪২ সাল সং ১৩২৫।

বেহারের সেসন জজসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন ব্যক্তির ১৮৩৫ সালের ১১ আইনের উল্লংঘনের দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার জরিমানা করণের অতিরিক্ত মাজিষ্টেট সাহেবেরা ঐ আইনানুসারে তাহাকে কএদ করিতেই হইবেক কি না এবং উক্ত আইন মতে যে জরিমানা করা যায় তাহা না দেওয়া গেলে তাহার পরিবর্ত্তে জরিমানা হওয়া ব্যক্তিকে অধিক কালের নিমিত্ত কএদ করিতে হইবেক কি না এবং যদি কএদ করিতে হয় তবে কত কালের নিমিত্ত।

প্রথম জিজ্ঞাসার এইউত্তর হইল যে তাহাই করিতে হইবেক এবং দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার উত্তরে সেসন জজ সাহেবকে ১৮৩৯ সালে ২ আইন দেখিবে হুকুম হইল গে ১৮৪২ সাল ৩৪৫পৃষ্ঠা।

১৮৪১ আঃ ৩১

১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪২ সাল সং ১৩২৬।

মুরাদাবাদের সেসন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে জাইণ্ট মাজিষ্টেট সাহেব যে কোন ক্ষমতা পাইয়াথাকুন তাঁহার হুকুমের উপর ১৮৪১ সালের ৩১ আই নানুসারে কেবল সেসন জজ সাহেবের নিকটে আপিল হইতে পারে। অতএব ৮৫৮নম্বরী আইনের অর্থ রদ হইল। গেজেট ১৮৪২ সাল ৩৪৫ পৃষ্ঠা।

১৮৪১ আ ২৯ ধা ২

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪২ সাল সং ১৩২৭।

১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ২ ধারায় এই কথা লেখা আছে যে কোনগতিকে মোকদ্দমা বা আপিল ডিসমিস হয় অতএব মুরদাবাদের জজ সাহেব এই বিধির এইসাধারণ কথার বিষয়ে জিজ্ঞাসাকরিলেনযে আপিলহওয়া মোকদ্দমার জওয়াব দিতে রিস্পাণ্ডেণ্টের তলব না হইলে যদি সেইব্যক্তি জওয়াব দেয় এবং উকীলকে নিযুক্ত করে এবং ঐ আপিল উক্ত আইন অনু সারে ডিসমিস হয় তবে ঐ রিস্পাণ্ডেককে আদালতের খরচা দেওয়াইতে ডিক্রী করিতে হইবেককি না। তাহাতে বিধান হইল যে প্রতিবাদীব্যক্তির তলব না হইয়া আদালতে যেউপ স্থিত হইবেকএমত গতিক জজসাহেবের উল্লেখ হওয়াধারার

অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না বোধ হইতেছে। যেহেতু ঐ প্রতিবাদী ব্যক্তিকে রিস্পাণ্ড করিতে অর্থাৎ জওয়াব দিতে তলব না হইলে তাহাকে প্রকৃত মতে রিস্পাণ্ডেণ্ট বলা যায় না। পুনশ্চ জজ সাহেবকে ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ দেখিতে হকুম হইল। ঐ নম্বরী আইনের অর্থেতে রিস্পাণ্ডেণ্ট শব্দ কেবল প্রতিবাদী ব্যক্তি বুঝায় এমত লেখে। গেজেট ১৮৪২ সাল ৩৪৫ পৃষ্ঠা।

১৮১৪ আ ২৫ ধা ১৫

১৮১৬ আ ১৭ ধা ৭ প্র ৮

১৫ আপ্রিল ১৮৪২ সাল সং ১৩২৮

পাটনার সেসন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল সেসন আদালতে বিচারার্থ কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহাতে পোলিসের আমলারদের কোন দোষ যদি সাব্যস্ত হয় এবং ঐ দোষ প্রযুক্ত ঐ আমলাকে সরকারী কর্ম্ম হইতে তগীর করিবার আবশ্যক বোধ হয় তবে সেসন জজ সাহেব ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮১৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ধারার ৮ প্রকরণানুসারে তাহাকে তগীর করিতে পারেন। গেজেট ১৮৪২ সাল ৩৪৫ পৃষ্ঠা।

১৮১৯ আ ৭ ধা ৫। ৬

২৭ মে ১৮৪২ সাল সং ১৩২৯।

চব্বিশ পরগণার মাজিস্ত্রেট সাহেব নীচের লিখিত জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন তাহার উত্তর ঐ জিজ্ঞাসার নীচে লেখা আছে

জিজ্ঞাসা।

১ কোন মিস্ত্রি কি মুচি কিম্বা অন্য কোন প্রকার কারিগর আপনার মুনিবের স্থানে টাকা দাদন লইয়া কোন বিশেষ কাল বা কোন বিশেষ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট না করিয়া যদি সামান্যত কার্য্য করিতে স্বীকার করিয়া থাকে তবে তাহাদের বিষয়ে ঐ ১৮১৯ সালের ৭ আইন খাটে কি না।

উত্তর।

যদি খাটনির কোন বিশেষ কাল নিরূপণ না হয় অথবা যদি কোন বিশেষ কর্ম্ম করিবার চুক্তি না হয় তবে ১৮১৯ সালের ৭ আইনের ৫ ধারা খাটে না।

জিজ্ঞাসা।

২ উক্ত বিধানের সম্পর্কীয় মোকদ্দমা কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা বিচার হইতে পারে যে জিলার মধ্যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল কি কর্ম্ম করিতে চুক্তি হইয়াছিল তাহার কি জিলাতে দোষী ব্যক্তি বাস করে অথবা যে জিলাতে ঐ ব্যক্তি পলায়ন করিয়া থাকে সেই জিলায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা

উত্তর।

যে জিলাতে বন্দোবস্ত করা গিয়াছিল তাহার মধ্যে অথবা আসামী যে জিলাতে বাস করে তাহার মধ্যে উক্ত প্রকার নালিশ হইতে পারে। গেজেট ১৮৪২ সাল ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

১৮৪১ আঃ ৩১

২০ মে ১৮৪২ সাল সং ১৩৩০।

১৮৪১ সালের ৩১ আইনের ফৌজদারী মোকদ্দমায় আপিলের আইনের বিষয়ে ত্রিহুতের সেসন জজ সাহেব নীচের লিখিত দুই জিজ্ঞাসা করিলেন।

১। যে ব্যক্তির দণ্ডের সংখ্যা প্রযুক্ত আপিল করণের ক্ষমতা আছে, সেই ব্যক্তি আপিল করিলে ঐ মোকদ্দমা ঘটিত অন্য যে দণ্ড ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৮ এবং ৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে পড়ে তাহা সেসন জজ সাহেব অন্যথা করিতে পারেন কি না। তাহাতে বিধান হইল- যে অন্যথা করিতে পারেন না।

২। যে ব্যক্তির আপিল করিতে নিতান্ত ক্ষমতা আছে সেই ব্যক্তি যদি আপিল না করে কিম্বা আপিল করিতে গাফিল করে তবে ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় অন্য যে ব্যক্তির দণ্ড ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের সীমার মধ্যে পড়ে সেই ব্যক্তির প্রতি আপিল করিতে অনুমতি হইতে পারে কিনা তাহাতে বিধান হইল যেঅনুমতি হইতে পারেনা। গেং ১৮৪২ সাল ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

১৮২৯ আ ১০

১৫ আপ্রিল ১৮৪২ সাল ১৩৩১।

সাদাকাগজে লিখিত এক দলিলের উপর ইষ্ট্যাম্প বসাইবার নিমিত্ত ঢাকার জজ সাহেব তাহা ফিরিয়া দিলেন। কিন্তু রাজ্যের কার্য্যকারক সাহেবেরা বোধ করিলেন যে তাহাতে ইষ্টাম্প বসাইবার আবশ্যক নাই এবং উক্ত জজসাহেব তাহার

বিষয়ের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে উক্ত প্রকার বিষয় নির্ণয় করণের ক্ষমতা আইনমতে জিলার রাজস্বের কার্য্য কারক সাহেব দিগকে এবং হালিল ও নিমক ও আফিন বোর্ডের সাহেবের দিগকে অর্পণ হইয়াছে। অতএব তাঁহারা যদি কহেন যেকোন দলিল দস্তাবেজই ষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই তবে আদালতে তাহা গ্রাহ্য করিতে হইবেক। গে ঐ ঐ

১৮৪১ আ ৩১

২৮ আপ্রিল ১৮৪২ সালে সং ১৩৩২।

ছিলটের সেসন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুমের পর উপরোক্ত আইনানুসারে আপিল হইলেযদি তাহা ঐদণ্ডাজ্ঞা কিহুকুম হওনের পরএক মাসের মধ্যে না হয় তবে তাহা অগ্রাহ্য এবং যে কার্য্যকারকে নিকটে আপিল হয় তিনি আপনার বিবেচনানুসারে আইন মতে এক মাসের পর আপিল লইতে পারেন না। গে ঐ ঐ।

১৮৪০ আ ৪

১৫ আপ্রিল ১৮৪২ সাল সং ১৩৩৩।

বেদখল হওনের কোন২ মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের কি প্রকার অর্থ করিতে হইবেক তাহার বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিত পত্র কাউনের একাটং মাজেষ্ট্রেট সাহেব বরেলির সেসন জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইলেন এবং তিনি পশ্চিম দেশের নিজামৎ আদালতে তাহা পাঠাইলেন।

১৮৪০সালের ৪ আইন সম্পর্কে বেদখল হওনের বিষয়কয়েক মোকদ্দমা আপনার দৃষ্টির নিমিত্ত পাঠাইতেছি।

তাহা দেখিয়া আপনি অবগত হইবেন যে এই সকল মোক দ্দমা জমীদার ও কটকিনাদারের মধ্যে বিরোধের বিষয় পরন্তু ভূমির বিশেষ লেখা অংশের দখলের বিষয়ে নহে কিন্তু জমী দারের সরবরাহ করণের এবং তাহার খাজানা আদায় কর ণের স্বত্বের বিষয়ে। এইপ্রকার মোকদ্দমায় উক্ত আইন খাটে কি না আমার অনেক সন্দেহ হয় অতএব আপনার কি অভি প্রায় তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

এই প্রকার যে অন্য তিন মোকদ্দমা এই জিলায় পূর্ব্বকার মাজিস্ত্রেট সাহেবের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহাও পাঠা ইতেছি। ঐমোকদ্দমায় কটকিনাদারেরদের সেই জমীদারীতে পূর্ব্বে দখল ছিল বলিয়া তাহারদিগকে দখল দেওয়ান গেল এবং জমী দারেরা আপন২ ভূম্যধি কারের স্বত্বের বিষয়ে যে দাওয়া করিলেন তাহা অগ্রাহ্য হইল।

আমার বোধ হয় যে এই প্রকার মোকদ্দমা যদি ঐ আইনের অভিপ্রায়ের মধ্যে জ্ঞান করা যায় তবে ঐ আইনের ১০ধারানু

১। খানসিংহ ওং ফরিয়াদি। হরকরণ সিংহ আসামী।
২। মতি ওং ঐ। পূর্ণপ্রকাশ সিংহ ঐ।
৩। রাণী সখাবদ ঐ। দৌলত সিংহ ঐ।
৪। মতি ওং ঐ। পূর্ণপ্রকাশ সিংহ ঐ।
১। পরমানন্দ ফরিয়াদী। গঙ্গারাম ওং আসামী।
২। বক্তুল্লা ওং ঐ। কমলউদ্দীন ঐ।
৩। সদাসুখলাল ঐ। চৌধুরী আবদুল আলী ঐ।

সারে তাহার নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল এবং জমীদারের দিগকে বেদখল না করিয়া বরং তাঁহারদের জমীদারীর সরবরাহ কার্য্যে তাঁহারদিগকে বহাল রাখা উচিত ছিল এবং যে ব্যক্তি তাঁহার দিগকে বেদখল করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাকে বেদখল করণের ক্ষমতা পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে হুকুম দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে ভূম্যধিকারীরদের ক্রোক ও বেদখল করণের শক্তি আছে তাঁহারদের ভূম্যধিকারীত্বক্রমে সেই ক্ষমতা থাকিতে ও ঐ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণের নিমিত্ত আদালতে তাঁহারদের নালিশ করিতে হইতেছে। কিন্তু ঐ আইনের এমত কদাচ অভিপ্রায় হইতে পারেনা। আমি তাহার এই অর্থ করি যে যে আইনের দ্বারা কোনং নিয়মক্রমে জমিদারকে ক্রোক ও বেদখল করণের শক্তি দেওয়া গিয়াছিল সেই শক্তি ক্রমে তিনি যথার্থরূপে কার্য্য করিয়াছেন কি না এই বিষয় ঐ২ আইনানুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক এবং এই বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের দ্বারা কোন মতান্তর হয় নাই।

আর বি মরগেন।

তাহাতে বিধান হইল যে উক্ত প্রকার মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা না থাকন বিষয়ে উক্তপত্রে যাহা লেখেন তাহা যথার্থ। গেজেট ১৮৪২ সাল ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

১৮৪১ আ ২৯

১৫ আপ্রিল ১৮৪২ সাল সং ১৩৩৪।

১৮৪১ সালের ২৯ আইনের যে ভাগে লেখে যে ১ধারানুসারে কসুর প্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে ও যদি কালের এবং

আপিল করণের মিয়াদের খেলাফ হওয়া প্রযুক্ত আপিল কর
ণের প্রতিবন্ধক না থাকে তবে আপিলাণ্ট নূতন করিতে আ
পিল করিতে পারেন। এই ভাগের উপলক্ষে ফরক্কাবাদের জজ
সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে ঐ আইনের
কথা সাধারণ এবং সকল আপিলের বিষয়ে খাটে অতএব
যদি জিলার জজ সাহেবের আদালতের কোন আপিলাণ্ট ১৮৪১
সালের ২৯ আইনানুসারে কশুর করে এবং ঐ আইনের বি
ধির অনুসারে যদি তাহার মোকদ্দমা নথী হইতে উঠান যায়
তবে তাহার আপিল মিথ্যা হইল। গেজেট ৩৪৯ পৃষ্ঠা।

১৮১৬ আ ১৫

২৮ আপ্রিল ১৮৪২ সাল সং ১৩৩৫।

মুরাদাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান
হইল যে আফগানস্থান অর্থাৎ বিদেশে উপরি সৈন্যের যে এক
শ্রেণীর হুদ্দাদার ও সিপাহী যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহা
রদের বিষয়ে ১৮১৬ সালের ১৫ আইনের বিধি খাটে।

১৮৩৮ আ২৭ ধা২

২৭ মে ১৮৪২ সাল সং ১৩৩৬।

জিলা ভাগলপুরে উপস্থিত এক মোকদ্দমা ঐ জিলা হইতে
খারিজ হইয়া ১৮৩৮ সালের ২৭ আইনের ২ ধারার বিধির
অনুসারে জিলা পুরণিয়াতে দাখিল হইল এবং ঐ জিলার জজ
সাহেব বিচারার্থ তাহা সদর আমীনের নিকট অর্পণ করেন।

তাহাতে পুরনিয়ার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে ঐ সদর আমীনের ফয়সালার উপর আপিল পুরণিয়ার জিলা আদালতে হইবেক এবং ভাগলপুরের জিলাতে হইবেক না।

দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর আর্ডর।

৩ পুস্তক। ১৭৭ সংখ্যা।

১৩ মে ১৮৪২ সাল ১৩৩৭।

১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সদর আদালতের ছাপাহওয়া ১৭৭ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের সম্পর্কে আমীনেরদের কার্য্য ও মেহনতানার বিষয়ে ত্রিপুরার জজ সাহেব নীচের লিখিত জিজ্ঞাসা করিলেন।

১ যখন সরেজমীনে তদারকের অতিরিক্ত ভূমির জরীপ করিতে হয় তখন ঐ আমীনের অধীনে এক জন মুহুরির এবং এক বা কয়েক জন নলি যুক্ত করিতে এবং আমীনের মেহনতানা ছাড়া অথচ ঐ আমীনের মেহনতানার অধিক না হয় এমত মেহনতানা তাহারদিগকে দিতে আদালতের শক্তি আছে কি না। তাহাতে বিধান হইল যে আদালতের শক্তি আছে।

২ যদি ভূমির পরিমাণ এমত অধিক হয় যে একজন আমীন উপযুক্তসময়ের মধ্যে তাহার দখল দেওয়াইতে পারে না তবে আমীনের মেহনতানার অনধিক পৃথক২ মেহনতানা দিয়া এক বা কয়েক জন এসিষ্ট্যাণ্টকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে আদালতের ক্ষমতা আছে কি না। তাহাতে বিধান হইল যে আদা

পশ্চিম দেশের আদালত। ১৮৪২ সাল ৭ জানুয়ারি।

লত নিযুক্ত করিতে পারেন।

৩ ভূমির পরিমাণ যত অধিক হউক এবং কার্য্যের যত বা হুল্য হউক যে আমীন তাহার দখল দেওয়াইবার কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহাকে ৶৹ আনার অধিক মেহনতানা আদালত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন কিনা। তাহাতে বিধান হইল যে পারেন না।

১৮৩২ আঃ ২ ধাঃ ২ প্রঃ ২.

১০ জুন ১৮৪২ সাল সং ১৩৩৮।

১৮৩২ সালের ২ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে লেখে যে সিঁদবা চুরী হইলে যদি তাহাতে কোনশারীরিক হানি নাহয় তবে যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়া থাকে সেব্যক্তি তহকীকের দর খাস্ত না করিলে তহকীক করিতে পারে না। তাহাতে ময়মন সিংহের একটিং সেসন জজসাহেব জিজ্ঞাসা কহিলেন যে এই আইন থাকিতেও ঐ ব্যক্তির পোলিসে সিঁধের বিষয়ে সম্বাদ দিতে হয় কি না। তাহাতে বিধান হইল যে আইনের দ্বারা ঐ রূপক্ষতি বিশিষ্ট ব্যক্তির কোন সম্বাদ দিবার আবশ্যক নাই কিন্তু যদি সেইব্যক্তি জমিদার হয় এবং তদুপলক্ষে তাহার রি পোটকরিতে হয়তবে দেওনের আবশ্যকআছে।গেজেট ঐঐ

১৮৪১ আঃ ২৯

১৮ মে ১৮৪২ সাল সং ১৩৩৯।

আলাহাবাদের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে মনসোবে র আদালতে কোনমোকদ্দমার জওয়াব দাখিল করণের পূর্ব্বে

১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধি খাটিতে পারে কি না। তা হাতে উভয় সদর দেওয়ানী আদালত এই বিধান করিলেন যে ৭৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ পরিবর্ত্তে হইয়া উক্ত আইন খাটি বেক এবং জওয়াব দাখিল করণের পূর্ব্বে ছয় সপ্তাহ অতীত না হইলে কোন মোকদ্দমা কসুর প্রযুক্ত নথী হইতে উঠান যাইতে পারে না।

১৮২৯ আঃ ১০

(খ) চিহ্নিত তফসীল প্র ৮

১৮ মে ১৮৪২ সাল সং ১৩৪০ ।

মীরেটের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে খেরাজী জমীদারীর নানা অংশের বিষয়ে মোকদ্দমা হইলে সমুদয় জমীদারীর জমার অনুসারে প্রত্যেক অংশের জমা ধরিয়া ১৮২৯ সালের ১০ আইনের (খ) চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণানুসারে মূল্যের হিসাব করিতে হইবেক এবং কোন জিলার ঐ অংশের আন্দাজী বিক্রয়ের কিম্মত অনুসারে মূল্য ধার্য্য করণের যে যে আইনী ব্যবহার হইতেছে তদনুসারে করিতে হইবেকনা যথা। যদি দশসনী বন্দোবস্তেরসামিল সালিয়ানা ১০০০ টাকার জমার কোন মহালের সিকির বিষয়ে মোকদ্দমা হয় তবে তাহার মূল্য ৭৫০/ টাকা ধরিতে হইবেক অর্থাৎ সেইঅংশের সালিয়ানা ২৫০ টাকা জমার তিন গুণ।

২৩ মে ১৮৪২ সাল সং ১৩৪১।

ডিক্রীদার আপনার ডিক্রী অন্যকে দিলে তাহার বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহার বিধান।

ফুতেপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল

যে রামের পক্ষে ডিক্রী হইয়া ডিক্রীদার আপনার যদি সে ব্যক্তি তাহার পিঠে লিখিয়া গোপালকে ঐ ডিক্রী দেয় তবে দেওয়ানী আদালত ঐ খারিজ দাখিল রীতিমতে মঞ্জুর করণের নিমিত্ত খারিজ দাখিল করণীয়া রামের আবশ্যক যে সে স্বয়ং অথবা সেই বিশেষ কারণে মোক্তার নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা জোবানীতে বা দরখাস্তের দ্বারা গোপালকে ঐ ডিক্রী দেওনের সম্বাদ দেয় পরে ডিক্রী জারী করণের হুকুম আশল ডিক্রীদারের নাম কাটিয়া গোপালের নাম লেখা যাইবেক। গেজেট ১৮৪২ সাল ৩২১ পৃষ্ঠা।

১৮১৩ আঃ ৬ ধাঃ ৩

২৯ মার্চ ১৮৪২ সাল সং ১৩৩২।

নদীয়ার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে তাহাকে সদর আদালত নীচের লিখিত উত্তর দিলেন।

নদীয়ার পূর্ব্বকার জজ সাহেবের গত ২০ সেপ্টেম্বরের ২১৬ নম্বরী পত্র সদর আদালতের সাহেবেরা বিবেচনা করিয়া এই উত্তর দিতেছেন যে ঐ পত্রেতে যে ফয়সলার বিষয় লেখা আছে তাহা ১৮৪০ সালের ২৮ ডিসেম্বর হইয়াছিল এবং ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারানুসারে মোকদ্দমা সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা ঐ প্রকার ফয়সলা জারী করণের নিমিত্ত যেহয় মাস মিয়াদের মধ্যে আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে তাহা

১৮৪১ সালের ২৯ জুনের পূর্ব্বে অতীত হয় নাই। কিন্তু এই মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী ব্যক্তি যে শেষ দিন অর্থাৎ ২৮ জুনে দরখাস্ত করিতে পারিত তাহা এবং তাহার পরদিন অর্থাৎ ২৯ জুন পরবের দিন ছিল অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিতেছেন যে ঐ ২৯ জুনের পর যে প্রথম দিনে আদালতের কাছারী হয় সেই দিনে ঐ ব্যক্তি আপনার দরখাস্ত গুজরাইতে পারে।

নদীয়ার জজ সাহেব যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া সদরআদালতের সাহেবেরা এইসাধারণ বিধান করিয়াছেন যে আইন মতে যদি কোন ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে আদালতে কোন প্রস্তাব করিতে হয় তবে ঐ মিয়াদের শেষ দিন রবিবার কি অন্য কোন পরবের দিন হইলে সেই ব্যক্তিকে ঐ মিয়াদের পর সেই প্রস্তাব করিতে অনুমতী দেওয়া যাইতে পারে। গেজেট ১৮৪২ সাল ৩৭৩ পৃষ্ঠা।

১৭ জুন ১৮৪২ সাল সং ১৩৪৩।

কোন আশামী দেশান্তর হইলে তাহার নামে এত্তেলা নামা জারী হইতে না পারিলে তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা চালান যাইতে পারে না।

চাটিগাঁর জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোনব্যক্তি বিলায়তে গমন করিলে তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালান যাইতে পারে কিনা তাহাতে বিধান হইল যে আসামীকে যদি রীতিমতে এত্তেলা নামা না দেওয়া যায় এবং দেওয়া যাইতে

ব্যাপারে ইহা জানা যায় তবে একতরফা মোকদ্দমা হইতে পারে না। গেজেট ১৮৪২ শাল ৩৭৩ পৃষ্ঠা।

১৮৪০ আঃ ৪

৮ জুলাই ১৮৪২ শাল সং ১৩৪৪।

বিধান হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন আশিষ্টাণ্ট সাহেব ১৮৪০শালের ৪ আইনানুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন। গেজেট ১৮৪২শাল ৩৭৩পৃঃ।

১৮১৩ শাল আঃ ১০ ধাঃ ৩২।

২ জুলাই ১৮৪২ শাল সং ১৩৪৫।

চব্বিশ পরগণার সেসন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে শরাবের দোকান কেবল অধিক রাত্রিপর্য্যন্ত খোলা রাখিলে তাহা "অসঙ্গত কর্ম্মের" মধ্যে গণ্য হয় আইনের এমত অর্থ ও অভিপ্রায় নহে অতএব মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮১৩ শালের ১০ আইনের ৩২ ধারানুসারে ঐ কর্ম্মের দণ্ড করিতে পারেন না। কিন্তু যে সময়ে দোকান খোলা রাখিবার নিষেধ আছে সেই সময়ে দোকান খোলা রাখাতে যদি কোন হঙ্গামা কিম্বা অন্য কোন অপরাধ হয় তবে আবকারের কর্ম্ম অসঙ্গতবোধ হইতে পারে এবং অসঙ্গত কর্ম্মের যে দণ্ড নিরূপণ হইয়াছে সেইব্যক্তি সেইদণ্ডের যোগ্য হইতে পারে। গেজেট ১৮৪২ শাল ৪৭৯ পৃষ্ঠা।

১৮১৭ সাল আঃ ১২ ধাঃ ২৪
১৮১৯ সাল আঃ ১ ধাঃ ৩ প্রঃ ২।
২ আগষ্ট ১৮৪২ সাল সং ১৩৪৬।

পুরণিয়ার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ২৪ ধারাতে যে হুকুম আছে অর্থাৎ আদালতের জজ সাহেব পাটওয়ারীরদের হিসাব তলব করিলে তাহারদের সেই হিসাব দাখিল করিতে হইবেক সেই হুকুম অধস্থ আদালতের বিষয়ে ও খাটিবেক। এবং যে মুনসেফেরদের ঐ ধারার মতে আচরণকরা আবশ্যকহয় তাঁহারদের উচিত যেকোন পাটওয়ারী তাঁহারদের হুকুম না মানিলে তাহাকে এক লিখন সমেত জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান। গেজেট ১৮৪২ সাল ৪৭৯ পৃষ্ঠা।

১৮৪০ আঃ ৪
২ আগষ্ট ১৮৪২ সাল সং ১৩৪৭.

চব্বিশ পরগণার সেসন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮৪০সালের ৪ আইনানুসারে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি না হইতে.২ মাজিষ্ট্রেট সাহেব মালগুজারীর অথবা পাট্টাদারের কোন ভূমি ক্রোক করিতে পারেন না এবং উক্ত আইনানুসারে তিনি কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি করণের পূর্ব্বে ১৮২৭ সালের ৫ আইন ক্রমে কালেকটর সাহেবকে কোন ভূমি ক্রোক করিবার হুকুমদিতে পারেন না। গেজেট ১৮৪২ সাল ৪৭৯ পৃষ্ঠা।

১৮০৫ আঃ ২ ধাঃ ২ ।

১ জুলাই ১৮৪২ সাল সং ১৩৪৮ ।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছে

তাহা জারী করিবার মিয়াদের বিধান।

• বারাণসের অতিরিক্ত জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে সরকারের পক্ষে যে ডিক্রী হইয়া থাকে সেই ডিক্রী হওনের বারো বৎসরের পর সরকার তাহা জারী করণের দরখাস্ত করিবার অধিকার রাখেন কি না। তাহাতে বিধান হইল যে ১৮০৫ সালের ২ আইনের ২ ধারাতে যে কথা লেখা আছে অর্থাৎ সরকারের তরফ হইতে কোন মোকদ্দমার হেতু আরম্ভ অবধি ৬০ বৎসরের মধ্যে যদি নালিশ হয় তবে আদালত তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন সেই কথা সরকারের তরফ হইতে উপস্থিত হওয়া সকল দাওয়া দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের দ্বারা শুনানি ও বিচার এবং নিষ্পত্তি হওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে কিন্তু যে দাওয়ার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনা। অতএব ১৩৬ নম্বরী আইনের অর্থেতে যে বিধি আছে অর্থাৎ ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত করিতে বিলম্বের কোন যথার্থ ও মাতবর কারণ দর্শান গেলে ঐ ডিক্রী বারো বৎসরের পরেও জারী হইতে পারে সেই বিধির অনুসারে কি সরকারের পক্ষে কি সাধারণ ব্যক্তির পক্ষের ডিক্রী জারীর বিষয়ে সর্ব্বত্র কার্য্য করিতে হইবেক। গেজেট ১৮৪২ সাল ৪৭৯ পৃষ্ঠা।

অস্থাবর বস্তু অন্যায় ও জবরদস্তী করিয়া

বেদখল করণের বিষয়ের এবং এমত

গতিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্ত ক্ষেপ করণের অধিকারের বিষয়ের বিধান।

১ জুলাই ১৮৪২ সাল সং ১৩৪৯।

আজিম গড়ের সেসন জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে অন্যায় মতে এবং জবরদস্তীতে কোন ব্যক্তি কোন জায়দাদ কি অন্য অস্থাবর সম্পত্তি হইতে বেদখল হইলে ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া দেওনের নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না। তাঁহাতে বিধান হইল যে ঐ সম্পত্তি অন্যায় মতে এবং জবরদস্তীতে বেদখল করা গিয়াছে এই বিষয় সাব্যস্ত হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কিন্তু যদি এই মত প্রমাণ হয় যে ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির নিকটে পাওয়া গিয়াছে সেই ব্যক্তি ঐসম্পত্তি জবরদস্তী করিয়া অথবা বেআইনী কোন কর্ম্মের দ্বারা দখল করে নাই এবং ঐসম্পত্তির উপর তাহার কোন দাওয়া অথবা অধিকার আছে বলিয়া সেই ব্যক্তি তাহা আটক করিয়া রাখিয়াছেন তবে সেই মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে শুনানির যোগ্য ফৌজদারী আদালতে শুননির যোগ্য নহে। গেজেট ১৮৪২ সাল ৪৭৯ পৃষ্ঠা।

১৮৩৯ সালের ৩০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর। ডিক্রীদার যখন নীলামে আপন খাতকের সম্পত্তি খরীদ করে তাহার বিষয়ে বিধান।

৫ আগষ্ট ১৮৪২ শাল শং ১৩৫০।

১৮৩৯ সালের ১৮ জানুয়ারি তারিখের ৩০ নম্বরী ছাপা হওয়া সুরক্যুলর অর্ডরের বিষয়ে মেদিনীপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে যদি ডিক্রীদার আপন খাতকের কোন সম্পত্তি কালেক্টরী নীলামে আপন ডিক্রীর সংখ্যার অপেক্ষা অধিক টাকাতে খরীদ করে তবে ঐ ডিক্রীদারের ঐ খরীদের সমদয় টাকার উপর শতকরা ১৫ টাকার হিসাবে আমানৎ করিতে হইবেক অথবা আপনার পাওনা টাকা বাদদিয়া বাকী সমস্ত টাকা দাখিল করিতে হইবেক যেহেতুক আপনার ডিক্রীর টাকা বাদে বাকী টাকা যদি ডিক্রীদার দাখিল না করে তবে ঐ নিলাম অসিদ্ধ হইবেক এবং খরিদার যে বায়নার যত টাকা দিয়াছিল অথবা যত টাকা ডাকিয়াছিল সেই সমুদয় হারিবেক। গেজেট ১৮৪২ সাল ৪৮১ পৃষ্ঠা।

১৭৯৩ আ ৩৬

১২ আগষ্ট ইং ১৮৪২ সাল সং ১৩৫১।

সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের প্রতি বাকর গঞ্জের জজ সাহেব ১৮৪২ সালের ১১জুলাই তারিখে যেপত্র লিখেন তাহার চুম্বক।

২ দফা। রাম এই দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিয়াছে যে আমি গোপালকে এক বিক্রয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলাম কিন্তু রেজিষ্টরি দপ্তরের কার্য্যকারক ঐ বিক্রয় পত্র এই ওজর করিয়া গাহ্য করিলেন না যে ইহার পূর্ব্বে কোন এক ব্যক্তি যাহার

দের দ্বারা দস্তখত হওয়া রামের এক মোক্তারনামা আনিয়া এবং ঐ সাক্ষীর দিগকে তাহার বিষয়ে শপথ করাইয়া সেই মোক্তার নামার ক্ষমতা ক্রমে অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণেরনামে লেখা রামের সেই রূপ এক বিক্রয় পত্র রেজিষ্টরি করিয়া লই য়াছে। তাহাতে রামরেজিষ্টরী কর্ম্ম কারকের নিকটে দরখাস্ত করিলযেঐ বিক্রয়পত্রএবংমোক্তারনামা উভয়ই জাল অতএব যা হাতে আমার ক্ষতি না হয় আপনি এমত উদ্যোগ করুন কিন্তু উক্তকার্য্য কারক সাহেব কোন কারণ না দিয়া ঐদরখাস্ত নাম ঞ্জুর করিলেন ঐ দরখাস্তের উপর যে হুকুম লেখা গেল তাহা তে এমত কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই যে ঐ দরখাস্তের তারিখেরপরে মোক্তারনামা প্রকৃত কি জাল এই বিষয়েতে কোন তজবিজ করা গিয়াছিল কি না। তাহাতে আমি বোধ করি যে২ মোক্তা রনামা ও বিক্রয়পত্র পূর্ব্বে রেজিষ্টরি করা গিয়াছে সেই উভ য়ের বিষয়ে যদি কিছু তজবিজ না করা গিয়াথাকে তবে যথার্থ প্রতিপালনের নিমিত্তে রেজিষ্টর সাহেবকে সেই মত তজবিজ করণের হুকুম দেওয়া উচিত এবং যদি ঐ উভয় পত্র বিশেষতঃ মোক্তার নামা জাল হইয়াছে দৃষ্ট হয় তবে জাল করণের কি মিথ্যা শপথ করণের নিমিত্তে কি মাতব্বর কারণ হইলে উভয় দোষের নিমিত্ত অপরাধী দিগকে ফৌজদারী আদালতে সোপ রদ্দ করিতে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিতে রেজিষ্টর সাহেবের উচিত।

৩ দফা। কিন্তু বর্দ্দিলদজাবেজের রেজিষ্টরী দপ্তরের কার্য্যকার কের কোন কার্য্যেতে হাত দেওনের ক্ষমতা জজ সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে ইহা আমি কোন আইনেতে দেখি না বরংজজ

সাহেবের প্রতি হুকুম আছে যে ঐ দপ্তরের কোন বেদাঁড়া কর্ম্ম দেখিলে তাহা গবর্ণমেণ্টে জানান। অতএব ইহা নূতন বিষয় হওয়াতে আমি সদর আদালতের হুকুম পাইবার নিমিত্ত তাহার বিষয়ে দরখাস্ত করা স্থিত করিলাম।

৪ দফা। বোধ হয় যে অন্য এক বিষয়ে আপনারদের অভিমত স্পষ্ট করিয়া জানাইতে হইবেক। উপযুক্ত ক্ষমতা পন্ন আদালতে যদি ঐ মোক্তার নামা কি রেজিষ্টরী হওয়া বিক্রয় পত্র জাল সাবুদ হয় তবে আমি বোধ করি যে রেজিষ্টরী কার্য্য কারকের উচিত যে পূর্ব্বের রেজিষ্টরী কাটিয়া ফেলেন এবং একণে রেজিষ্টরীর নিমিত্ত যে বিক্রয়.পত্র আনা গিয়াছিল তাহা রেজিষ্টরী করেন। এইমত হইলে কি অন্যকোন অবস্থায় রেজিষ্টর সাহেব যদি কোন পত্র রেজিষ্টরী করিতে কিম্বা রেজিষ্টরী হইলে পর তাহা বাতিল করিতে অস্বীকার করেন তবে তাঁহাকে সেই রূপ কার্য্য করাইবার নিমিত্ত জজ সাহেব কোন আপীলের দর খাস্ত লইতে পারেন কি না।

তাহাতে কলিকাতার সদর আদালত এই উত্তর করিলেন।

রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্ত যে দলীল দস্তাবেজ দাখিল হয় তাহা রেজিষ্টর সাহেবের অবশ্য রেজিষ্টরী করিতে হইবেক। এবং দুই বিক্রয় পত্রের মধ্যে কোন পত্র যথার্থ ও প্রকৃত এই বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে হইবেক এবং দেওয়ানী আদালত তাহার নিষ্পত্তিকরিবেন। কিন্তু রেজিষ্টর সাহেবের উচিত যে ঐ দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী.কারি ব্যক্তি যদি

আপনি হাজির হয়তবে সেইব্যক্তি সেই কি না ইহা মনঃপ্রত্য স্বরূপে অবগত হন কিন্তুযদি মোক্তারের দ্বারা ঐ দলীলদস্তা বেজ রেজিষ্টরী হওনের নিমিত্ত পাঠান যায় তবে মোক্তার নামাতে রীতিমত্তে সাক্ষিরদের দস্তখৎ আছে কি না এবংতাহা মাতবর কি না এই বিষয় নিশ্চয় করিতে হইবেক।

পশ্চিম দেশের সদর আদালত তাহাতে সম্মত হইলেন। গেজেট ১৮৪২ সাল ৪৮১ পৃষ্ঠা।

১৮১২ আঃ ৩ ধাঃ ৯ প্রঃ ৩।৪ ও ৫

২৫ জুলাই ১৮৪২ সাল সং ১৩৫২।

আজিম গড়ের সেসন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে যে স্থানে দাঙ্গা হঙ্গামা হওয়াতে মনুষ্যের প্রাণহানি হইয়াছে সেই স্থানের কিছু অন্তর নানা গ্রামের জমীদারের দিগকে ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৯ ধারার ৩।৪।৫ প্রকরণের অনুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত সর্টিফিকট দিতে হুকুম করিতে পারেন না যে ঐ দাঙ্গা হঙ্গামার পলাতক দোষীরা আমারদের জমীদারীর সরহদ্দের মধ্যে নহে। গেজেট ১৮৪২ সাল ৪৮৩ পৃষ্ঠা।

১৮৪১ আঃ ৩১।

২৫ জুলাই ১৮৪২ সাল সং ১৩৫৩।

উত্তর পশ্চিম দেশের নিজামত আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে আজিমগড়ের সেসন জজসাহেব ১৮৪২ সালের ২ জুলাই তারিখে যে পত্র লেখেন তাহার চুম্বক।

আমি এই বিষয় নিশ্চয় জানিতে চাহি যে কি প্রকার অপরাধকে ক্ষুদ্র অপরাধ কহা যায় অর্থাৎ ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৮ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেদণ্ড করিতে পারেন তাহার অনধিক দণ্ডের যোগ্য তিনি যে অপরাধ বোধ করেন এই মত প্রত্যেক অপরাধ ঐ আইনের নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র অপরাধের মধ্যে গণ্য হইবেক কিনা। দুই মোকদ্দমা আমার নিকটে উপস্থিত হওয়াতে আমি এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এক মোকদ্দমাতে রামের নামে আদালতের অবজ্ঞা কি হুকুমের বাধকতা করণের দোষ সাব্যস্ত হওয়াতে সেই অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার ৩০ টাকা জরীমানা হইয়াছে অথচ ঐ অপরাধ তদপেক্ষা ভারি দণ্ডের যোগ্য। অতএব জিজ্ঞাসা করি যে সেই অপরাধে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অল্প দণ্ড করাতে তাহা ক্ষুদ্র অপরাধ জ্ঞান হইয়া আসামীর তৎপ্রযুক্ত আপীল করিতে প্রতি বন্ধকতা আছে কি না। দ্বিতীয় মোকদ্দমাতে গোপাল চৌধুরীর নামে এইনালিশ হইয়াছিল যে খাজনার টাকা পাঠাইবার নিমিত্ত তাহার গাড়ি যোগাইয়া দিতে হইয়াছিল এই ছল করিয়া ঐ গোপাল অযথার্থ রূপে কৃষ্ণের গাড়ি আটক করিয়া জবরদস্তী করিয়া তাহার স্থানে টাকা লইল তাহাতে ঐ গোপালের ৫০ টাকার কম জরীমানা হইল। জবরদস্তী করিয়া টাকা লওন অতি ভারি অপরাধ কিন্তু এই মোকদ্দমাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা ক্ষুদ্র বোধ করিলেন অতএব জিজ্ঞাসা করি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাহা ক্ষুদ্র বোধ করাতে সেই অপরাধ ক্ষুদ্রজ্ঞান হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দণ্ডাজ্ঞা চূড়ান্ত হইবেক

কি না তাহাতে পশ্চিম দেশের সদর আদালত যে উত্তর দিতে প্রস্তাব করিলেন তাহা এই।

এই সদর আদালত সেসন জজ সাহেবকে জানাইতেছেন যে অপরাধ ভারি কি না ইহা নিশ্চয় করণের এবং সেই অপরাধে কত শাস্তি দেওয়া বিহিত তাহা নিশ্চয় করণের ভার চলিত আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি আছে কিন্তু ১৮০৩ সালের ৬ আইনের ৮। ৯ ধারায় যে সীমা নিরূপিত আছে তাহার অতিরিক্ত দণ্ড তিনি করিতে পারেন না। অতএব উপরের উক্ত উভয় মোকদ্দমার উপর সেসন জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইতে পারেনা। ফলতঃ সেই রূপ আপীল হইলে ও তদপেক্ষা ভারি দণ্ড করণের বিষয়ে সেসন জজ সাহেব কিছু করিতে পারেন না। যেহেতু ১৮৪১ সালের ৩১ আইনের ৪ ধারানুসারে কোন আপীল আদালতকে দণ্ড বৃদ্ধি করিতে নিষেধ হইয়াছে।

কলিকাতা সদর আদালত তাহাতে সম্মত হইয়াছে। গেজেট ১৮৪২ সাল ৪৮৩ পৃষ্ঠা।

১৮৩২ আঃ ২ ধাঃ ২ প্রঃ ২।

৫ আগষ্ট ১৮৪২ সাল সং ১৩৫৪।

ফরক্কাবাদের শেসন জজ সাহেবের জিজ্ঞাশা করাতে বিধান হইল যে ১৮৩২ সালের ২ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের লিখিতপ্রকার বিষয়ে পোলীশের আমলা ঐ আইনের লিখিত হুকুমাত না পাইয়া সরেজমীনে গিয়া তদারক করিলে তাহা

বেআইনী হয় কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেইরূপ তদারক করা যদি বিহীত বোধ করেন তবে পোলীসের আমলাকে সেইরূপ তদারক করিতে হুকুম দিলে তাহা বেআইনী হয় না। গেজেট ১৮৪২ সাল ৪৮৩ পৃষ্ঠা।

১৮২৯ আঃ ১৪।

৫ আগষ্ট ১৮৪২ সাল সং ১৩৫৫।

ফতেপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ভিন্ন রাজার অধিকারে যাহারা বাস করিয়া ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ্যের সীমার মধ্যে ভূমি বা অন্য সম্পত্তি রাখে তাহারা যদি কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে বা জওয়াব দেয় তবে ১৮২৯ সালের ১৪ আইনের বিধির অনুসারে তাহারদের খরচার জামীন দিতে হইবেক। গেজেট ১৮৪২ সাল ৪৮৩ পৃষ্ঠা।

১৮৩৯ আঃ ৯ ধাঃ ১।

১৯ আগষ্ট ১৮৪২ সাল সং ১৩৫৩।

সদর দেওয়ানী আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা বিধান করিতেছেন যে যোত্রহীন মতে নালিশ করণের অনুমতী পাইবার দরখাস্ত ১৮৩৯ সালের ৯ আইনের ১ ধারানুসারে জিলার জজ সাহেব নামঞ্জুর করিলে তাহার হুকুমের উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে। গেজেট ১৮৪২ সাল ৫০৫ পৃষ্ঠা।

১৮২৩ আঃ ৬ ১৮৩৬ সাল আঃ ১০।

২ সেপ্টেম্বর ১৮৪২ সাল সং ১৩৫৭।

মেদিনী পূরের সেসন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কোন সরাসরী মোকদ্দমা ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে উপস্থিত হইলেযদি নিষ্পত্তি হওনের নিমিত্ত তাহা ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের ৫ ধারানুসারে প্রধান সদরআমীন কি সদর আমীনের প্রতি সোপর্দ্দ হয় তবে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধান মতে তাঁহার ফয়সলার উপর আপীল হইতে পারিবেক না। গেজেট ১৮৪২ সাল ৫০২ পৃষ্ঠা।

১৮২৯ আঃ ১০ (খ) তফসীলের প্রঃ ১০।

৫ আগষ্ট ১৮৪২ সাল সং ১৩৫৮।

কানপূরের জজ সাহেব আলাহাবাদের সদরদেওয়ানী আদালতে নীচের লিখিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

সিক্কা ৫০০০ টাকার শতকরা ৪ টাকা শূদের গবর্ণমেণ্টের এক প্রোমিসরী নোট অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত এক আপিলী মোকদ্দমা আমার আদালতে হইয়াছে কিন্তু আমার বোধহয় যে ঐ আপিল উপরিস্থ আদালতে করা উচিত ছিল।

তাহাতে আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেব যে পত্র লিখিলেন তাহার চুম্বক।

আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা বোধ করেন যে জজ সাহেবের ঐ আপিল গুনি

বার আইনমতে কোন আপত্তিনাই। তাঁহারা কহেন যে সিক্কা ৫০০০্ টাকা পাওনের নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় নাই কিন্তু যে কাগজের মূল্য কোম্পানির ৫০০০ টাকা ধরা গিয়াছে এমত কোম্পানির কাগজের বিষয়ে মোকদ্দমা হইয়াছে এবং ঐকাগজ এক্ষণে বাজারে বিক্রয়হইলে যতটাকার বাবৎ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে ততঃটাকা পাওয়া যাইত না। ঐ কাগজ ৪৬০০ টাকার নিমিত্ত বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল এবং কথিত আছে যে এক্ষণে ৪৯৩০ টাকাদিলে তাহাউদ্ধার হইতে পারে।

কলিকাতার সদর আদালতের উত্তর।

গত মাসের ৫ তারিখে ১৫৫৭নম্বরী তোমার পত্র সদর আদালত পাইয়া এই উত্তর দিতেছেন যেউক্ত মোকদ্দমা ৫০০০টাকার কোম্পানির কাগজ ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু ঐ টাকা সিক্কা কি কোম্পানীর ইহা আরজীতে লেখানাইএবং ঐ সংখ্যা অর্থাৎ ৫০০০ টাকার মোকদ্দমার ইষ্টাম্পের মাশুল ১৫০টাকা এবংযে আদালতে ঐ মোকদ্দমা আদৌ উপস্থিতহয় ঐ আদালতে মোকদ্দমার মূল্যের বিষয়ে কোনওজর হয়নাই। এই ২ কারণে আলাহাবাদের সদর আদালতের অধিকাংস জজ সাহেবেরদের মতে কলিকাতার সদর আদালতও সম্মত হইয়াবোধ করেন যে ঐ আপীল জিলার আদালতে বিচার হইতেপারে। গেজেট ১৮৪২সাল ৫০৬পৃষ্ঠা

১৮৪০ আঃ ৪ ধাঃ ২। ১৮২৩ আঃ ৬।

১৮৩৬ আঃ ১০।

২ সেপ্টেম্বর ১৮৪২ শাল সং ১৩৫৭।

মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ত্রেট সাহেব ঐ জিলার সেসন জজ সাহেবের দ্বারায় নীচের লিখিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

রামনামে একজন রাইয়ত আদালতে এই আরজী দিল যে খ নামক একজন নীলকর সাহেবের স্থানে দাদনলইয়া যে নীল গাছের বিষয়ে বিরোধ হইতেছে তাহা তাঁহার নিমিত্ত উৎপন্ন করিলাম। কিন্তু গ নামক অন্য একজন নীলকর সাহেব আমার উৎপন্ন ঐ গাছ লইয়া যাইতে উদ্যত আছেন। অপর গ নামক ঐ নীলকর সাহেব কহেন যে আমি ঐরামকে দাদন দিয়াছিলাম এবং সে ব্যক্তি আমার নিমিত্তেও নীলের কৃষি করিয়াছে রাইয়ত কহে যে এ সকল মিথ্যা।

এই প্রকার মোকদ্দমা ১৮৪০ শালের ৪ আইনের ২ ধারানুসারে বিচার করিতে হইলে আমি বোধ করি যে ঐ বিবাদী ফশলের দখিলকার রামকে জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেই ব্যক্তিআপন বিবেচনা মতে খ নামক সাহেব অথবা গ নামক সাহেব অর্থাৎ যাঁহাকে সে উচিত বোধ করে তাঁহাকে ফশল দিতে পারিবেক এবং গ নামক সাহেবকে জবরদস্তী করিয়া ঐ ফশল লইতে ম্যাজিস্ত্রেট সাহেব নিষেধ করিতেপারেন। এবং গ নামক সাহেবশূতরাং রাইয়তের নামে অথবা খ নামক সাহেবের নামে ১৮২৩ শালের ৬ আইন ও ১৮৩৬ শালের ১০ আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারেন এবং যদি ঐ সাহেব বিলম্ব নাকরিয়া ঐ আদালতে নালিশ করেন ও তাঁহার দাওয়া যদি নামক সাহেবের দাওয়া হইতে

যদি খ নামক সাহেবের দাওয়া হইতে বলবৎহয় তবে সরাসরী তজবীজ ক্রমে জামিন দিয়া ঐ বিবাদী নীলগাছ কাটিয়া লইয়া যাইতে পারেন। আমি বোধ করি যে এই রূপ কার্য্য করাতে গ নানুক সাহেবেরা যত্ন উপযুক্ত মতে রক্ষা হইতে পারে।

সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কহিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই বিষয়ে যাহা বিবেচনা করিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে। গেজেট ১৮৪২ সাল ৫০৭ পৃষ্ঠা।

৫ আগষ্ট ১৮৪২ সাল সং ১৩৬০।

আমানৎ হওয়া টাকা উকীলকে দেওনের বিষয়ি বিধি।

ফতেপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে বাদী কি প্রতিবাদীর পাওনা যে টাকা আদালতে আমানৎ হয় সেই টাকা তাহারদের উকীলকে দিতে যদি ওকালৎ নামাতে বিশেষ হুকুম না লেখা থাকে তবে তাহা উকীলকে দেওয়া যাইবেক না এবং যদি ওকালৎ নামায় বিশেষ হুকুম না হইলে ঐ টাকা উকীলকে দেওয়া যায় তবে আদালতের যে আমলা ঐ টাকা দেন তিনি ঐ টাকার বিষয়ে নিজে দায়ী হইবেন। গেজেট ১৮৪২ সাল ৫০৭ পৃষ্ঠা।

১৮৪১ সাল আঃ ৩১ ধাঃ ২।

৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪২ সাল সং ১৩৬১।

কটকের সেসন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৮ ধারায় নির্দ্দিষ্ট বিশেষ গতিকে যদি মাজিষ্ট্রেটসাহেব ২০০ টাকার অনধিক জরীমানা করেন তবে তাঁহার হুকুমের উপর আপীল হইতে পারেনা। কিন্তু

মাজিস্ত্রেট সাহেব যদি ঐ আ[illegible]
জরীমানার হুকুম দেন তবে [illegible]
মানা করেন সেই ব্যক্তি[illegible] আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকার ব্যক্তি
ইহা তাঁহার হুকুমের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লেখেন। এবং মাজি
স্ত্রেট সাহেব ঐ হুকুমে এই কথা স্পষ্ট করিয়া না লিখিলে
তাঁহার দ্বারা ৫০ টাকার অধিক যেকোন জরীমানার হুকুম হয়
তাহার উপর আপীল হইতে পারে। গেঃ ১৮৪২সাল ৫০৭ পৃষ্ঠা

১৮৩৭ আঃ ২৫ ধাঃ ১৫

২৬ আগৃষ্ট ১৮৪২ সাল সং ১৩৬২।

ফরক্কাবাদের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ধারানুসারে যদি কোন মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের প্রতি সোপর্দ্দ হয় তবে হুকুম জারী করণের তলবানার বিষয় এবং অবশেষ সওয়াল জওয়াব লইবার বিষয়ে মুনসেফেরদের আদালতে যেবিধান চলন আছে সেই বিধান মতে প্রধান সদর আমীনের কার্য্য করিতে হইবেক কি না। তাহাতে বিধান হইল যে প্রধান সদর আমীনেরা যে২ বিশেষ বিষয়েতে মুনসেফেরদের আদালতের নির্দ্দিষ্ট বিধান মতে কার্য্য করিবেন তাহা ঐ ২৫ আইনের বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয় এবং আপীলের বিষয়। অতএব এই দুই বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাঁহারা ঐ ২৫ আইনের ৫ ধারার বিধান মতে কার্য্য করিবেন না। এবং তৎপ্রযুক্ত যে দুই বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে সেই দুই বিষয়ে মুনসেফেরদের আদালতে যে হুকুম খাটে তাহাতে প্রধান সদর আমীনেরা বদ্ধ নহেন। গেজেট ঐন ১৮৪২ সাল ৫০৮ পৃষ্ঠা।